

নং ৩৩

পেলান্সামের স্বদেশিতা

(নাটক)

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ—সাধনা লাইব্রেরী,

২০ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

১৩২৯ ।

মূল্য ১/ এক টাকা ।

পেলারামের স্বদেশিতা ।

(নাটক)

প্রস্তাবনা ।

- (ওগো) হাতের লম্বী ঠেলে ফেলোনা ।
(কথাটা ভুলোনা—কথাটা ভুলোনা ;)
(তোমার) হাতের কাছে আছে তো সব,—
(কেন) চক্ষু ছুঁটো মেলোনা ॥
(সেজে) ধন-দাঙ্গ-বহুহারে,
(মা) ফিরছে তোমার দারে দারে ;
(কেন) সমাদরে কমলারে
ডেকে ঘরে তোলোনা ॥
(তুমি) থাকতে বাসা ভিচ্ছ বাবুই
দোষটা তা'তে কা'র ?
মুখের অন্ন পরকে দিয়ে
নিজে অনাহার ;—
(তোমার) বিত্তে চমৎকার—
(তোমার) বুদ্ধি চমৎকার !
(কেন) রতন-কাঞ্চনে ফেলে
কাচের গেরো বল'না !!



পেলারামের স্বদেশিতা ।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

দর্পনাথের বাটীর প্রাঙ্গণ ।

কুমার দর্পনাথ মুখ্যো ও গঙ্গারাম ।

দর্প। দেশের লোকের যদি কিছু বুদ্ধি থাকে ! একটা ভাল কথাও শুন্বে না, কোন একটা ভাল কাজেও উৎসাহ দেবে না !

গঙ্গা। বা বলেছেন কুমার বাহাদুর ! ঐ জেতাই তো দেশের লোকের ওপর আমার এত রাগ ! যেখানে দেশের লোক জড় হয়, যেখানে দেশের কথা হয়,—আমি সে দিক দিয়েও চলি না !

দর্প। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কি চলে ? রাজা হ'লেন বিদেশী,—তঁার রাজ্যে বাস ক'রে এসব স্বদেশী হাঙ্গামে দরকার কি বাবা ? এ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষ বা'র ক'রে লাভ কি ?

গঙ্গা। কিছু না—কিছু না ! লাভের মধ্যে কেবল লালমুখের রস—
আর নিজের দেশের সর্বনাশ !

দর্প। তোর স্বদেশের আছেই বা কি ? একটা মোটরগাড়ী আছে ?
একখানা এরোপ্লেন আছে ?

গঙ্গা। রাধামাধব ! রাধামাধব ! একটা রিক্শ পর্য্যন্ত নেই তো মোটর-গাড়ী ! থাক্‌বার মধ্যে—রহিম বক্সের মালবোঝাই করা খানকতক মোবের গাড়ী আর জগা উড়ে সর্দারের ছ'খানা পাল্কী ! আর এরোপ্লেনের ভেতর—আমার বড় খোকার খান্‌ ছই লেজুড় দেওয়া সিকিতেল ঘুঁড়ি !

দর্প। তবেই বোঝো দিকি গঙ্গারাম—এরা “স্বদেশী স্বদেশী” ক’রে কি ক’রে ! গবরমেণ্ট্‌ নাকি অতি ভালমানুষ—

গঙ্গা। গোবেচারি—গোবেচারি ! সাতচড়েও কথা নেই ! একেবারে বাকে বলে মাটী—মাটী !

দর্প। আমরা যদি একবার গভর্ণর করে দেয়—

গঙ্গা। তা’ হ’লে একেবারে একধার থেকে লঙ্কাদগ্ধ !

দর্প। সব’ধরে ধরে কথায় কথায় দ্বীপান্তর !

গঙ্গা। বাস্—তা’ হ’লে তো একেবারে রামরাজ্য ! আর কুমার বাহাদুরের গভর্ণর হ’তে দেরিই বা কি ! একবার এক কথায় Councilএর Memberটা হ’রে পড়ুন না—আর তারপর আর একটু তেড়ে লক্ষ ঝাড়লেই—বাস্—একবারে তখন His Excellency the Governor of নিকিরিপাড়া !

দর্প। মনে ক’লে কি আর Councilএ ঢুকতে পারি না ? তা পারি ! কিন্তু—Council এ বসে যে আমি কোন কথা কইতে পার্ক না ! ঐ ভয় ! নইলে একবার দেখে নিতুম—

গঙ্গা। কথা কইবার দরকার কি ! Councilএ সকলকেই কি কথা কইতে হয় ? মতামত দেবার জন্তে শুধু হাত তুললেই তো চলে ! তা,—হাত তোলাতেই যখন কাজ হয়, তখন মিছে কষ্ট ক’রে কথা কইয়েন কেন ? এক হাত তুলে যদি কাজ না হয়, হ’হাত তুলবেন !

হু'হাত তুলে কাজ না হয়—হু'হাত হু'পা তুলে নিজের মতলব হাসিল কর্কেন,—ওর জগ্রে আর ভাবনা কি ?

দর্প । আরে দাঁড়িয়ে কি আর বক্তৃতা দিতে পারি না ? মেধাশক্তি আমার এখনও খুব ! Lectureটা অনায়াসে মুখস্থ করে নিয়ে গিয়েও তো বাড়তে পারি ! ছেলেবেলায় সেই কবে ফোর্থ-ক্লাসে History পড়েছিলুম—সে সমস্ত মুখস্থ আছে—শুনবে ? Hinduism was for a time submerged—but never drowned by the tide of Muhammadan conquest !

গঙ্গা । Bravo—Bravo—Hear—Hear ! (করতালি) ! এই তো দিবি লেকচার মুখস্থ রয়েছে,—এইটেই মিটিংএ লাগিয়ে দিলে তো অনেক কাজ হয় !

দর্প । না—না—এটা তো History মুখস্থ ব'লুন ! এই রকম ভাবে যোগীন্ মাষ্টারকে দিয়ে ইংরিজি লিখিয়ে নিয়ে ঘরে বসে মুখস্থ করে—স্বদেশীর বিরুদ্ধে হু'কথা কি ব'লতে পারি না ? পারি ! তবে কি জান,—গরম হ'য়ে উঠলে—আমার মুখে কিছু আটকাবে না ! হয়তো Government আমার Lecture শুনে দেশের লোককে একধার থেকে প্রেস্তার করে—ফাঁসীই বা দিয়ে ফেলে ! কিন্তু—এ দেশের যে রকম ছুটু লোক,—এদের ফাঁসি হওয়াই দরকার !

গঙ্গা । একশো বার—একশো বার ! কি ব্যাপারটা ক'ছে সব বলুন দিকি ! দেখে শুনে আমারই রাগে গা গস্ গস্ ক'ছে—তো, ইংরেজ মশাইদের কা কথা ! “স্বদেশী”—“স্বদেশী” ! স্বদেশে বাস ক'রে আবার “স্বদেশী” ক'রিস কি ? ময়রায় কখনো সন্দেশ থায় ?

দর্প । হু—হু—বাবা ছিলেন “রাজাবাহাদুর”—আমি তাঁর ছেলে ! দেখ না—চট করে Councilএর মেম্বর হ'য়ে পড়ছি ! খালি কটা ভোট

এই একটা মস্ত সুযোগ এসেছে ! রাজার ছেলে আসছেন,—এই উপলক্ষে একটা কিছু বড় রকম হজুকের পাণ্ডা হ'তে পারি—তাহ'লে চট করে গভরমেন্টের নজরে পড়ে যাব ! তখন শুধু Council এর মেম্বর তো তুচ্ছ কথা,—পাঁচহাজারী Prime Minister—এমন কি—গভর্ণর হবার পর্য্যন্ত খুব chance থাকবে !

গঙ্গা । যে আজে—যে আজে ! তাহ'লে এই অধীন দয়াময়কে যেন ভুলবেন না ! সদগোপের ছেলে—আপনার হিল্লিতে যখন এসেই পড়েছি—তখন আপনি লাট-বেলাট হ'লে এ দয়াময় ভৃত্যটিকে নিদেন একটা সরকারী আস্তাবলের In charge টিন্চার্জ—ঘা'হোক্ করে দিতে হবে !

দর্প । তোমাকে আমার Private Secretary ক'রে নোবো—তুমি ভাবছ কেন ? পাঁচশো টাকা মাইনে to begin with ! তাহ'লে চ'লবে না ?

গঙ্গা । উঃ—তাহ'লে চ'লবে না ? একেবারে এ অধমের সুখের আভিগঙ্গা উথলে উঠবে ! তা' কি রকমটা ক'চ্ছেন বলুন দিকি !

দর্প । আমি তো Prince of Wales এখানে land করবার দিন থেকেই বাড়ীর আকাশ পিদীম থেকে—বারবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত Electric আলো Osler কোম্পানীকে দিয়ে fit করিয়ে সমস্ত রাত জালিয়ে কদিন ধরে illumination ক'র'ক ! Every-day ছাদের ওপোর থেকে ভারি ভারি দামী দামী Rocket ছুঁড়তে থাক্বে ; তা'র ওপোর—বাড়ীতে একদিকে নবৎ—একদিকে কেয়ার ব্যাগু—এ সমস্ত দিন রাত বাজাতে শুরু করাব !

গঙ্গা । আর ঐ সঙ্গে—কুমারগিন্নীমাকেও ব'লে দেবেন—তিনিও দলবল নিয়ে ছাদের ওপোর বসে অনর্গল পোঁ—পোঁ—পোঁ করে এম্বনি

জোরে শীক বাজাতে শুরু করে দেবেন, যাতে আওয়াজটা Government House পর্য্যন্ত পৌঁছয় ! একেবারে রামরেল্ ব্যাপার হ'লে পড়বে !

দর্প । সে না হয় করা যেতে পারে ! কিন্তু ভাবছি কি,—শুধু নিজের বাড়ীতে এ সব করে সুবিধে হবে কি ? আমার ইচ্ছে—পাড়ায় পাড়ায় সকল বাড়ীতে এই রকম ব্যাপার হয়,—আর তার পাণ্ডা যদি আমি ছই—তাহ'লে খুব মজা হয় !

গঙ্গা । তাহ'লে একটা Public meeting ক'রে আপনি তা'র সভাপতি হ'য়ে এই কথাটা সকলকে ব'লে ক'রে কাজটা শুরু করে ফেলুন না !

দর্প । Public meeting যে আজ-কাল বন্ধ—নইলে একটা ক'রে ফেলা যেতো ! আগে দেখি—পাড়ার লোকদের ডাক্তে তো পাঠিয়েছি,— তা'রা কি বলে—আগে শুনি না !

গঙ্গা । তা'রা পাড়ার গরীব গেরোস্তা লোক—কেরানীগিরি করে খায় ! আপনি হ'লেন বড়লোক—আপনার এতবড় বাড়ী—এতগুলু গাড়ী-ঘোড়া—মোটর—জুড়ী,—আপনার এত টাকা—এত ভাড়াটে বাড়ী,—আপনার এমন চেহারা—সাজ-সজ্জা,—আপনার কথার ওপোর কথা কইবে পাড়ায় এমন কে আছে ? ঐ যে ওরা সব আসছে—

প্রতিবাসীগণের প্রবেশ ।

দর্প । এ'রা সব এই পাড়ারই লোক বুঝি ?

১ম প্র । আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনারই পাশাপাশী বাড়ীতে সব থাকি ! ২০।৩০ বছরের ভেতর মুখগুলো চেনবার অবকাশ হ'ল না বুঝি ?

২য় প্র। আমরা কিন্তু ও মুখ আপনার খুব চিনে রেখেছি !

৩য় প্র। ওঁরা হ'লেন বড়লোক—আমরা গরীব গেরোস্টো,—আমাদের দিকে দেখেন কখন ? বাড়ীর ফটক থেকে বেরিয়ে সামনে মোটরগাড়ী জুড়ি দাঁড়িয়ে থাকে,—তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠে ডায়ার সারে পড়েন !

দর্প। বুঝতেই তো পাচ্ছেন ! আর বড়লোক আমরা,—আমাদের বার তার সঙ্গে পথে বাটে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কওয়া কি উচিত ?

১ম প্র। জাতঃপাত হবে বে !

গঙ্গা। আর কি জানেন মশাই,—আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে সবাই দেখে, সবাই চেনে,—পূর্ণচন্দ্র কি কা'কেও দৃকপাত করে ?

২য় প্র। বিশেষতঃ আপনাদের মতন রাহ যখন দিন-রাত্রির তা'কে গ্রাস করেই আছেন, তখন তা'র পাতা যে সে পাবেই বা কেন ?

দর্প। ওহে গঙ্গারাম ! এদের কি for nothing হৈয়ালি ক'রবার জন্তে ডাকা হ'য়েছে ?

গঙ্গা। না—না—এঁরা সব অতি ভদ্র ! আপনার যা বলবার—বা হুকুম করবার—এঁদের করুন,—এঁরা সব শিরোধার্য্য করে তামিল ক'র্বে !

দর্প। আপনারা শুনেছেন তো,—রাজপুত্র—যাকে আমরা Prince of Wales বলি—অর্থাৎ যিনি ভবিষ্যতে—

১ম প্র। বলে যান না—কি বলবেন ! ময়লা জামা কাপড় পরেছি দেখে অতটা Vagabond-loafer ঠাওরাচ্ছেন কেন ? Prince of Wales Indiaতে আসছেন—তা কি আর আমরা খবর রাখি না—বা কাগজ পড়ি না ?

গঙ্গা। না—না—কুমার বাহাদুর তা কেন ঠাওরাবেন ? উনি একটু সরল ভাবে ব্যাখ্যা ক'চ্ছিলেন !

৩য় প্র। তা বেশ তো—Prince of Wales আসছেন,—সে তো ভাল কথা ! দেশের সৌভাগ্য !

দর্প। সেই জন্তে বন্থিলুম যে তাঁকে একটা ভাল রকম Reception দিলে হয়না ? Dr. সর্কাধিকারী—শাস্ত্রী মশাই প্রভৃতি বিলেত থেকে বিশেষ ক'রে ব'লে পাঠিয়েছেন—যেন কোন রকমে রাজপুত্রের অখতির না হয় !

১ম প্র। তা এখানে ভারতবর্ষে লাট—বড় লাট—বড় বড় রাজা—দেশের মাথাওলা লোকেরা খারা আছেন, তাঁ'রা কি সবাই ধর্মঘট করে Prince of Walesএর Receptionএর কিছু ক'র্সেন না ব'লতে চান ? রাজার ছেলে আসছেন নিজের রাজত্ব দেখতে,—তাঁর খাতিরের জন্তে আমাদের মতন চুনো-পুঁটির মাথা ঘামাবার আবশ্যক কি ? আর আমরা খাতিরই বা ক'র্ক কি ?

দর্প। (জনান্তিকে) গঙ্গারাম ! বড় সুবিধের নয় !

গঙ্গা। হাল ছাড়বেন না—একটু ধৈর্য ধরে বক্তিতে লাগান্ !

২য় প্র। খাতির করা চুলোর যাক্—সার্জন পাহারাওয়ালার কলের গুঁতোয় হয়তো রাজপুত্র দর্শন পর্য্যন্ত পাওয়া হকর হয়ে উঠবে !

দর্প। দর্শন না পাওয়া যাক্—loyalty দেখাতে দোষ কি ?

১ম প্র। কি ভাবে দেখাতে হবে বলুন !

দর্প। আহুন—আমরা একটা Private Receptionএর যোগাড় করি ! Governmentএর তরফ থেকে Reception যা হ'চ্ছে হোক—উপরন্তু—আমরা Calcuttaয় গেরোস্তো গরীবের কাছ থেকে—বেণী নয়—হটো ক'রে টাকা চাঁদা তুলে—একটা ভারি রকমের আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করি !

গঙ্গা। কিছু ভাবনা নেই ! কুমার বাহাদুর হবেন তার leader—পাণ্ডা !

আপনারা সকলে উঠে পড়ে লেগে—চাঁদা তুলে এনে এঁর কাছে জমা দিন ! কি ক'রতে হবে—না হবে,—কুমার বাহাদুর নাথা খেলিয়ে তার ব্যবস্থা করে দেবেন !

১ম প্র। বুঝেছি ! তা—এর জন্তে আর ভাবনা কি ?

২য় প্র। হু' টাকা করে চাঁদা,—এতো উঠেই রয়েছে মনে করুন না ! গেরোস্তা লোকে চাঁদা দিতে—বেকুব ব'ন্তে—আর বড়লোকের ভুজ্ঞে ঠকতে সর্বদাই প্রস্তুত জানবেন !

৩য় প্র। তা' হ'লে—নাহি—এ বিষয়ে একবার পরিবারের মতটা নিয়ে এসে কাজে লাগি ! ততক্ষণ আপনি একটা ফর্দ করে ফেলুন,—আর অমিদারীর তবিল থেকে খরচপাতি ক'র্তে শুরু করে দিন ! .

দর্প। আপনারা কি ঠাট্টা ক'চ্ছেন ?

১ম প্র। ঠাট্টা করিনি কুমার বাহাদুর ! দুঃখ প্রকাশ ক'ছি যে—আমরা গরীব গেরোস্তা বলে—বড়লোক শালারা আমাদের এমনি বেকুবই ঠাণ্ডায় !

গঙ্গা। এ কি রকম অভদ্র আপনারা ? ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে গাল দেন ! চলে যান—ব'লছি !

১ম। বাবাজির টাকার টান পড়েছে বুঝি, তাই লোক ঠকাবার মতলব করেছেন !

২য়। ফন্দিটা খুব লাগুতাই বটে,—তবে কিনা—জলে চাঁদ ধরা গোছ ব্যাপার !

৩য়। হা অদৃষ্ট—এঁরা সব Reformed councilএর মেম্বর হ'তে চান !

এঁরা দেশের দুঃখ নিবারণ ক'রেন !

[প্রতিবাদীগণের প্রস্থান ।

দর্প । এ শালারাও—স্বদেশী ! বুঝলে ?

গঙ্গা । শালারা সব ঘটিচোর ! এ পাড়ার সব শালা বদ্মায়েস্—

পেলারামের প্রবেশ ।

পেলা । No fear (নো ফিয়ার), no fear (নো ফিয়ার) ! এ কি
রকম দর্পনাথ বাবু ! পাড়ার লোককে শালা বলে কে ? No fear—
কথাটা সড়াৎ করে কাণে ঢুকলো !

দর্প । না—না—সে কি ? পাড়ার লোককে গাল দেবে কে ? এখানে
তো আর কেউ নেই !

পেলা । No fear—আপনি ব'লে হবে কেন ? আমি স্পষ্ট শুনিছি
মশাই ! আপনার ঐ মোসাহেব বাবুটা বুঝি ?

গঙ্গা । কুমার বাহাদুর ! একি ? আপনার বাড়ীতে এসে ইনি আমাকে
Consult—না—না—Insult ক'ছেন ? আমি আপনার খোসামোদ
করি ব'লে আমার বলে কিনা মোসাহেব ?

পেলা । No fear ! মোসাহেবকে মোসাহেব ব'লব না ত কি—মেশো
মশাই ব'লব ? দর্পনাথ বাবু ! No fear ! এ ষ্টুপিডকে এখনি
আমার স্মৃণ থেকে সরে যেতে বলুন—নইলে—

দর্প । আঃ—কি কর পেলারাম ? মিছিমিছি মাথা গরম ক'চ্ছ কেন ?
ওতো তোমাকে শালা বলেনি !

পেলা । No fear ! আমাকে “শালা” ব'লে কিছু ব'লতুম না ! কারণ,
আমার ডব্বী টব্বী নেই । আমার পাড়ার লোক—ভাই Brother,—
তাদের বলে কি না “শালা” ? উঃ—এ পাড়ার lots of ব্রাহ্মণকারহ
ভদ্রলোকের বোন আছে,—আর এ Rascal সঙ্গোপ—তাদের হবে
কি না বোনাই ? No fear—আমি চলুন—আমার সব Associa-

tionএর দলবল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,—ও রাস্তায় বেরুলে—ওকে

“জালিন্‌ওয়ালা বাগ্” মারা ক’রে ছাড়্‌ব !

দর্প । যাক্—যাক্—ভাই পেলারাম—কিছু মনে কোরোনা ! বাও হে

গঙ্গারাম—তুমি বৈঠকখানায় শুয়ে থাক গে—

গঙ্গা । আমিও বাবা সদগোপের ছেলে ! কুমার বাহাদুর একবার

কাউন্সেলের মেম্বরটা হ’লে হয়—তখন একবার তোমার স্বদেশী-

দলকে বুঝে নোবো—

পেলা । তোরা মোসাহেবের নিকুচি ক’রেছে—No fear—

(তাড়া খাইয়া গঙ্গারামের পলারন)

No fear—ওকে ছু’ধা দিতেই হবে—

দর্প । যাক্—যাক্ ! এইবার ঠাণ্ডা হও দিকি !

পেলা । No fear—ঠাণ্ডা আমি খুবই হয়ে আছি !

দর্প । কি মনে ক’রে সকালবেলা হঠাৎ ?

পেলা । No fear—চাঁদা নিতে ! একটা বড় রকম Donation দিতে

হবে—(নেপথ্যাভিমুখে হিহিহি) ওরে—ও গোরে—ও সুরো—ও

নরা—এদিকে আর !

দলবলের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।

“বল্লেমাতরম্ !

সুজলাং সুফলাং মলয়জলীতলাং

শতশ্রামলাং মাতরম্ ।”

দর্প । হাঁ—হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি ? আমার বাড়ীতে—আমার

স্বামনে—কি সর্বনাশ—কি সর্বনাশ !

পেলা। No fear! কি হয়েছে ? মায়ের নাম কচ্ছি—ভাল গান—
ঠাকুরদের গান—দেশের গান—বন্ধিম বাবুর গান ! No fear—গাও
হে—“বন্দেমাতরম্—”

সকলে। “বন্দেমাতরম্—

সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি

দর্প। দরোয়ান—দরোয়ান—জলদি ফাটক্ বন্ধ্ কর—চাদক বন্ধ্ কর !
ও পেলারাম বাবু—ও মশাইরা—ও মশাইরা ! দোহাই—দোহাই
আপনাদের—

পেলা। No fear! আচ্ছা—গাইব না ! কি হ’য়েছে কি ? এত
থেপ্‌চুরিয়াস্ হ’য়ে উঠলেন কেন ?

দর্প। বলি—কি মতলব কি ? এঁরা সব কা’রা ?

পেলা। No fear—এঁরা সব Employees’ Association এর দল !
বড়লোকদের কাছে Donation আদায় ক’র্ত্তে বেরিয়েছি ! No
fear !

দর্প। সে কি ? স্বদেশীর দল তো ?

পেলা। No fear ! এ স্বদেশীও নয়—বিদেশীও নয়—পরদেশীও নয় !
এতে সব জাতেরই মেশামেশি আছে ! No fear দর্পনাথ বাবু—এ
একটা খুব ভাল ব্যাপার !

দর্প। Employees’ Association ? চাকুরে সম্মিলনী ? এতে
Government এর বিরুদ্ধে ? ইংরেজের বিরুদ্ধে ?

পেলা। No fear ! কিসে বুঝছেন ?

দর্প। বুঝছি বই কি ? আচ্ছা—আমি বা’ বুঝছি তা’ বুঝছি—তোমরা
কি বোঝাতে চাও তুমি ?

পেলা। No fear—সরল ভাবেই বোঝাচ্ছি ! ব্যাপারটা এই ! দেখুন—

পৃথিবীতে সব চেয়ে অনাথ অসহায়,—যুথ চাইবার কেউ নেই,—আহা বন্সবার কেউ নেই,—হুঃখ শোনবার কেউ নেই,—হুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা করবার কেউ নেই,—এমন লোক কা'রা জানেন ? যা'রা পরের চাকরি বা কেরানীগিরি ক'রে খায় ! এ Associationটির উদ্দেশ্য—এই সমস্ত হতভাগ্য কেরানীদের (বিশেষতঃ Merchant office এর কেরানীরা—যাদের হুট ব'লতেই এক কথায় চাকরি যায়—তাদের) বিপদে আপদে কোন রকম সাহায্য ক'রতে চেষ্টা এবং সাধ্যমত সাহায্য করা !

দর্শ । সাহায্যটা কি রকমে ক'র্তে হবে শুনি ?

পেলা । No fear তাও বলছি ! ধরুন—হঠাৎ কোনও ভদ্রলোকের চাকরি গেল ! গেরস্ত কেরানীদের বা অল্প-সল্প মাইনের চাকরদের অবস্থা জানেন্তো ? দিন আনে—দিন খায় ! হঠাৎ কারুর চাকরি গেলে—পরদিন কি থাকে তা'র সংস্থান নেই ! পেটে খেয়ে তবে তো চাকরি বাকরি বা অথ কোন উপায়ে রোজগারের চেষ্টা ক'র্কে ? যে ক'দিন কিছু যোগাড়যন্ত্র না হয়—সে ক'দিন পেট চালাবার মত তা'কে কিছু সাহায্য করবার জন্য Associationএর কিছু Fundএর দরকার ! সেই জন্যে আপনার মতন বড়লোকের কাছে ভিক্ষে ক'র্তে আসা ! No fear—এতে Governmentএর প্রতি বিরুদ্ধভাব কিছু নেই !

দর্শ । এতে টাকা দিয়ে আমার কি লাভ ?

পেলা । No fear ! লাভ—আপনার দেশের লোকের উপকার হবে !

এই লাভই যথেষ্ট লাভ ! No fear !

দর্শ । তা হ'লেই স্বদেশী ভাব এসে পড়ছে না ?

পেলা । No fear—তা জোর করে টানলে—এসে পড়ছে বই কি !

দর্প। তা হ'লে আমি এক পরসাতটা দিতে পারিনা!

পেলা। No fear! তা হ'লে চল হে—

দর্প। তা—আচ্ছা—যখন এসেছ—তখন কিছু না হয় দিতে পারি!

মোদাৎ—আমার একটু কাজ ক'র্তে হবে!

পেলা। No fear—কি কাজ শুনি!

দর্প। রাজার ছেলে Prince of Wales আসছেন! আমি মতলব ক'ছি—একটা কিছু নূতন রকমের Reception আমরা এদেশের তরফ থেকে ক'রব!

পেলা। খুব রাজী আছি—No fear! দল বেঁধে মা'র নাম গাইতে গাইতে গিয়ে থাকির ক'রে রাজপুত্রকে যেখানে বলেন নিয়্যে গিয়ে হাজির ক'রব!

দর্প। ছেলে-মামুষী কোরোনা! এ প্রায় তোমার বনুগায়ের 'রাজার ছেলে কিনা! Prince—Prince—Prince of Wales! শোনো—তা' আমি বনুছিলুম কি—Governmentএর তরফ থেকে যেমন Illumination—Fireworks ইত্যাদি সব ধুমধামের আয়োজন হ'চ্ছে,—আমরাও তেমনি privately চাঁদা তুলে সেই-রকম সব ঘরে ঘরে ক'দিন ধরে (I mean যে ক'দিন রাজপুত্র এখানে থাকবেন) ক্রমাগত আলো আর বাজী পোড়াতে থাকি এসনা!

পেলা। No fear—খরচা তো সব আপনি দেবেন?

দর্প। Of course—আমি একটা মোটা রকম চাঁদা দোবো বইকি,—কিন্তু সব খরচ তো তা'তে কুলোবে না!

পেলা। No fear—সে খরচ দেবে কে? অধিকাংশই তো আমার মতন গেরোস্তো গরীব,—পেটে খেতে কুলোয়না!

দর্প। চাঁদা তুলতে হবে! লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় কর!

পেলা । No fear—কেউ দেবে না !

দর্প । Governmentএর কাজে চাঁদা দেবেনা—এমন পাষাণ কেউ আছে ?

পেলা । No fear—Governmentএর নিজের যে টুকু প্রজার কাছ থেকে নেবার দরকার—সেটুকু নিঃসাড়ে আদায় করে নেবেন,—তার জন্তে No fear ! কিন্তু আপনি হুজুক ক'র্কেন—আপনাকে লোকে চাঁদা দেবে কেন ? আপনার নাম কেন্‌বার দরকার হয়—রাজা বাবা অনেক পরসী রেখে গেছেন,—ছাড়তে আরম্ভ করুন ! No fear পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে নিজের কাজ হাসিল ক'র্তে চাচ্ছেন কেন ?

দর্প । বাও—তুমি এখনি clear out ! খবরদার আমার বাড়ীতে আর ঢুকোনা !

পেলা । No fear—কোন দরকার নেই এখানে আমাদের আস্‌বার—
চল হে চল ।

গীত ।

সকলে ।

“বন্দে মাতরম্ ।

“সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শত্ৰুশ্রামলাং মাতরম্ ।”

দর্প । আবার ঐ গান ? দরওয়ান—দরওয়ান—

বৃদ্ধ ঘোষাল মশায়ের প্রবেশ ।

এই যে কর্তামশাই ! দেখুন দিকি—এ বদ্‌ম্যাস্‌টার আচরণ ! আমার বাড়ীতে বসে seditious গান ?

ঘোষাল । এ্যা—সে কি হে কুমার বাহাদুর ? seditious গান কে গাইলে ? আরে এ কে ? পেলারাম না ? তুই এখানে কি মনে ক'রে রে !

পেলা । চাঁদা চাইতে এসেছিলুম—No fear কর্তামশাই !

ঘোষাল । তা এ বাড়ীতে আর sedition মিডিশান্ কেন করিস্ বাবা ?

জানিস্ তো—কুমার বাহাদুরের একটু seditionএর বাতিক আছে !

পেলা । No fear—কিছু sedition করিনি কর্তামশাই ! গান গাই-
ছিলুম—শুনতে পাননি ?

ঘো । গান শুনেই তো ঢুকে পড়লুম ! নইলে, বাচ্ছিলুম কন্'রেজের
বাড়ী ! গানটা বেশ লাগছিল বাইরে থেকে !

পেলা । No fear—কের গাইব ?

দর্প । খবরদার—ও গান যদি কের গাইবে তা' হ'লে আমি Police
ডাকব ! দেখুন দিকি কর্তামশাই—কি জুলুম ! Government যে
গান গাইলে—যে কথা উচ্চারণ ক'রে রাগ ক'রবেন—আমার ভিটেতে
দাঁড়িয়ে সেই গান গাইছে ?

ঘো । কি গান হে পেলারাম ?

পেলা । No fear—“বন্দে মাতরম্” গাইছিলুম !

ঘো । তা' কুমার বাহাদুর ! কই—গভরমেন্ট তো এ গান গাইতে নিষেধ
করেন নি ! তা ওঁর যদি আপত্তি থাকে—তা বাবা পেলারাম—ও
গানটা তুমি গেলোনা !

পেলা । No fear ! তবে গাইব না ! আচ্ছা কর্তা-মশাই—আমার
বুঝিয়ে দিন্ দিকি—এ গানের কোন খান্ডায় Sedition আছে !
নিজের মা'কে নমস্কার করা—নিজের মা'কে বন্দনা করা—নিজের
মায়ের স্তব করা—কোন্ দেশে—কোন্ রাজ্যে—কোন্ জাতির মানা,
আমায় দেখিয়ে দিন্ দিকি ! ইংরেজদের National Anthem নেই ?
ওঁরা ওদের স্বদেশী গান গান্ না ?

ঘো । ওকি একটা কাজের কথা হ'ল বাবা প্যলারাম ? ওঁরা হ'লেন

স্বাধীন জাত, রাজার জাত! ওঁরা বা গাইবেন—বা ব'লবেন, বা কইবেন, সে রকমটা কি পরাধীন প্রজাদের গাইতে বা ব'লতে কইতে দিতে পারেন? যাক বাবা—ওসব বাজে কথা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন নেই! তোর দলের যদি নিতান্তই গান পেয়ে থাকে,—তা হ'লে একটা ভাল গান শুনিবে দে!

পেলা। No fear—আরও ভাল গান আছে! গাও হে—“আমার জন্মভূমি!”

সকলে। “ধন-ধাত্ত পুষ্পতরা—আমাদের এই বহুধরা,

তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা,—”

ইত্যাদি—

ঘো। আহা—বেশ তো—বেশ তো—

দর্প। কি ব'লছেন কর্তা-মশাই? বেশ—বেশ কি? আবার ঘুরিয়ে সেই

Seditious গান গাইছে! ইংরেজ রাজত্বে ব'সে “আমার জন্মভূমি”

গাইবে? Horrible—Horrible! যাও—চলে যাও—বলছি!

ঘো। আহা—শোননা কুমার বাহাহর—ছোকরারা গলা মিলিয়ে বেশ গাচ্ছে—শোনোনা!

দর্প। না—না—ওসব গান এখানে চলবে না! আপনার নিতান্ত শোনবার ইচ্ছা হয়—আপনি ওদের নিয়ে বাইরে বেয়িরে গিয়ে শুন্তে পারেন!

ঘো। তা রাগ কর—না হয় চলে যাচ্ছি বাবা কুমারবাহাহর তোমার বাড়ী থেকে! ছোঁড়ারা বেশ মনের মতন গানটা গাইছিল,—এ বরসে লাগছিল বড় মধুর! তা তোমার এটাতেও যদি আপত্তি থাকে,—তা হ'লে না হয় আমি রাত্তার গিয়েই শুনি!

দর্প। না—না—চ'টে চ'লে যাচ্ছেন কেন কর্তামশাই? সত্যি কি আপনাকে চলে যেতে ব'লতে পারি? তবে ব'লছিলাম কি—ওদের

যদি ভাল—বেশ বিস্তৃত কিছু গান জানা থাকে,—এখানে স্বচ্ছন্দে গাইতে পারে !

যো। হ্যা বাবা পেলারাম ! এমন কিছু বিস্তৃত গান জানতো গাও,—
কুমার-বাহাদুর হুকুম দিয়েছেন !

পেলা। No fear—বহু গান জানা আছে—গাও হে—

সকলের গীত ।

“বঙ্গ আমার—জননী আমার ইত্যাদি ।

দর্প। পাহারোলা—পাহারোলা—এ দরওয়ান—আরে এই—কোন্ হায়
দেউড়িমে—জলদি পুলিশ বোলাও—

যো। কুমার বাহাদুর কি খেপ্লে নাকি ?

দর্প। যান্ কর্তামশাই—আপনি শুদ্ধ এখুনি get out ! এই—এই—
যাও তোমরা ! যাও ! জান—আমি রাজা গোরচাঁদ মুখ্যের ছেলে—
কুমার দর্পনাথ মুখ্যো—অতি শিগ্গির Legislative Council এর
member হব,—নন্দীপুরের জমিদার ! আমার বাড়ীতে আর এক
মিনিট থাকলে এখুনি trespass চার্জে ফেলব !

পেলা। ‘No fear ! তোমার মতন ঢের ঢের জমিদার আমরা দেখেছি !
এ বাবা সহর ক’ল্কেতা,—হেথা মুড়ি-মিছরির এক দর ! ও সব
জমিদারী চাল এখানে চ’ল্বে না !

দর্প। কি ? যত বড় মুখ তত বড় কথা ? দেখুন—দেখুন কর্তামশাই—
দেখুন একবার—

যো। চল বাবা পেলারাম—কুমার বাহাদুরকে আর তাতিয়ে দিওনা !
বখেট তেতে গেছেন—

পে। No fear—বেশী তাত্লে নিজেই burst ক’রবেন !

দর্প । নাঃ—আমি নিজেই পুলিশকে Telephone ক'রে দিচ্ছি ! সবাইকে
চোর ব'লে ধরিয়ে দোবো ! কারুর খাতির রাখুব না কর্ত্তামশাই !

ঘো । না—না—বাবা—আমি এই এদের নিয়ে চলে যাচ্ছি ! চল বাবা
পেলারাম ! বলি—টান্দা-টান্দা কিছু পেলি ?

পেলা । No fear ! এ রকম লোকের কাছে আমরা টান্দা don't
care—চল হে চল—

লকলে । "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী—উঠ, আদি জগতজনপূজ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি ।"

(ঘোবাল মশাই, পেলারাম ও তাহার দলবলের
গাহিতে গাহিতে প্রস্থান) ।

দর্প । বন্দুকটা কাছে কাছে রাখা দেখছি নিতাই দরকার—নইলে—এ
সব স্বদেশী-ব্যাটারা অস্ত্র কিছুতে ভয় পাবেনা ! দরোয়ান—

দারবানের প্রবেশ ।

দার । হুজুর !

দর্প । তোম্ লোক্ কাঁহা রয়তা হায় ? "দরোয়ান দরোয়ান" ব'ল্কে
হাম্‌রা গলা ফাট্‌ যাতা হায়,—আর তোম্‌লোক সব নাক্‌মে সর্ষের
তেল দেকে ঘুমিয়ে পড়্‌তা ?

দার । নেহি মহারাজ ! হাম্‌ লোক্‌ তো বরাবর নেউড়িমে খাড়া হায় !
আপুতো বোলায়া নেহি !

দর্প । আলবৎ বোলায়া ! এক দঙ্গল ডাকু আকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকা থা,
বদি লুঠপাঠ কর্‌কে লে যাতা—তবু কেয়া হোতা ?

দার । কাঁহা ডাকু মহারাজ ? উহুতো সব ভদ্র আদমি,—আপুকে সাথ
মুলাকাৎ কর্‌নে আয়া রহা ! শুন্‌-শা ! বুঢ়া বাবু আয়া,—পিলারাম
বাবু আয়া,—হাম্‌ তো ডাকু কইকো নেহি দেখা !

দর্প। ও লোকই তো সব স্বদেশী ডাকু হায় ! ওরা কি ভদ্র আদমি
হায় ? কিন্ যব্ এখানে আসেগা—

দ্বা। বাস্—আউন্ বোল্নেকো তঁখলিগ্ মং লিজিয়ে ! যো ভদ্র
আদমি হোকে আওয়েগা—হাম্ সমব্ লিগা,—উ সব্‌কোই ডাকু
হোগা ! ইয়ে দেখিয়ে—কেইসা লাঠি চালানে সেক্তা—(লাঠি খেলন)

দর্প। বাস্ করো—বাস্ করো—

দ্বা। (লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) কাঁহা ডাকু—দেখ্‌লাইয়ে—সবকো
জান্‌মে মারেগা !

দর্প। (সভয়ে) এই—এই পাঁড়ে—কেয়া কর্তা ? মনিবকো লাঠি
মারেগা ? চুপ্ কর্কে খাড়া হো যাও !

দ্বা। (খাড়া হইয়া সেলাম করণ) বহৎ আচ্ছা ! হুজুম ফরমাইয়ে
মহারাজ !

দর্প। যাও—তোম্ দেউড়িমে ছাঁসিয়ার হোকে বৈঠো !

দ্বারবানের প্রস্থান]

দর্প। আর একটা কিছু মতলব ঠাওরাতে হবে !

প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

রাজপথ ।

ঝোমাল মশাই, পেলারাম ও তাহার দলবলের—

“উঠগো ভারতলক্ষী ইত্যাদি” গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাক ।

অগিভার ডেভিন্ কোম্পানীর অফিস ।

মিঃ জেকবের কামরা ।

মিঃ জেকব (Jacob) ও জনৈক বস্ত্র-ব্যবসায়ী ।

ব-ব্য । আপ মাং যাব্‌ডাইয়ে সাব ! কাম খুব জোরসে চলগা !

জেকব । Damn it ! কেয়া জোরসে চলগা ? কাপড়াকো কাম্মে
বিল্কুল Loss হো গিয়া—জান্‌তা নেহি ? তোমরা দেশ্‌কা Non-
co-operation—সব কাম বরবাদ্ কর্‌ দিয়া !

ব-ব্য । হাঁ সাব্—খোড়া বহৎ গোকসান হোতা—হাঁ ! লেকিন্
আবহিতো বাজার ফিন্ চড়্ গিয়া ! হামারা বাৎ শুনিয়, —ইয়ে Non-
co-operation—(নন্-কুপারেশন্) বাস্তি রোজ নেহি চলগা ।

জে । হাম্‌ শুনা—তোম্‌ ভি এক রোজ স্বদেশী মিটিংমে যাকে সহি কর্
দিয়া থা—“আউর বিলাতি কাপড় নেহি contract করোগা”,—
আব্‌ তোম্‌ কেয়া বোল্‌তা ?

ব-ব্য । আরে সাব্—সহি কর্‌ দিয়া তো কেয়া হুয়া ? হাম্‌ কান্ধী-
বিশ্বনাথকো মাথা পরশু কর্‌কে যদি বোল্‌তা যে হাম্‌ বিলাতি
কাপড়াকো কাম নেহি করোগা—তব্‌ ভি তোম্‌ লোক্‌ ডরো মৎ !

জে । কাছে ?

ব-ব্য । আরে সাব্—হাম্‌ লোক ব্যবসাদার হায় ! হাম্‌ লোক ব্যবসাকা
বাস্তে কেয়া কর্‌নে নেহি সেক্‌তা ? বাহ্যরমে দেওশুয়াসী লোক্‌কা
সান্নানামে সাধু সাজ্‌তা,—আর আপ্‌না কামকা ওয়াস্তে—সো রূপেরা
লাকা কর্‌নেকো ওয়াস্তে হাম্‌লোক্‌ আপ্‌না ভাইবেরাদার—সব

লোক্কো গলামে ছুরি দেনে সেক্তা ! ঠাকুর-দেওতা সব্ খুটা হায় !
খালি হনিয়ামে এক চিঙ্ক জান্তা—রুপেরা ! এহি রুপেরা কাঁহাসে
পরদা হোতা ? স্রেফ্ ব্যবসা কর্কে !

জে। তব্ বিলাতি কাপড়াকো কাম কাহে ছোড়্তা ?

বাব্য। কোন্ শালা ছোড়্গো ? হাম্ এইসা বেকুব নেহি হায় ! বিশ
বরষ আগাড়ী হামারা হাল জান্তা সাব্ ? হাম যব্ বোলা বরষকা
লেড়কা,—তব্ দেশসে এক লোটী আউন্ এক কবল লেকে কল্কতা
চলা আয়াথা । রান্তামে চেনিচুর বেচুকে দো বরষমে পচাশ রুপেরা
জমায়কে উসিমে কাপড়া কিন্কে রান্তামে ফেরি কর্কে বেচুনে
লাগা—“এক টাকায় তিনখানা কাপড়—একখানা ফাউ” ।

জে। Is that so ? তোম্ কাপড়া লেকে রান্তামে চুঁড়তা থা ?
Strange !

ব-ব্য। তব্ ক্যা ? এহি কাপড়া-ফেরিওয়ালাকো কাম হাম পাঁচ বরষ
কিয়াথা । উসিমে হাম দোহাজার রুপেরা জমা কর্ লিয়া ।

জে। দো হাজার ? By Jove ! ক্যারসা দো হাজার জমা কিয়া ?

ব-ব্য। কাহে নাহি কর্গো সাব্ ? দো পরদা মুড়ি আউন্ এক পরদা
চানা—আউন্ এক পরদা গুড় হামারা স্নেজ খরচা হোতা থা । আউন্
আথেলা পরদা গাঁটসে নেহি খরচা কিয়াথা । একঠো দেশওয়ালিকো
বাওয়ামে কাপড়াকো মোট মাথামে দেকে নিদ্ যাতা—বাস্ ।

জে। Go on—Go on—তোম্ বহৎ পাক্ businessman—হাম
সমক্ লিয়া ! দো হাজার রুপেরা লেকে কেয়া কিয়া—then ?

ব-ব্য। উসিমে ঘিউকা কারবার শুরু কিয়া । ওহি কারবার কর্কে—
দশ বরষকা বিচমে হাম দেড় লাখ রুপেরাকো মালিক হো গিয়া ।

জে। দেড় লাখ ? Good Gods ! ঘিউকা তো বহৎ দাম,—তোম্ দো-

হাজার capital লেকে—দশ বরষ্মে দেড় লাখ রূপেয়া কামায়া ?

Oh—I don't believe !

ব-বা । তোম বিশোয়াস্ নেহি করেরা—তো হাম্ কেয়া বোলগা !
আরে সাব্—এক হাজার রূপেয়াকে। খাঁটি ঘিউমে পাঁচ হাজার
রূপেয়াকে। চব্বি মিশাল দেকে—কেংনা লাফা কিয়া—তোম্
হিসেব কর্কে দেখে !

জে । Ah—there you are ! কেয়া চৰ্কি মিশাল্ দিয়া থা ?

ব-বা । আরে সাব্—উসিকা কুছ ঠিকানা থা ? তোম্ হামারা বহং
দোস্ত্ হার—তোম্কে। হাম্ খুট্ নেহি বোলগা ! শুয়ার, গরু, সাঁপ
গিরগিট্,—যেতা জানোয়ারক চৰ্কি সন্তামে মিলা,—ওহি মিশাল্
দেকে—দশ রূপেয়াকে। মাল আচ্ছা ঘিউ বোল্কে ৬০।৭০ রূপেয়ামে
বেচনে লাগা। বাস্—যব্ বহং গোলমাল হোনে লাগা—তব্ ও কাম্
ছোড়্কে দেড় লাখ রূপেয়ামে বিলাতি কাপড়াকো কাম্ শুরু কিয়া !
ওহি কাপড়াকো কাম্ কর্কে সাহাব লোক্কে দয়াসে আজ হাম
আমীর বন্ গিয়া। দেখে হামারা আজ ক্যা হাল ! কল্কেতা
সহরমে পাঁচতালা মোকান্—তিন বিঘা—জমীনপর্ বানার লিয়া !
হুশো বিঘাক বাগিচা ঘুঘুভাঙ্গামে খরিদ কিয়া ! হামারা আন্তাবল্মে
৭।৮ঠো বোড়া, তিনঠো Burma pony ! গারেজ্মে দুঠো হাওয়া-
গাড়ী ! হাম শালা এইসা বেকুব,—বদেশী কীরেগা ? বিলাতি
কাপড়াকো কাম্ ছোড় দেগা ? হাম্ এইসা উল্ল—গাঙ্গা—বান্দর—
কুতা—হারামজাদা হার ?

জে । তোমারা দেশমে আজকাল তো বহং খন্দর চলতা হার ? সব
আদমি তো খন্দর পিনতা ?

ব-বা । খুটী বাৎ—এক দশ খুটী বাৎ ! দশবিংশ আদমি খন্দর পিনতা

হায়—তো উসিমে বিলাতি কাপড়াকো কেয়া লোকসান হোনে
সেকতা? হাম তোমকো বোল দেতা,—এ সব থন্দর-উন্দোর Indiaমে
কুছ নেহি চলগা !

জে। তোম জানতা নেহি বাবু—হিঁরা বহুৎ আদমি “থন্দর” পিন্তা—হাম
দেখা ।

ব-ব্য। কুছ পরোয়া নেহি! হাম বিলাতসে—জাপানে—আমরিকাসে
দশ্বিশ্ লাখ্ রুপেকাকো থন্দর লোরগা,—হিঁরা স্বদেশী লেবেল্
লাগায়কে ওহি থন্দরকা কাম্মে বিশ্ লাখ্ রুপেরা লাকা কিরেগা !
আও সাবু—করো—contract করো। তোম্ লোকতি দশ্বিশ্
লাখ্ রুপেরা কামায় লেও ! আও—আও—থন্দরকা Indent দেতা
হায়—কুছ পরোয়া নেহি !

জে। হাঁ—হাঁ—হামলোক তো ready হায় ! লেকিন—হামারা
কাপড়াকো stock clear কর্ লেও ।

ব-ব্য। ওহি লিয়ে তো হাম্ আজ আরা হায় ! আব সব গোলমাল
picketing বন্ধ্ হোগিয়া ! আবি তো তোমারা সব মাল লেনেকো
হাম্ তৈয়ার হায় ! এই লেও সাব—তিম লাখ রুপেরাকা cheque—
advance deposit জমা করলেও । দৌ-এক যোজকা বিচ্চে—
বাকী রুপেরা দেকে—Delivery order লে বাগা । এই লেও !

(চেক প্রদান)

জে। Thank you Babu !

ব-ব্য। আচ্ছা—আজ হাম্ যাতা—সেলাম ।

[বজ্রব্যবসায়ীর প্রস্থান ।

জে। Oh—My goodness ! Fifty lacs of Rupees' Man-
chester cloth still in stock ! Don't know how to

dispose of the same ! Well—let me see—what I can do with this fellow !

বড়বাবু ও কেরাণীগণের প্রবেশ ।

ব-বা । রোজ রোজ চালাকী ? দেখি একবার—কে তোমার আজ চাকরি রাখে ?

বিনোদ । আরে চোখ বন্ধাচ্ছেন কা'কে বশাই ? আমি ওসব চোখ টোক রাঙ্গানিতে বড় খোড়াই care করি !

বা-বা । আচ্ছা দেখি—care কর কি না !

জে । What's wrong Burra Babu ?

ব-বা । Good morning Sir ! এ লোক নিয়ে তো আমি কাজ ক'রে উঠতে পারব না ।

জে । কেন ? বিনোদ তো খুব আচ্ছা কাম্ করে !

ব-বা । আমার গুটির পিণ্ডি করে সাহেব ! তুমি একটু favour কর বোলে—ও আর কা'কেও দূকপাত করে না । আমাকে তো কথার কথার অপমান করে ! আপিসে একটা মহা-গুণ্ডগোলের ব্যাপার ক'রে তুলছে দেখছি !

জে । কেন্দ্রা গোলমাল ? Well Binode ! what did you do ?

বি । Nothing Sir ! হাতে কাজ-কর্ম ছিল না, একটু ব'সে থবরের কাগজ প'ড়'ছিলুম ।

জে । কি কাগজ প'ড়'ছিলে সেটা বল !

বি । Servant—

জে । Oh—I see—

ব-বা । শুখ কি জাই সাহেব ! ঐতাহ seatএ ব'সে Independent

প'ড়ছেন, Servant নিয়ে জলখাবারের ঘরে চৌচিরে চৌচিরে সকলকে শোনান—Young India তো ওর পকেটে পকেটে ফিরছে ?

বি। হ্যাঁ—তা' পড়ি—তা' কি হবে ? আপনি প'ড়ে বুঝতে পারেন না—
তাই পড়েন না ! আর শুধু কি আমি ঐ সব কাগজই পড়ি ?
Statesman, Englishman—Daily News—এ সব পড়ি না ?

ব-বা। এসব প'ড়লে তো ক্ষতি নেই ! ও বাংলা nasty কাগজগুলো—
আপিসে ব'সে প'ড়তে তো তোমার মানা করে দিয়েছি !

বি। আপনি মানা করবার কে ?

ব-বা। আমি বড়বাবু—আমি সাহেবদের ঠিক নীচেই ! আমি কে তা
জান না ?

বি। তা' আর জানি না ? আপনি চিরদিন তো সাহেবদের নীচেই
থাকেন,—নইলে আর কোথায় থাকবেন ?

ব-বা। শুনছ সাহেব—আম্পর্কীয় কথাটা একবার শুনছ ? আমি ভাল
কথা ব'লছি সাহেব—ও রকম লোককে আপিসে রাখলে আপিসের
কখনই ভাল হবে না ! ওকে তাড়াও ব'লছি সাহেব !

জে। But is he neglecting his work Burra Babu ? বিনোদ
কি আজকাল কাজকর্ম ভাল করে না ?

ব-বা। কিছু না—কিছু না। একটা কাজ ব'ললে মোটে বাড় পাতে না।

জে। How is that Binode ?

বি। All false Sir,—সব মিছে ! আমি কাজকর্ম আমার সব ঠিক করি
কিনা—সেতো তুমি ভাল জান সাহেব ! তবে মাসের মধ্যে ওঁর শালা-
সম্বন্ধীরা—ওঁর ছেলেরা ২০২৫ দিন absent হয়, কানাই করে,—
যখন তখন না ব'লে ক'রে আপিস থেকে পালিয়ে গিয়ে যে সমস্ত
arrears জড় করে রাখেন, উনি সেগুলু আমার ক'র্তে বলেন।

এক আধ দিন হয়—করা যায় ! রোজ রোজ আমি তা কেন ক'রক সাহেব ?

ব-বা । তুমি—তুমি—তুমিতো বড় মিথ্যে কথা কও ! আমার শালারা, আমার ছেলেরা যখন তখন কামাই করে ? ওঃ—তুমি—তুমি—আচ্ছা—যাক ! সাহেব ! তুমি এখনি একটা order লিখে দাও—যে বাংলা কাগজ, কিম্বা Independent, সার্ভেন্ট—Young India এ সব আফিসে বসে প'ড়বে, কিম্বা বাড়ীতেও প'ড়বে—তা'কে দূর করে দোবো । দাও সাহেব—এখনি orderটা লিখে দাও । এই নাও—কাগজ কলম দিচ্ছি !

জে । I can't write such foolish order—I am sorry Burra Babu ! আমি এমন কথা কেন লিখবে—বোলো ! আমার কামের কোন ক্ষতি না করিলে, আমি অজ্ঞার কথা বাবুদের কেন বলিবে ?

ব-বা । আচ্ছা সাহেব—তা যেন না দিলে ! কিন্তু একবার দেখেছ—কি কাপড় আজ কাল এ'রা সব প'রছেন ! একবার দেখ !

চাপরাশীর প্রবেশ ।

চাপ । (সেলাম করিয়া) বড়া সাব্ সেলাম দিরা !

জে । Burra Babu—Just a minute !

[জেকব ও চাপরাশীর প্রস্থান ।

ব-বা । বা ভেবেছি' তাই ! ঐ বড় সাহেব—জেকব সাহেবকে ডেকে পাঠালেন ! এইবার তোমাদের মুতুপাতের ব্যবস্থা ভাল করেই হবে ।

খন্দর—খন্দর ! এইবার সব খন্দর শরীর সুখটা টের পাবে এখন !

১ম কে । দোহাই বড়বাবু—দোহাই ! মাইরি ব'লছি—কাল থেকে বিনিতি

কাপড় প'রে আসব । এটা কাপড় অভাবে ভুলে আমার মাসতুতো ভায়ের কাপড়—বা সামনে পেয়েছি—অমনি না দেখে শুনে প'রে এসেছি ।

২য় কে । মাইরি বড়বাবু—আমার বিলিতি লাট্রু মার্কী কাপড় ব'দলে আমাদের খোপা ব্যাটা এই কাপড় দিয়ে গেছে,—তাই তাড়াতাড়িতে late হবার ভয়ে—প'রে চলে এসেছি !

৩য় কে । মা-কালীর দিবি বড়বাবু—আমার ছোট ভাইকে কাপড় কিনতে দিয়েছিলুম । খন্দর-ভন্দর সেতো চেনেনা ! ঐ দোকানদার ব্যাটা ঠকিয়ে বিলিতি কাপড় না দিয়ে—এই কাপড় দিয়েছে ! আমি ছেলেমানুষ—অত-শত জানি না,—বা পেয়েছি প'রে এসেছি !

বড়বাবু । তা আমি কি ক'রক'র বাপু ? হায়াব খুন ক'রলে ফাঁসী হয়—না জানলে—কোম্পানী কি খুনিকে ছেড়ে দেয় ? খন্দর প'রলে আপিসে চাকরী যায়—এটা জাননাই বা কেন ?

কে-গণ । আর ককনো এমন কাপড় প'রে আসব না । এবারটা চাকরি বজায় রাখুন ।

১ম কে । বলেন তো এটা এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি—একটা প্যায়দা-টায়দার পোষাক—বা হোক কিছু প'রে না হয় আজকের মত লজ্জা নিবারণ করি—

২য় কে । আর না হয়—আমি ঘণ্টার জন্তে দুটী মঞ্জুর করুন,—বাড়ী থেকে কাপড়টা বদলে আসি ! কি বল হে—সবাই রাজি আছ ?

৩য় কে । এখুনি—এখুনি ! নিমেন ক্যান্থ থেকে কিছু টাকা advance করিয়ে দিন—এখুনি Whiteaway Laidlawর ওখান থেকে হাট্-কোট্ প্যান্ট্ কিনে অলে চড়িয়ে একেবারে বাঁকা-ভ্রাম মনমোহন সেজে আসি !

ব-বা। আচ্ছা, আজকের না হুই বা প'রে এসেছ—তাই প'রে থাক,—
আমি সাহেবের হাতে পারে ধরে তোমাদের চাকরিটা বজায় করিয়ে
দিচ্ছি ! কিন্তু—দেখেছ—সাহেব কি রকম রেগে একেবারে মুখ চোখ
রাঙ্গা করে তপ্তকাঞ্চনমুলাং হয়ে বড় সাহেবের কাছে গেল ? রাগে
সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বেরুল' না—দেখলে ? তা বাই হোক,
তোমাদের কিন্তু সবাইকে কিছু কিছু কাইন্ দিতে হবে, নিদেন সিকি
মাসের করে মাইনে—

কে-গণ। তাই করুন বড়বাবু—কাইন্-মাইন্ যা হোক করে—এবারটা
ছেড়ে দিন,—চাকরিটা কোন রকমে বজায় করিয়ে দিন !

বাক্সাল। আরে তুমরা সব কেমন লোক কওতো শুনি ? এই ডিমের
চাকরির লেগে এতড়া করুছ ক্যান ?

কে-গণ। আরে চূপ—চূপ,—যামিনীকান্ত—চূপ কর ! এখনি চাকরি
যাবে—চাকরি যাবে—

বাক্সাল। আরে যাতি দাঁও—হালার কচুর চাকরি ? খদ্দর পরছি—
তা হইছে কি ? সাবের তবিল ভাঙ্গ'চি ? বড়বাবুর গাট কাটি লইছি ?
মানুষির খুন-জখম করুছি ? খদ্দর পরছি—আপনগর আশের কাপর
পরছি, পুইশা দিয়া কাপর কিজা পরছি,—কাইন্ কিসের লেগে দিমু
কওতো শুনি ?

ব-বা। কিহে যামিনী—বড় যে লখা লখা কথা কইছ ? খদ্দরও প'রবে—
আবার Oliver Davis কোম্পানীর আপিসে চাকরি ক'রে টাকা
রোজগার ক'রে ধরে নিয়ে যাবে ? একি কৈডিস খাওয়ার মতন
সোজা কাজ নাকি ? কাল থেকে যদি ফের এই রকম অসত্যের মতন
খদ্দর-টদ্দর পরে জানোয়ার সেজে আপিসে আস তো এখানে আর
এক মিনিট চাকরি থাকবে না !

বাক্সাল । হঃ—তবে তো আমি বোরই ডর পাইছি ! আরে—কিসের পুচিশ টাহা মাইনের কচুর চাকরি—যার লেখে খন্দর পরা ছারমু ? একি মোরে বলকাতাই বাবু পাইছ নাহি—যে চাকরির লাইগ্যা আপনগর ইজ্জৎ-ধরম থোয়াইমু ? মুই চাটিগার বাক্সাল—হঃ—মোর কা কথা জাই কাজ জানবা !

স্ব-বা । তুমি দূর হও—আমি—আমি order দিছি—তুমি—এখুনি আপিস থেকে Get out—out ! একেবারে এখুনি not clear—not কিছু—এখুনি চলে যাও ।

বাক্সাল । আরে যাবনা তো কি খন্দর ছাইরে বিলাতি পুসাক কিন্তা গারে চাপারে আন্তে—তবে এই হালার পুচিশ টাহার চাকরি বজার করমু ? চোটুগ্রামের বোদ্ধোর লোক এমন বুঝা কাম কহনই কর্কেনা । এই রইলো তুমার ছাতুর চাকরি—এ নেড়ি-কুত্তার কাম আর যামিনীকান্ত শর্মা কর্কেন না—

কে-গল । আরে এ বাক্সালটা তো ভারি বদলোক দেখছি !

বাক্সাল । হঃ—বাক্সাল বদলোক ? আর ভোমাগর কল্কাছাই বাবুরা বোরোই মংলোক ? এমন কথাডা আর জিহ্বার আনবে না ! ইসে বাক্সাল,—আমাগোর পূর্ববঙ্গের লোক,—যারে তুমরা সহর কল্কাছার রইন্তা—“বাক্সাল বাক্সাল” বইল্যা গাল পারতে থাক,—এই সারা বঙ্গ জাশ্টার পানে চাইয়ে ডাহ,—জাই বাক্সালই ক্যাবল্ সাচ্চা, আর তুমরা দিশি লোক সব বুটা ! কা কিছু স্বোদেশী হইছে,—কা কিছু জাশের কাম করছে—এই আমাগোরই বাক্সাল জাশে ! বাক্সালজাশের লোক আপনকার কল্কাছাই বাবুর মত জুয়াচোর না ! মুয়ে স্বোদেশী স্বোদেশী কইরে ডাক্ পারছে—আর যরে বইন্তা চুপে চুপে বিলেতি বেলাঙি হইঙ্কি খাইছে ! সোভার বাইয়ে চীৎকার করছে,

“খন্দর কাপর পরো—খন্দর কাপর পরো”—আর আপন ছাথে বিলাতি
পুথক চাপাইয়ে সাহব্ বন্ছে। ছাশের লোকের কাছে আপনারে
ঘোর স্বোদেশী কইছে,—আর ভিতরে ভিতরে আপন কামের লেগে—
চাক্রির লেগে—সাহবের মুসারেবি কর্ছে! এমন ছোট কাম
আমাগোর পূর্ববঙ্গের তাবৎ লোকডা করে না! মুয়ে মধু আর প্যাটের
মইখে গোরল—বাঙ্গাল রাহে না!

ব-বা। বলি—তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল ক’রো—না মানে মানে
খন্দর ছেড়ে এসে চাকরি বজায় ক’রো? এই সাহব এখুনি আস্ছে,
তোমার এসব লম্বা চওড়া কথা শুনে হঠাৎ হাত-পা চালালে—বুঝেছ?
বাঙ্গাল। আরে সাহব হাত পা চালাবে—তুমার মত কুকুরডা বিয়েল্ডার
উপর! আমার সাথে আর সাহবের কান্ কি? এই সবারে কালো
দেহায়ে আমি তো চাকরি ছাইরে আমার রতিকান্ত দাদার চালের
আরতে চলাম!

[বাঙ্গালের প্রস্থান।]

জেকবের পুনঃ প্রবেশ।

ব-বা। দেখ সাহব—স্পষ্ট কথা বলি, এই বিনোদ হালদারের জন্তেই
সকলে এই রকম বিগড়ে যাচ্ছে!

বি। বটে? বাঙ্গালের কাছে চুকুনি খেয়ে ভাল-মানুষ আমি—আবার
আমার সঙ্গে লাগতে আরম্ভ করলেন? তা আমারও ঐ এক কথা!
আমিও খন্দর পরা ছাড়বো না! এতে আমার চাকরি থাক্ আর নাই
থাক্—

ব-বা। ঐ শুধুন সাহেব রোগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হ’ল। ভাল করে
শুনলেন তো?

জে। Don't be so silly Burra Babu ! উহার কাপড় আমার
সাথে আমার আকিসের কাসের কি আছে ? বিনোদ খন্দর পরিল তো
Oliver Davis Cor আকিসের কি লোকসান হইল ? Well
Binode—go to your seat ! You too Babus—

বি। All right Sir ! Thank you Sir !

কে-গণ। Thank you Sir ! Thank you Sir !

[সেলাম করিয়া কেরানীগণ ও বিনোদের প্রস্থান ।

ব-বা। তুমি জাননা সাহেব—বিনোদ ভয়ঙ্কর স্বদেশী ! ওর দেখাদেখি
আকিসের সমস্ত লোক স্বদেশী হয়ে উঠছে !

জে। No, no—Binode is a very good fellow ! হামার সব
কাম খুব nicely করিয়ে দেয় ! তুমি উহার সাথে লাগিওনা ! I
warn you Burra Babu !

ব-বা। All right—all right Sir ! আর কখনও ওকে কিছু
ব'লছিনে ! এবারটা আমাকে excuse—

জে। তোমু কেয়া আছে Burra Babu ? তোমু কি স্বদেশী না আছে ?

ব-বা। এ্যাঁ—সে কি সাহেব ? আমি স্বদেশী হ'তে বাব কেন ? Why ?
what for ?

জে। তুমি কি কাপড় পিনেছে দেখে !

ব-বা। এই দেখ সাহেব—ডাহা রেলির উনপকাশ ! এই দেখ—লংকেশের
চাপকান ! এই থাম্ মলমলের পাকানো চাদর,—এ সব স্বদেশীর ঢোক
পুরুবে ক'র্তে পারে না ! এই দেখ Whiteaway Laidlaw
কোম্পানীর এখনও ছাপ মারা ফুল ইটিসেন—

জে। Station ? what's that ?

ব-বা। মোজা—মোজা !

জে। Oh—you mean Socks! Very good Burra Babu!

লেকিন তুমি তোমার বাড়ীতে—আপনার দেশওয়ালীর কাছে স্বদেশী বোলো কি নেহি?

ব-বা। যেখানে একটু শক্ত পাল্লা দেখি—সেখানে নিজেকে স্বদেশী বলে মুখে একটু জাহীর ক'র্তে হয় বৈকি! নইলে মারধোর খেয়ে মর্যো যে সাহেব!

জে। তা' হইলে তুমি heartily স্বদেশী না আছে?

ব-বা। একদম না! আমি স্বদেশী—একি কখনও সম্ভব হয়? আমি পয়গলোচন কর্মকার—এই Oliver Davis Corর আফিসে সতের' টাকা মাইনের বাজার সরকার থেকে—আজ সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনের বড়বারু,—আমি স্বদেশী হ'তে পারি? বড্ড জোর ২০১০০ টাকা মাইনের পর্য্যন্ত কেরাগী স্বদেশী হ'তে পারে। তার উদ্ধে উঠলেই—সবাই ঘোরতর বিদেশী! See my head to tail—I am all Manchester and Battle of Killicrancia!

জে। I say Burra Babu! দেখো—আমি সব বাবুদের হাল জানে! আমি বাঙ্গালী বাবুদের খুব চিনে—specially যারা clerkএর কাম করে! যেতে আপনাকে স্বদেশী স্বদেশী বলে,—আমি জানে—That's all humbug! উহাতে আমার officeএর কিছু ক্ষতি কর্কে না! But that Pelaram—he is a terrible chap! He is a black sheep in the flock—

ব-বা। ঐ পেলারাম তো? আরে বাবুদে—সে ব্যাটা একেবারে সত্য Great war! ওকে যে কেন এখনও ছেলে দেয়নি—

জে। Don't talk irrelevant! ঐ পেলারাম এই অফিসের সমস্ত discipline নষ্ট করিবে!

ব-বা । তা' তো ক'বেই ! দেখ না সাহেব—বেলা এগারটা বাজে, এখনও দেখা নাই বাবু ! তা'র ওপর—কি লম্বা লম্বা কথা যে বলে,—শুনলে পায়ের নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত জলে যায় ! আমাদের তো কথায় কথায় মুখের ওপোর বাচ্ছেতাই বলেই । কথা প'ড়লে তোমাদের গাল দিতেও কল্লর করে না ।

জে । Yes—I know that ! He is a nuisance in the office । উহাকে এ আফিস হইতে সরাইয়া দিতে হইবে ।

পেলারামের প্রবেশ ।

পেলা । No fear—good morning সাহেব—

জে । Good morning Banerjee ! কেতে বাজিয়াছে জান ?

পেলা । এগারটা বেজে গেছে সাহেব no fear ! আজকাল ক'দিন এই টামের strike-এর দরুণ একটু late হ'চ্ছে !

ব-বা । তোমার তো একটা না একটা ওজর আপত্তি লেগেই আছে—

পেলা । তা' আছে বৈকি ক'রকার মশাই ! No fear—একটু ওজর আপত্তি না ক'রে চাকরি থাকবে কেন ? সাহেবরা তো—অগণনার যেমন—no fear—আমার তেমন বাপ-খুড়ো নয় !

জে । তুমি Daily এমন করিয়া late করিয়া আসিলে তোমাকে আর আফিসে আসিতে দিবে না—বড় সাহেব order দিল !

পেলা । No fear তা' কি ক'র সাহেব ! আমার অনেক কাজে ব্যস্ত হইয়াছি !

ব-বা । কাজ তো আমার গুটির মাথা ! লোকের মড়া বইতে আফিস কামাই,—স্বদেশী fund-এর টাকা সাধুতে আফিসে late,—পরের

কতাদারের জন্তে এর ওর তা'র কাছে ভিক্ষে করা,—এই সব বাজে কাজ—

পেলা । No fear ! এর কোনটাই বাজে নয় ! No fear—আজ যদি হঠাৎ আপনি মারা যান—আর লোকজন না জোটে,—ও কামারের মুদোর বইতে—তখন No fear এই প্যালারাম বাড়ু যোকেই শাস্ত্র-ধর্ম ছেড়ে No fear—ঐ লাল নিয়ে নিমতলার পৌছে দিতে হবে ।

জে । আমি তোমাকে last warning দিচ্ছে, তুমি অ'র একদিন—আসিতে late করিবে, তোমাকে আমি dismiss করিব ।

পেলা । No fear—তাই কর না মাষ্টার ! তা হ'লে আমি তো বেঁচে বাই । এ গোজন্মটা ঘুচে গিয়ে একবার মনিষি জন্মটা গ্রহণ করি ।

ব-বা । তা এতই যদি চাকরিটা ভার বোধ হয়ে থাকে—তা' হ'লে এতদিন চাকরি ক'রুই বা কেন ?

পেলা । No fear—বাঙ্গালীর ছেলের মজাই ঐটুকু ! মাস গেলে নগদ ক'টা টাকার লোভ—বড় লোভ ! সেই লোভে পড়েইতো বাঙ্গালী কেরানীর এত দুর্গতি, এত লাজনা, এত অধঃপতন ! No fear—একটু মনের জোর করে যদি তেড়েফুঁড়ে একবার মাসকাব্যরী টাকা কটার মায়া ছাড়তে পারা যায়,—তা' হলে বাঙ্গালী নিজের অনেক উন্নতি ক'র্তে পারে । কেরানীগিরি ছাড়া—No fear—বিস্তর রোজগারের পথ পড়ে আছে । ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আছে, দালালী আছে, চাষ-বাস আছে—নিদেন আলু-পটোল বেচতে পারলে রোজ ২০টে টাকা চকু বুঁজে রোজগার হয় । তা' তো ক'র্কে না ! ঐ মাসকাব্যরী ক'টা টাকার মায়া—ঐ পাথার নীচে বসে fan-এর হাওয়া খাওয়া—ঐ নির্কলমে কলম পিণে রোজগার ! ছুখ-দারিদ্র্য খোঁজা চুলোর দাক,—এক বেলা ভাল করে পেট ভরে খেতেই পার না ! তার

ওপর—১৭।১৮ বছর বয়সে বে ক'রে বছরে বছরে ছেলে-মেয়ে।

No fear—বাস—কেবল কিদের চোটে বটী বটী চা খেয়ে রক্ত-
আমাশ্য সৃষ্টি ক'রছেন।

জে। তা' হইলে তুমি এক মাসের মোটীশ লও, আমি তোমাকে Dis-
miss করিতেছি।

পেলা। No fear—আর এক মাস গর্ভ-বহণা কেন মাটার? আজ
থেকেই No fear—দাসত্বের এই কুতাজীবনের অবসান করি।

বড়-বা। চাকরি তো মোখ্ ক'রে ছাড়্ছ,—থাবে কি?

পেলা। No fear! থাব আপনার ঐ নীল রঙ্গের চাঁদমুখের ছুটা চুমো
আর লালদীঘির শ্রাওলাভরা পানি! থাব কি? No fear!

Bachelor লোক—একটা পেট, মাথার মোট বইব—কোদাল
পাড়ব—No fear—বহুমতি—হিন্দুস্থান—অমৃতবাজার—মার্ভেট
কাগজ বেচবো—নিদেন—No fear—আলু-নারকেলের যুগুনিদানা
বেচবো।

ব-বা। ভারি মাতামানের কাজ। এমন আফিসের চাকরি ছেড়ে ভদ্র-
লোকের ছেলে ঐ সব ছোট লোকের কাজ কর্বে বই কি?

পেলা। No fear—কর্মকার মশাই! বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলের
merchant আফিসের সাহেবদের লাথি-জুতো খেয়ে কেরানীগিরির
চেয়ে এ সব No fear—অতি উচু কাজ, অতি ভদ্রের কাজ, অতি
মাতামানের কাজ!

জে। I say Banerjee—will you please leave the office
at once। তুমি চাকরি ছাড়িয়ে দিয়াজ্—এখানে লাট সাহেবের মত
পাড়াইরা বহুৎ লম্বা লম্বা বাৎ ব'লছে? I can't tolerate this
sort of impertinence।

পেলা। No fear মাষ্টার জেকব! আমি ৬০ টাকা মাইনের petty clerk—বড় জোর বিশ বছর বাদে পুরোপুরি ১০০ টাকা মাইনে হবে। No fear—এতে আর আমি লাট সাহেব কেমন করে হব? লাট সাহেব হয়েছে বরং তুমি! শুধু লাট সাহেব নয়,—একেবারে Lord Queen Mary of Elizabeth the great Congo Territory! No fear মাষ্টার—মনে পড়ে? যখন ইছদীর লেড্‌কা এই আফিসে একটা ছেঁড়া আধময়লা পেণ্টলুন আর পাটকিলে ঝংয়ের বোতাম-বিহীন কোট এঁটে ছ-পাটা ছ-রকমের বুট প'রে এখানে গুদোমের বাক্সোগোণা সাহেব হয়ে ঢুকলে? No fear—মনে পড়ে তখন এই পেলাগ্রাম বাঁড়ুঘো হাতে ধরে ধরে কত কাজ শিখিয়েছিল! মাষ্টার! No fear—বাড়ী থেকে পরোটা, আলুর দম্ টিফিন্ তৈরি করে এনে ছুজনে ভাগাভাগি করে খেতুম! No fear মনে পড়ে? ঐ বাদামতলার দরওয়ানদের বেকিতে বসে কত উরুং বাজিয়ে আমার সঙ্গে গান গেয়েছ—“কাঁকি দিয়ে গ্রাণের পাখী উড়ে গেল”—মনে পড়ে মাষ্টার? No fear বাবা! বরাংকে বলিহারী বাই! ছ-চার মাস তেড়ে বড় সাহেবের বাড়ী সপরিবারে, সগোষ্ঠী যাতায়াত ক'রে ক'রে একেবারে—No fear—কাঁ করে fortuneটা কিরিয়ে নিলে! বাস—oliver Davis co.র sale-master—মাষ্টার জেকব! আমার মত কাতুস কেরানীদের একেবারে ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছ!

ব-বা। উঃ উঃ—তোমার সাক্ষ্য ত কম নয়! তুমি—তুমি—দেখু সাহেব দেখু—এরাই হল একেবারে জ্যাক্ত স্বদেশী! একেবারে সাক্ষাৎ congress and khilapat committee! এই তো বাকে বলে নির্ধাৎ স্বদেশী ladder! এখুনি—এখুনি এর জেল হওয়া উচিত!

উঃ—সাহেবের—মাষ্টার জেকবের সুখের গুপ্তার এ সব ব'লে কি ক'রে ? এতো একেবারে সাক্ষাৎ Bomb case !

পেলা। No fear বাবা কর্মকারের পো ! Bomb আমার বেজার তেতে উঠেছে—No fear—একটু ডকাৎ বাও,—নইলে এখুনি Burst করে তোমার গুটি-গুদকে Roast ক'রে কেলবে !

জে। Mister Banerjee আমি তোমার সহিত কেজিয়া ক'র্তে চাহেনা,—তবে হামার একটা কথা শুন ; তুমি যদি কাম্ করবে—তবে আফিসের discipline রাখিয়া কাম্ করো, হামি তোমাকে কুছ ব'লবে না ! আউর যদি এমন ধারা বাৎচিং ক'র্কে—তবে কাম্ resign দেকে চলা যাও । দেখো—হামার আফিসের সব বাবুলোক যদি তোমরা মাকিক spirited হোর, তবে আমি কেমন করিয়া office চালাইবে ? তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া একদিন দেখিবে কি—আফিসে সব strike করিয়াছে—কাম্ ছোড়িয়েছে—আফিসে clerkলোক বহুং গোলমাল লাগিয়েছে !

পেলা। No fear—মাষ্টার—চাকরি আমি আর ক'র্তে পা'র্ক না ! আমার দ্বারা সত্যি আর চাকরি-বাকরি হবে না ! No fear—আমি resign দিছি,—ইচ্ছে হয় আমার মাইনেপত্তর চুকিয়ে দাও,—আর না দাও, তা'তেও no fear ! নবগ্রামে আমার মামা মন্ত জমিদার, মংলক করিছি, নিদেন সেখানে গিরে “মামার ভাতে লব্বা কৌচা” ওড়াইগে । তবে no fear—ঐ যে ব'লছ,—আমার কথা শুনে তোমার আফিসে clerks—কেরাণীর দল strike ক'রে কাজ ছেড়ে দেবে,—তা'তে মাষ্টার—একদম no fear ! আমি তোমার এইটুকু বড় গলা ক'রে ব'লতে পারি যে, ধর্মবটু ক'রে একদিন আকাশে চক্রে-স্বর্ঘ্য উঠতে না পারেন,—ধর্মবটু ক'রে—গাধা—গরু—কুকুর—শেয়াল—একদিন—

কাজকর্ম করা বরু ক'র্তে পারে, কিন্তু এই Merchant office-এর মহাত্মা কেরানীকুল কখনই তা' পা'র্বে না—ক'র্বে না—ক'র্বার শক্তিও নাই ! এই অপদার্থ অথচ হস্তভাগ্য কেরানীদের লাধি জুতো কাঁটা মার—এরা আসবে ! এদের বিশ বছর এক মাইনেতে রেখে দাও—এরা কাজ ক'র্বে ! এদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা অবধি বড়বাবুর মাইনে Limit করে দাও,—এরা কিছুতেই চাকরি ছাড়বে না ! এদের জগু সাহেব—তোমাদের no fear !

[প্রস্থানোত্তত ।

ব-বা । বলি চ'ল্লে যে সতি চাকরিটা ছেড়ে ! ভাল মানুষ সাহেব,—একটু খোসামোদ করে—কাজ-কর্ম করনা !

পেলা । No fear—কেন বাবা পেছু ডাকলে ? একটা মন্ত কাজ নিজে আমার বাড়ী যাচ্ছি ! সাহেবের খোসামোদ যদি পেলারাম বাঁড়ুয্যে ক'র্তে জান্তো—তা' হ'লে আজ পয়গোচন কর্মকার Oliver Davisএর বড়বাবু হোতো না—আজ তা' হ'লে—বড়বাবু এই মণ্ডার পেলারাম বাঁড়ুয্যে ! No fear ! ফাল্-পেটা ছেড়ে পৈতৃক জাত-ব্যবসা ভুলে—খোসামোদ ক'রে—বড়বাবুর লাভ ক'রেছ ! No fear—আরও একটু ক'লে ঐ বুটের তলার Mustard oil মর্দন কর, কামারের জাড়া-গুটির হিলে হ'য়ে যাবে ।

[পেলারামের প্রস্থান ।

জে । Peculiar chap ! সতি নোকরি ছোড়্কে চলিয়া গেল ? এ সব তোমাদের বাঙ্গালী লোকের কি হইয়া উঠিল ?

ব-বা । কিছু না—কিছু না ! মোড়-ওয়াটার বোতলের জলের ভাব ! প্রথম খোলবারাত্র এই—বুড়্—বুড়্—বুড়্—বুড়্ ! তার পরেই একেবারে পেকে প্রকুরের Ice lemonade ! ঐ তো

পেলারাম মুখে লম্বাই চণ্ডাই ঘেরে ৬০ টাকার চাকরিটা এক কথায়
ছেড়ে দিলে ! ঐ জায়গার কানাই দেখবে সাহেব—২০ টাকা
মাইনের জন্তে পাঁচহুণে পঁচাত্তর হাজার কেরানী জুটবে ।

জে । I know that Burra Babu !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

নরনারীগণ ।

গীত ।

(যদি) ভদ্র হওতো খদ্র পরো ভাই—

কদ্র বাড়িবে দেশে ।

পর-এক্সাকারি—(কি লুক্‌মারি !)

ছাড়না চাকরি,

মনটা দাঙনা চাষে ॥

খুব ক'রেছ বাবুগিরি পরে মিহিধূতি,

অঙ্গে দিবে হাট্‌কোট্‌ প্যাণ্ট

পরের পরের জুতি ;—

(ভোম্বার) আপন হাতে বোনা তুলোর

চরকা-কাটা সূতি,—

একবার চড়ির তাঁতে হওনা তাঁতি ;

(পাবে) "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"—

পরনা তাই হেলে ॥

দেশের-ছেলে দেশের সাজে,

চল না ভাড়া দেশি ধাঁজে ;

বাওনা লেগে দেশের কাজে

ছাই দিয়ে মানবাজে ।—

মাত্র গণ্য পুণ্যবান সে—

মায়েরে বে ভালবাসে ॥

ইতি প্রথম অঙ্ক ।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

নবগ্রাম—পথ ।

গোপাল ও বালকগণ ।

গীত ।

আমরা দেখতে যাব রাজার ছেলে ।

আজব সহর ক'ল্কেতা, সবার সেখা রাজকেতা,

কে রাজা কে প্রজা সেটা চিন্তে ঘুরে যায় মাথা ;

প'রলে ধুতি ব'ল্বে "গোলাম,"—সাজলে "সাহেব" পাবে সেলাম,

(তখন) বুক ফুলিয়ে চ'ল্বে পথে, ডায়ম্ নেটিব্দের ঠেলে ॥

(তবে) শুন্ছি এবার রাজার কুমার দেখতে যাবে যে,

হুশো খাতির সাতশো আদর পাবে সেখায় সে ;—

এমন সুযোগ ছাড়লে ও ভাই, ম'রু আপ'শোবে ;—

(এবার) নেইকো কলের গুঁতোগুঁতি,——

(কেননা) ডীড় হবে না মূলে ॥

গোপাল ব্যতীত বালকগণের গ্রস্থান ।

গোপা । এরা সবাই ক'ল্কাতার চ'ন্ন ! আমাকে নিয়ে গেলনা !

রাজার ছেলে আসছে, কত পরসা দেবে,—টাকাকড়ী দেবে,—আমি

কিছুই পাবনা ! আমাকে কে নিয়ে যাবে ? হা ভগবান ! আমার

না দুখিনী ব'লে আমার কোন আনন্দই ক'র্তে পাইন !

ক'ল্কেতা? সে এখান থেকে কতদূর? কোন পথ দিয়ে যেতে হয়? কেমন ক'রে যাব? সেখানে শুনিছি আমার পেলাদাদা আছেন! কে আমার তাঁর কাছে নিয়ে যাবে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ ।

গোব। কি গো খোকাঠাউর! কীদুহ ক্যানে? তোমারে মারলেক কে কওতো শুনি!

গোপা। কেউ মারেনি গোবর্দ্ধন! সবাই ক'ল্কাতা চ'লে গেল,— তিনু, হরি, সিধু, বিনোদ, কমল, মাণিক, দাসু, সতু,—সবাই তাদের বাবার সঙ্গে ক'ল্কাতার রাজার ছেলে দেখতে গেল, আমার কেউ নিয়ে গেলনা!

গোব। তোমার নিয়ে গেলনা ক্যানে?

গোপা। আমার কে নিয়ে যাবে গোবর্দ্ধন,—আমার কি বাবা আছেন? আমার মা যে ছুঃখিনী বিধবা!

গোব। আরে কও খোকাঠাউর—তোমার ক'ল্কাতা বাবার ভাণ্ডনাটা কি! তোমার মাসু জমিদার—বড়নোক, তেনার কত ট্যাকা—

গোপা। মামাবাবু দয়া ক'রে আমাদের দুটী খেতে দেন—তাইতে দিনের মধ্যে বিশ্বার আমাকে আর মাকে কত গালমন্দ করেন; আমি ক'ল্কাতা যেতে চাইলে আমাকে গলা টিপে মারবেন। তিনি যাবেন—মামিমায়া যাবেন—বাড়ীর আর সব ছেলেমেয়েরা যাবে। কেবল আমি আর মা বাড়ীতে প'ড়ে থাকব।

গোব। আহা—হা—তোমারে পাখে নিয়ে যাবেক নি? ইস্—তোমার মামাঠাউর তো ভারি শয়তান নোক! আমরা খুব জানি তেনারে! খাজনার তরে আমাদের পাখে যে ছুঃখুনি করে—

গোপা । তুমি ক'লকাতার বাবে গোবর্দ্ধন ?

গোব । বাবনি ? রাজার ছেলে এসুতিছে,—কত নভৎ শানাই
বাজ্বেক,—কত গুড়-মুড়ি বিলি হবেক,—কত মশাল জলবেক,—
কত ছুঁচোবাজি পুড়বেক,—কত বড় বড় ব'লদের গাড়ী—ঘোড়গাড়ী
ছুটবেক,—এ সব দেখবনি ?

গোপা । আমাকে তুমি নিয়ে বাবে গোবর্দ্ধন ?

গোব । হাঁ। চলনা এখুনিই গিয়ে বাই !

গোপা । তুমি কখনো ক'লকাতার গিছলে ?

গোব । না—তা যাইনি বটেক ! তবে আমি ক'লকাতা যাবার পথ-ঘাট
সব জেনে লিইছি । ক'লকাতার খবর সব আমার জানা আছে,—
আমার তানুই মশয়ের যে লৈতুন বাজারে গুড়ের কারবার আছে
গো ! তুমি এস আমার সাথে—

গোপা । তা হ'লে মাকে বলে আসি—

গোব । এই সব মাটি ক'রবেক খোকাঠাউর ! আরে—তুমি এমন
হেবুলো ক্যানে ? মায়েরে ব'লে কি আর তোমারে যেতে দিবেক ?
চল—হিষ্টসনে যেরে টিকিস্ কেটে মজা করে বলে—গড়্ গড়্ গড়্
গড়্ ক'লকেতাবিগে চলে বাই !

গোপা । মা যে ভাববে !

গোব । আরে ক্যানে ভাববেক ? ক'লকেতা আর হাঁথা থিকে কতদূর
গো ? বিশ কোস্ কি ষাট কোস্ হবেক ! ছ'জনে মজা করে বাব,—
রাজার ছেলে দেখব—আবার সাঁঝের বাতি জালতে না জালতে মজা
করে ঘরকে ফিরে এসব ! এস—চলে এস !

গোপা । আজই কিরে আসতে পারবো গোবর্দ্ধন ?

গোব । লিঘ্যস্ ! আজই কিরে এসব বইকি ?

গোপ । এখান থেকে ইষ্টিসান্ তো অনেক দূর !

গোব । তুমি বড় কথা কাটতে লেগেছ খোকাঠাউর ! হিষ্টিসেন আমাদের
গা থেকে কতদূর কঙতো ? হাই—ছুটো কি তিনটে মাঠ পার হয়ে
কালীপুর ডাকঘর,—তারই কোলে ছ’তিন রসি তফাতে র্যালের
হিষ্টিসেন !

গোপ । তা আমার কাছে তো পরসা নেই গোবর্দ্ধন ! রেলের টিকিট
কিন্বে কোথেকে ?

গোব । আরে—তিপান্তির হাটে একশোটা ফুল-কপি আজ বেচেছে—
হাই জাখ—দশটা টাকা আছে ! চল—চল—বাজে বোঝানি !

[গোপালকে লইয়া গোবর্দ্ধনের প্রস্থান ।

গ্রাম্য-যুবকগণের প্রবেশ ।

১ম । গ্রামের উন্নতি ক’র্তেই হবে—তা নইলে স্বরাজ কিছুতে লাভ করা
যাবেনা !

২য় । সে তো আমি বরাবই ব’লছি ! কেউতো আমার কথা শুন্বে না—

৩য় । তা—কি কি ক’র্তে হবে বল ! উন্নতি ক’র্তে হবে—উন্নতি ক’র্তে
হবে—কেবল ক’মাস ধরে মুখেই তো ব’লছ !

১ম । মুখে ব’লতে ব’লতেই কাজে হবে ! প্রথমতঃ—ধর,—ক’ল্কেতার
বাওয়া একেবারে বন্ধ করা চাই !

৩য় । সেটা সকলের কি রকম ক’রে হবে ? বা’রা চাকরি করে,—বা’রা
ইস্কুল কলেজে পড়ে’—তা’রা ক’ল্কেতার না গিয়ে কি ক’রে থাকবে ?

২য় । সব ছাড়’তে হবে ! পড়াশুনো ছাড়’তে হবে—চাকরি ছাড়’তে
হবে—

৪র্থ । এ্যা—বল কি ? পড়াশুনো ছাড়’তে হবে ? আজ বাদে কাল

আমাকে “এম্ এ” দিতে হবে—এ সময় আমি কন্ ক’রে পড়াগুলো ছাড়বো ? ছেড়ে কি ক’রো ?

১ম। চাষ-বাস ক’র্তে হবে ! ধরে বসে চরকার হুতো কাটতে হবে—লাঙ্গল বাড়ে করে মাঠে নিয়ে গিয়ে—চাষাদের সঙ্গে মিশে—লাঙ্গল দিতে হবে ! গ্রামে National School স্থাপন করে—অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের শিক্ষিত ক’র্তে হবে,—নিজেরা কোমর বেঁধে রাস্তা ঘাট পুকুর ডোবা নালা পগার পরিষ্কার ক’রে—গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারণ ক’র্তে চেষ্টা ক’র্তে হবে !

২য়। শুধু তাই নয়—গ্রামে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাব জাগিয়ে তুলতে হবে ! দলাদলি,—দেয়ারিবি—কগড়া বিবাদ,—এ সমস্ত তুলে দিতে হবে ! প্রাণপণ ক’রে—এমন কি বখাসকর্য অর্পণ ক’রে—যদি বিপন্নকে উদ্ধার ক’র্তে হয়,—যদি গ্রামবাসীর হুঃখ দূর ক’র্তে হয়,—তা’তে কিছুতেই ইতস্ততঃ ক’লে চলবে না !

৪র্থ। আমি বলি কি বেকীদা—আমাকে ক্ষেমাঘোষা করে হু’একটা মাস ছেড়ে দাও,—আমি এম্-এ একজামিন্টা চোক্কাপ বুঁজে দিয়ে আসি !

৩য়। আমার ভাই—কিন্তু আপাততঃ চাকরিটা কিছুতেই ছাড়া চলতে পারে না। জানতো—আমার এমন পুঁজি নেই,—বা’তে হু’একমাস ব’সে খেতে পারি ! তার ওপোর,—বাবা অনেক টাকা দেনা রেখে মারা গেছেন,—সে সব তো শুধুতে হবে !

১ম। ও সমস্ত ভাবতে গেলে দেশের কাজ হবে কি ক’রে ? চাকরিও ছাড়তে হবে—লেখাপড়াও ছাড়তে হবে ! ক’লকতা বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে—এই পাড়াগাঁয়ের মাটি কান্ড়ে প’ড়ে থাকতে হবে !

৪র্থ। রাজী আছি। কিন্তু পেটে না খেয়ে তো দেশের কাজ ক’র্তে পারব

না ? হুঁবেলা হুটো খেতে পাই কিসে,—মাগ ছেলে—ছোট ছোট
ভাই-বোনগুলো,—বুড়ো-মা,—এদের খাওয়াই কেমন করে ? এর
একটা বন্দোবস্ত না ক'রে—কি রকম ক'রে কি ক'র ?

২য়। তা হ'লে বুঝলুম—তোমরা দেশের কাজ ক'র্তে কেউ রাজী
নও ?

অশ্রান্ত সকলে। সম্পূর্ণ রাজী—কিন্তু অনাহারে নয় !

রাধাশ্রামের প্রবেশ ।

রাধা। অনাহারে কেন ? আমি তার ব্যবস্থা ক'ছি ! তোমরা যদি সবাই
গ্রামে থেকে—গ্রামের কাজে লাগতে পার,—যে ক'দিন না চাষবাস
ক'রে—কি কোন রকম কারবার ক'রে—কি কলকারখানা ক'রে,
নিজের জন্তে রোজগার ক'র্তে সক্ষম হও,—আমি তোমাদের জন-
কতকের—যাদের চাকরি ছাড়লে—একেবারে আহার বন্ধ—সংসার
চলা বন্ধ হবে,—তাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ভার নিচ্ছি !
এসতো ভাই—কে গ্রামের উন্নতি ক'র্তে চাও—এস তো দেখি !

সকলে। (নিরুত্তর)

১য়। কি হে বেণী—কি হে সুবোধ—কি হে ব্রজ—কথা কইছনা যে ?
রাধাশ্রামের কথা উত্তর দাও ।

৩য়। একবার বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে—

৪র্থ। হুজুরিমন্স লেনে আমার মামাতো ভাই আছেন,—তারি underএ
চাকরি করি—একবার তাঁকে না ব'লে ফস্ ক'রে—

৫ম। বোবাজারের যেসে তেভলার একটা comfortable ঘর পাওয়া
গেছে,—তার advance ভাড়া দেওয়া হয়েছে—

৬ষ্ঠ। এখানে যে রকম মালেক্লিয়ারে ভুগছিলাম,—ক'ল্কেতার গিয়ে

বাহোক্ একটু সামলে উঠিছি,—আবার এখানে বাস ক'র্তে হবে—বড় মুন্সিলের কথা !

রাধা । তা বুঝিছি ! গ্রামের ওপার ভালবাসাটা এখন কেবল ঠোটে আর জিতে লেগে আছে—প্রাণে পৌছয়নি !

৩য় । কি জান ভাই রাধাশ্রাম—তোমার বাবা অনেক পরসী রেখে গেছেন,—তোমার তো আর খেটে খেতে হয় না ! এই স্বদেশী ছজ্জকে পড়ে—সখ্ ক'রে দিনকতকের জন্তে দেশে এসে ভর ক'রেছ—

৪র্থ । তারপর একদিন ম্যালেরিয়ায় কৌ-কৌ ক'রে প'ড়লে—তখন ক'ল্কেতা তো ক'ল্কেতা,—বিলেত পর্য্যন্ত পালাতে পথ পাবে না !

অশ্রান্ত । হ্যা—সে কথা ঠিক—সে কথা ঠিক !

রাধা । কথাটা যা' ব'ল্ছ—তা মিথো নয় ! কিন্তু ভবিষ্যতে কি ক'ৰ্ক না ক'ৰ্ক,—সে নিয়ে তোমরা বর্তমানের প্রস্তাবটার আমাকে নিরুৎসাহ ক'চ্ছ কেন ? জন্মাবধি তো ক'ল্কেতার বাস ক'চ্ছিলুম,—যতদিন বাবা মা বেঁচেছিলেন—পাঁচ বছর অন্তরও একবার দেশে এসেছিলুম কি না সন্দেহ ! কিন্তু হঠাৎ যখন ক'ল্কেতার বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রি ক'রে—সহরের সমস্ত সুখভোগ বর্জন ক'রে—দেশের ছেলে দেশে কিরে এসে—তোমাদের মুখপানে চেয়ে গ্রামের উন্নতি ক'ৰ্ক বলে তোমাদের আহ্বান ক'ছি,—তখন আমাকে এমনি করে নিরুত্তম করা কি তোমাদের উচিত ?

১ম । দেখ ভাই রাধাশ্রাম—তবে সত্যি কথা বলি । গ্রামের উন্নতি ক'র্তে আমরা সকলেই একরকম কোমর বেঁধেছি ব'লেই হয়,—কিন্তু কোমরে একটা বল না হ'লে—সে কোমর বাঁধা না বাঁধায় কোন ফল নেই ! তুমি/হরি অত টাকার মালিক হয়ে—আমাদের পেছনে সত্যিই

দাঁড়াতে পার,—তা হ'লে আমরা এমন ভাবে কাজ-কৰ্ম দেখিয়ে
দোবো,—যা' তুমি কখনো কল্পনায়ও আননি !

রাধা । আমার কথায় বিশ্বাস ক'র্তে হবেনা ভাই—আমার কাজেই
আমার পরিচয় পাবে । কিন্তু কিছু মনে কোরোনা,—টাকার সাহায্য
পেলেই কি তোমরা প্রাণ দিয়ে পাড়াগাঁয়ে থেকে কাজে লাগতে
পারবে ?

সকলে । (সোৎসাহে) নিশ্চয়—নিশ্চয় !

১০য় । আমি একজামিন্টা শেষ ক'রে এসেই তোমার সঙ্গে লেগে যাচ্ছি—

৪র্থ । আমি এক মাসের নোটিস্ দিয়ে চাকরিটা ছেড়ে মাইনে নিয়ে দেশে
এ'সে ব'সুছি দেখনা—

৫ম । আমি ত্রো একরকম দেশে রয়েছি ব'লেই হয় ! হরতালে অফিস্ যেতে
পারিনি ব'লে চাকরিটা খতম হয়েছিল,—৫।৭।১০ জায়গায় দরখাস্ত
করিছি,—এ ইটা যাহোক্ reply পেলেই নিশ্চিত হই'আর কি !

রাধা । আচ্ছা—তোমাদের আমি পীড়াপীড়ি ক'র্তে চাইনা ; যার ইচ্ছে
হয়, সে আমার সঙ্গে এসে যোগদান করুক,—আনি ভুলিয়ে-ভালিয়ে
কা'কেও কাজে লাগাতে চাইনা ! নিজের ইচ্ছে হওয়া চাই ।

দীক্ষু মণ্ডলকে লইয়া কয়েকজন বালকের প্রবেশ ।

১ম । কিরে ডু'লে—কি হ'য়েছে ?

২ম বা । বেণীদাদা—এই দীনে মোড়ল ব্যাটা ক'ল্কেতা থেকে এই
দেখ জু'জোড়া বিলিতি কাপড় কিনে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—

২য় বা । আমরা ঐ তাকে তাকে ঘুচ্ছি,—ব্যাটা আমাদের চোখে ধুলো
দিতে পারে ? কেমন ধরিছি বন !

১ম । বেড়ে করিছি' মন্টু—খুব হ'সিয়ায় ছোকরা তোরা ! ইয়ারে

ব্যাটা দীনে! ব্যাটা মোড়লের পো! ব্যাটা সদগোপকুলাধম!
চাষার ব্যাটা চাষা! আবার যে বড় বিলিতি কাপড় কিনে
আনলি?

দীহু। (সভয়ে) এজে—দা'ঠাউর—দেশী বিলেতি ঠিক ঠাওর ক'ত্তে
পান্ননা! দামে সস্তায় দিলেক—তাই কিহু এনে ফেন্নু! আর
এমনটা হবেনি দা—ঠাউর! এব্বে ক্ষেমাধেরা কর!

২য়। না—কমা হ'তেই পারেনা! দাওতো হে—কা'র কাছে দেশলাই
আছে,—ওরই সামনে ওর কাপড়খানা জালিয়ে দাও—

দীহু। দোই দা—ঠাউর—দোই ছোটবাবু—এব্বে মাপু কর! আর
কোন্ শালা—বিলেতি কুম্ড়ে! পর্যন্ত চাষ ক'র্কে! এব্বে মাপ কর—

১ম। কথায় কাজ কি? দে'না বিন্দে—সব কাপড়গুলো পুড়িয়ে! কি
বল রাধাশ্রান,—ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক!

রাধা। ওতে তো শিক্ষা দেওয়া হবেনা—বরং শত্রুবৃদ্ধি করা হবে!
স্বদেশিতা ক'র্তে গিয়ে স্বদেশীকে শত্রু করা কি ভাল?

১ম। শত্রুতা কি আবার? শু ব্যাটা দেশের লোক হয়ে কিনা বিদেশী
কাপড় কিনছে?

২য়। এই সেদিন সর্বমঙ্গলার মাঠে অমন-করে বক্তৃতা দেওয়া হ'ল,—
তবু বেটা বিলিতি জিনিষ কিনলে?

রাধা। তোমাদের অঙ্গে কি কা'রও বিলিতি জামাকাপড় কিছু নেই?

১ম। নিশ্চয়ই না। আর যদিও হ'একজনের থাকে—সে সমস্ত আগেকার
কেনা!

রাধা। আগেকার কেনা? তাহ'লে তো সেগুলু একুনি পোড়ানো
দরকার! কারণ, তার উপসর্গ যথেষ্ট ভোগ করা হয়েছে,—সেগুলু
পোড়ালে কিছুমাত্র কতি নেই! দাও ভাই,—তোমাদের অঙ্গে বিলিতি

বেগলু আছে—সেগুলু খুলে খুলে দাও,—তারপর এ ছ'জোড়া কাপড় পোড়াবে !

২য় । তোমারও বাড়ীতে অনেক বিলিতি জামাকাপড় আছে দেখিছি,—তুমিও তা'হ'লে সেগুলু পোড়াও ! আর দেখি—দেখি তোমার জামা-কাপড় ! (পরীক্ষা করণান্তর) । নাঃ—এগুলু খন্দর বটে ! তা বাড়ীর গুলু পোড়াবে তো ?

রাধা । কেন পোড়াব ? আমি তো এর কাপড় পোড়াব বলিনি । আর তোমরা যদি তোমাদের সমস্ত বিলিতি জিনিষ পোড়াতে বা নষ্ট কর্ত্তে পার,—তাহ'লে নিশ্চয় জেনো,—আমি আমার বিলিতির গন্ধ যা'তে আছে—তা এখুনি পুড়িয়ে দোবো—নষ্ট কর'ক !

১ম । যাক্—যাক্ ভাই রাধাশ্রাম—আপুনা আপনীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করার দরকার নেই !

২য় । তা'হ'লে তুমি কি বল'তে চাও—স্বদেশীদ্রব্যপ্রচলনের জন্ত চেষ্টা করাটা অত্যাশ ?

রাধা । জোরজরাবতি করা অত্যাশ ! চেষ্টার অনেক উপায় আছে ।

Example is better than precept ! নিজেরা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দিই এস ভাই ! এই যে গরীব চাবার রক্ত-ওঠা পরসাদা দিয়ে কেনা, বিলিতি কাপড় ছ'জোড়া পুড়িয়ে দিচ্ছ,—তা'তে স্বদেশের লাভটা কি হ'চ্ছে আগে দেখ ! যখন কেনা হয়ে গেছে,—তখন তো বিদেশীয় ঘরে পরসাদা গিয়েই পড়েছে,—সেতো এখন আর ফিরবে না !

১ম । কিন্তু ওর কাপড় ছ'জোড়া পুড়িয়ে দিলে—ওরও একটা শিক্ষা হবে, অন্ত্যাত্ম লোকদেরও একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেওয়া হবে !

রাধা । খুব ভুল—বেণীমাধব—ওটা মন্ত ভুল ! “ভয়ে” আর “প্রেমে”

আকাশ পাতাল তফাৎ ! এই যে আজ ওর দশটা টাকা অর্থদণ্ড ক'রে ওকে শিক্ষা দিতে চাচ্ছ,—এর বা শুধোতেই ওর দশ বছর কেটে যাবে,—ও স্বদেশপ্রেম শিখবে কি ?

দীহু। ছোট বাবু মশাই ! দা-ঠাউর ! আর আমারে লজ্জা দিওনি ! আমি আমার দোষ বুঝতে পেরেছি ! এই ছাও বাবু—স্বমুন্দির বিলেতি কাপড় দু' জোড়া নিয়ে পুইড়ে ফালাও—ছিঁড়ে কুটুকুট ক'রে ফালাও,—আমার কোন ছব্বু নেই ! ছোট বাবুর কথায় আমার চ্যাতন হয়েছে ! আমি ঠিক বুঝিছি,—আমরা এ ছাশের নোক—এই ছাশেরই বোনা কাপড় পরবো !

রাধা। তোমার কাপড় দু' জোড়া আমি কিনে নিলুম দীহু,—এই নাও দশটা টাকা দিচ্ছি,—আরও যদি বেশী প'ড়ে থাকে বল—

দীহু। আরে কিসের দশ টাকা ছোট বাবু ? তোমার বাপ-মার হিচরণ জোরে—দীহু মোড়ল দশটা বিশটে টাকা জরিমানা দিতে কাতর লম্ব ! তোমাদের মান্তিমানের কথা ঠেলে যেমন অপরাধ ক'রেছি,—ঐ দশটাকা লাড়ে বারো আনা—তোমাদের কাছে জরিমানা দিয়ে দীনে মোড়ল প্রাচিস্তির ক'লে !

(দীহুর প্রস্থান)

রাধা। ডাকো—ডাকো—বেচারীকে দাগটা গছিয়ে দিতে হবে—

বালকগণ। অ-দীহু—শোন্—শোন্—অ-দীহু—

(বালকগণের প্রস্থান)

১ম। আশ্চর্য্য বটে ! ব্যাটা চাষা—কাঁ ক'রে বুঝদার হ'য়ে উঠল ? ভাগ্যে ব্যাটাকে পাকুড়ে ধরা গিছলো !

২য়। তা আর বলতে ? ব্যাটা যুখে শাওঘুড়ি মেরে গেল বটে,—কিন্তু আমাদের ভয়েই এ রকমটা ক'লে ! কি বল রাধাস্তাম ?

রাধা। যে যা বুঝে—তাই বুঝেই থাকনা ভাই,—আমার মতামত
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

৩য়। তা যাক্ সে কথা ! রাধাশ্রাম ! সত্যি কি তুমি আর ক'ল্কেতার
বাচ্চনা ?

রাধা। বাবনা মানে ? ক'ল্কেতার মাটি মাড়ালে কি জ্ঞাত যাবে নাকি ?

১ম। না—তা নয় ! ও ব'ল্ছে যে ক'ল্কেতার আর বসবাস ক'র্কে
না ? বাড়ীটা কি সত্যি বিক্রী ক'রেছ ?

রাধা। এখনও কি তোমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি ? বিশ্বাস না
হয়,—একবার খোঁজখবর নিতে পার !

২য়। বেচে ফেললে কেন ?

রাধা। কারণ অনেক আছে। তবে দেনার দায়ে বেচিনি—এটুকু স্থির।
আরও একটা কথা,—একটা মাড়োরারি দেড়া দর দিলে, তাই
ভাবলুম,—দূর হোক—এতটা টাকা মবলক পাওয়া যাচ্ছে,—আর
কার জন্তেই বা বাড়ীঘর রাখি ? তিন কুলেও কেউ নেই,—বিয়ে-থা
করিও নি—ক'র্কও না ! দেশের ভিটেটার লক্ষ্যে পড়েনা,—তাই
দেশের ছেলে দেশে এসে ব'সলুম !

১ম। বেশ ক'রেছ ভাই—ভালই ক'রেছ। আমরা তোমার মতনই
একজন লোক খুঁজছিলুম। ছুথের কথা ব'ল'ব কি ভাই,—ছোটো চরকা
কিনে হতো কেটে একটু স্বদেশের কাজ ক'র্ক—তা'রও পর্য্যন্ত
কোন উপায় নেই ! নিজেদের তো সামর্থ্য নেই,—উপরন্ত কা'রও
কাছে—চারটে ক'রে পরমা চাঁদা আদায় হয়না !

রাধা। জমীদার মালিকচাঁদ বাবু কি বলেন ? তিনি তো লোকজনকে
ঠকিয়ে অনেক নগদ টাকা ক'রে বসেছেন ! তাঁর কাছে থেকে কিছু
আদায় করনা !

২য়। তা'র কথা বোলোনা,—সে শালা ! শুধু শালা কেন—শালা'র ঘরের শালা ! প্রজাদের সঙ্গে যে রকম ইতরপণা ক'চ্ছে—ভাদের ওপোর যে রকম অত্যাচার ক'চ্ছে,—তা আর বলবার কথা নয় ! তোমার বাপের তো অনেক টাকা মেরে ব'সে আছে,—তুমি কিছু আদায় ক'রে নাও না !

রাধা । আরে—দুঃখের কথা ব'লব কি,—এই তিন মাস গ্রামে এসেছি,—তা একদিনও দেখা ক'র্ত্তে পার্হুম না ! বখুনি যাই,—বলে—“অন্দরমহলে আছে—শরীর অস্থস্থ !” টাকাগুলো জলে গেল আর কি !

১ম। কতটা টাকা হবে রাখাগ্রাম ?

রাধা । সে আর শুনে হবে কি ভাই ! আমি সে টাকার আশা এক রকম ছেড়েছুড়ে দিয়েছি !

৩য়। নালিশ করনা ! সাক্ষিসাবুদ—লেখাপড়া-টড়া কিছু নেই ?

রাধা । এক রকম নেই ব'ল্লেই চলে ! পাকাপাকি লেখাপড়া হবার সময় বাবা মারা গেলেন,—কাজেই কিছু হ'লনা !

১ম। তোমার বাবাওতো আচ্ছা লোক ! দস্তরমত লেখাপড়া না করে নিরে টাকা দিয়েছিলেন কেন ?

রাধা । ঐটুকুইতো বাবার ভুল হয়েছিল ! বাবাকে “দাদা—দাদা” বলে খুব খাতির ক'র্ত্তেন,—যা'বা Retire ক'রে ক'ল্কেতার এসে ব'ল্লে—বখন তখন বাবার কাছে বৈবয়িক পরামর্শ নিতে যেতেন,—রা'বাকে বখন তখন নেমন্তর ক'রে বাড়ীতে এনে খাওয়াতেন,—দেশে এসে বসবাস কর্কার জন্য কত পীড়ানীড়ি ক'র্ত্তেন ! বরাবর আমাদের খালি বাড়ীটার তদারক ক'র্ত্তেন,—গাঁটের পরস পৰ্য্যন্ত খরচ ক'রে মেরামত ক'রে দিতেন ! এই রকম পঁচ রকমে বাবার মনে খুব বিশ্বাস জন্মে দিয়েছিলেন ! ব্যস—তা'রপর একদিন হঠাৎ কেঁদে গিয়ে বাবার কাছে

প'ড়লেন—“বিশ হাজার টাকা আজ না পেলে—জমিদারী সর্ব্ব্ব
যায় !” লেখাপড়া ক'রে টাকা দেবার অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে একেবারে
টাকাটা এনেই ডুব! বাবার সব-জজি বুদ্ধিকে রজা দেখিয়ে বেমাগুন
টাকাটা গাপু ক'রে এখন নিশ্চিন্তে বাড়ী বসে জমিদারী ক'চ্ছেন !

২২। স্বপ্নের আর অবধি নেই ! ক'ল্কেতা থেকে এক বেটা হা-ঘরের
১৮।১৯ বছরের একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে ক'রে—বুড়ো বয়সে খুব
“বালা জী ক্ষীরভোজনম্” ক'চ্ছেন আর কি ?

রাধা। কেন ? ঠুঁর প্রথম জী কি মারা গেছেন নাকি ?

১ম। ম'র্যে কেন—জলজ্যান্ত বেঁচে আছে ! “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা— !”
প্রথম পক্ষের তো ছেলেপুলে হ'লনা,—সেই ছুতো ক'রে আবার
একটা বিয়ে ক'রে কেন্নেন !

রাধা। এ পক্ষের ছেলেপুলে হ'রছে কি ?

১ম। ছেলের মধ্যে ক'র্তী, আর মেয়ের মধ্যে নতুন গিন্নী !

ব্যাকুলভাবে নবদুর্গার প্রবেশ ।

ন-হ। (অর্দ্ধাবগুষ্ঠন টানিয়া) গোপাল—গোপাল—এখানে কি আমার
গোপাল আছে ? হাঁ। বাবা—তোমরা কি আমার গোপালকে
দেখেছ ?

১ম। না বাছা—তোমার গোপাল গোপাল এখানে নেই ! তাহ'লে
রাধাক্রাম—তুমি এতটা টাকা ছেড়ে দেবে ? নাগিশ—

ন-হ। কোথায় গেল ? কোথায় গেল দুঃখিনীর ধন ? বেলা পড়ে এল
যে—কোথায় খুঁজব ? কখনো পথে-বাটে বেরুইনি—(ইতস্ততঃ
বুঝিয়া) গোপাল—গোপাল—কোথায় আছিস বাবা ?

২২। এতো কম গেরো নয় ! ভা বাছা—আমাদের কাছে তো তোমার

গোপাল নেই—এখানে আর গোলমাল ক'ছ কেন? অতীত
খোঁজোগে না।

রাধা। কে ইনি সুবোধ?

২য়। কি ক'রে জানব বল? বাক—বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা
কই এস! দেখ রাধাশ্রাম! সব প্রথমে একটা Technical School
খোলা চাই,—তা'তে সকল রকম শিখতে হবে! এই ধর চাব
করা—

নব-হু। বাবা—তোমরা যদি একটু দয়া ক'রে আমার গোপালকে খুঁজে
দাও,—আমি পথ-বাট কিছু চিনিনা—

৩য়। আরে—এতো বড় মুন্সিল ক'লে দেখছি—একটা কাজের কথা
কইছি—

পেলারামের প্রবেশ।

পেলা। No fear মশাইরা,—এর চেয়ে কাজের কথা আপনাদের আর
কিছুই থাকতে পারে না! একজন ভদ্রবরের জীলোক দাঁড়িয়ে
কাদছে,—No fear—তা'কে ঠেলে ফেলে দিয়ে—বাহারবন্দ বা গঙ্গা-
মণ্ডলের তালুক রক্ষা করাটাও বড় বেশী কাজের নয়! No fear!
রাধাশ্রাম ব্যতীত অতীত সকলে। কে মশাই আপনি মুড়ুলি ক'র্তে
এসেছেন?

১ম। এসেই যে বড় লম্বা চওড়া কথা বাড়ছেন! কে আপনি?

পেলা। No fear—মাহুষ!

রাধা। আরে—এসো এসো—পেলা'দা' এসো! তোমার জন্তেই আমি
এখানে দাঁড়িয়ে আছি—জানি এই সময় তুমি আসবে—

পেলা। No fear—মাহুষ রাধাশ্রাম! যখন কথা দিয়েছি—তখন no
fear—নিশ্চয়ই আসব!

সকলে । রাধাগ্রাম ! ইনিই পেলারাম দাদা ?

রাধা । ইয়া হে—সেদিন এঁর কথাই ব'ল্ছিলুম—এই আমার পেলা-
দাদা !

১ম । কিছু মনে ক'রেন না—পেলারাম বাবু—

২য় । ছি—ছি—বড় অজ্ঞার হ'য়ে গেছে—

পেলা । No fear—আমার প্রতি কিছু অজ্ঞার হয়নি,—অজ্ঞার হ'চ্ছে
ঐ ভদ্রমহিলাটির ওপোর ! উনি কঁাদছেন কেন ?

১ম । গুঁর ছেলে কোথায় খেলতে গেছে—এখনও বাড়ী আসেনি,—তাই
ব'ল্ছেন—তোমরা খুঁজে দাও !

২য় ! ছেলে-মানুষ কোথায় খেলা ক'চ্ছে,—খেলা শেষ হ'লেই আসবে
এখন ! এর জন্তে এত লাকালাকি—হাঁকাহাঁকি কেন ?

ন-হু । বাবা ! গোপাল আমার কচি ছেলে ! সে তো এতক্ষণ বাড়ীর
বাইরে থাকে না ! সেই বেলা দশটার সময় বেরিয়েছে—আর বেলা
চারটে বাজে—

পেলা । No fear মা-ঠাকরুণ—আমি আপনার ছেলে খুঁজে দিচ্ছি—
আপনি বাড়ী বান ! কি ব'ল্লেন আপনার ছেলের নাম ? No fear,
No fear—মনে প'ড়েছে,—“গোপাল”—“গোপাল !” No fear—
বেড়ে নাম ! রাধাগ্রাম ! তোকে পষ্ট কথা বলি,—তোরা এ গাঁয়ের
লোক নিয়ে স্বদেশের কোন কাজই হবেনা ! আর তুইও দেখছি—
No fear—একেবারে worthless !

রাধা । কেন—কেন পেলা'দা—আমার কি অপরাধ ?

পেলা । No fear ! তোরা অপরাধ নর ? এই একজন ভদ্রবরের
জীলোক,—তোরা মা-মানীর মতন,—ছেলে-ছেলে ক'রে আকুল হ'য়ে
ঘর থেকে কঁাদতে কঁাদতে বেরিয়ে তোদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন,—

আর আর—No fear—তোরা—তুই—তুই—তুই এখনও ঠুঁর
প্রাণের ব্যথাটা বুকে—দৌড়ে গিয়ে ঠুঁর ছেলেকে খুঁজে এনে দিসনি ?

No fear—তোকে—তোদের thousand times ষক্ !

রাধা। সত্যি ব'লছি পেলা'দা—আমি ঠুঁকে চিনিনা—ঠুঁর ছেলেকে
চিনিনা ! অবিস্তি—এরা কেউ কিছু না ক'লে,—আমি জিজ্ঞাসা
ক'রে—সমস্ত জেনে নিয়ে—খুঁজতে বেরুতুম বটে !

ন-হু। বাবা ! লজ্জার তোমাদের কাছে কি পরিচয় দোখো ? তোমাদের
গাঁয়ের জমীদারের বোন আমি—

পেলা। এঁা—No fear—ছোট মাসী ? তুমি—তুমি ?

ন-হু। এঁা—সেকি ? পেলা—তুই—তুই ? আমি চিন্তে পারিনি বাবা—
সকলে। এঁা—সেকি ? জমীদারের বোন ? রাস্তার বেরিয়েছেন ?
সেকি—সেকি ?

পেলা। No fear মাসী-মা—যাও—যাও—তুমি বাড়ী যাও—একুণি
বাড়ী যাও ! No fear—আমি যেখান থেকে পারি গোপালের কাণ
ধ'রে—একুণি তোমার কাছে হাজীর ক'ছি—No fear—তুমি যাও !
নব-হু। যাই বাবা—আর আমার হুঁজবনা নেই ! আমারই জন্তেতো
তুই এখানে এসেছিস,—নইলে আজ বিগবহর তো আমার বাড়ীমুখে
হ'সনি—

নবহুগীর প্রস্থান]

পেলা। No fear—তা আর একবার ক'রে ব'লতে ? রাধাকাম !
মামা ব্যাটা কি পাবও জানিস ? শুধু তোর টাকা পাক করেনি,—
No fear—এই হুঁখিনী বিধবা মাসীটা আমার,—মাত্র হাজার পাঁচছয়
টাকা পুঁজি নিয়ে—জাত-কুটুমের তাড়া খেয়ে—মেসোবশাই মর্কার
পত্র—জমিদার ভায়ের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন !

রাধা । এঁর টাকাটাও ভোগা দিবে নিয়েছে বুঝি ?

পেলা । No fear—অবলীলাক্রমে ! ছ-চার মাস দশ-বিশ টাকা সুদ ব'লে দিয়েছিলেন,—বাস্—এখন একেবারে গুন্ডা খেয়ে বসেছেন ! মাসীমার চিঠিতে বুল্লুম,—এঁদের মা-ব্যাটাকে ভাল ক'রে খেতে পর্য্যন্ত দেয়না,—বহরে ছ-একখানা কাপড় পর্য্যন্ত লজ্জা নিবারণ ক'র্ত্তে দেয়না ! আচ্ছা—No fear—দেখা যাক ! বাই—একবার গোপলা ছোঁড়াকে খুঁজে দেখি ! No fear—রাধাশ্রাম—তুই বাড়ীতে আছিস্ তো ?

রাধা । তুমি আর কষ্ট ক'রে খুঁজতে যাবে কেন পেলা'দা' ? এতটা পথ Trainএ এসেছ—একটু rest নাও ! আমি সে হেলেকে দেখলে চিন্তে পার্কি এখন—

১ম । তোমাকে যেতে হবেনা রাধাশ্রাম—আমরা খুঁজে আনছি—

২য় । আমার যেন একটু সন্দেহ হ'চ্ছে ! সে ছেলেটা তো ক'লকেতার Prince of Wales দেখতে যায়নি ? আমি আসবার সময়—যেন ঐ রকম একটা ছেলেকে দেখলুম ব'লে মনে হ'চ্ছে—

৩য় । আরে না—না—অতটুকু ছেলে—সে কি অতদূর ক'লকেতার যেতে সাহস ক'র্বে ?

রাধা । বাই হোক—তোমরা গাঁয়ে একবার খুঁজে দেখ,—যদি না পাও আমাকে এসে খবর দিও—

সকলে । আচ্ছা—আমরা এখনি খুঁজে দেখছি—

[রাধাশ্রাম ও পেলারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

পেলা । No fear রাধাশ্রাম—তোর বাড়ীতে চল—একটু বহরঙ্গী সাজতে হবে !

রাধা । বহরঙ্গী কি রকম ?

পেলা। No fear—জমীদার আমার বাড়ী এ রকম খন্দর প'রে গেলে
অত্যন্ত অভদ্র মনে ক'রে একেবারে সদর পার ক'রে দিতে পারে !
পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার ক'র্তে হবে—No fear একটু
part play করা চাইনা ?

উভয়ের গ্রহান]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

জমীদার মাণিকচাঁদের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ।

মাণিকচাঁদ ও দোলনচাঁপা ।

দোলন। বল কি কর্তাবাবু ? আমার যে অবাক ক'লে কর্তাবাবু ?

মাণিক। আবার কর্তাবাবু ? ওহো—দোলন—দোল-দোলন—দোলন-
চাঁপা ! আবার আমাকে কর্তাবাবু ?

দোলন। আঃ—কি জ্বাক্রা কর বুড়োবয়সে—ভাল লাগেনা—হ্যাঁ !
কর্তাবাবু ব'ল'ব না তো কি ব'লে ডাকবো ? তোমার এই একঝুড়ি
গোঁপ—এই ঢাকের মতন ভুঁড়ি—এই কাবুলি বেয়ালের মতন
বিশ্বী মুখ,—আমার মতন জুম্মারী—এমন কাঁচা বয়েসে—তোমাকে
দিন-রাত প্রাণেশ্বর—হৃদয়বর—দীর্ঘবর—ঈশ্বরবরত—রাধাবরত ব'লে
ডাকতে পারিনা !

মাণিক। পারনা ? তা'হলে আমাকে কি তোমার প্রতিই ভাল লাগে
না ? আমার এত পরস—এত টাকা—এত বড় জমিদারী—এত বড়
বাড়ী—এত লোকজন চাকর-দাসী,—এতেও আমাকে তোমার ভাল

লাগেনা ? ওহো—হো—হো ! তবে আমার বেঁচে থেকে সুখ কি ?
আমি তা'র চেয়ে মরে যাইনা কেন—মরে যাইনা কেন !

দোলন । এ-বয়সে আমাকে বিয়ে করে, তুমি তো মরেই আছ !
বুড়োবয়সে কচি মাগ বা'রা বিয়ে করে,—তা'রা তো কেবল
আপশোষে আপশোষেই মরে থাকে ! না পারে কিছুতে মন যোগাতে,
না পারে মনের মতন হ'তে !

মাগিক । হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন যোগাতে আমি খুব পারি,—তুমি একটু
দয়া করে মনের মতন ক'রে নিলেই হয় ! বলে—“কুপুত্র বত্ৰপি
হয়,—কুমাতা কখনো নয়”—!

দোলন । মুখে আশ্রয় লেগে থাক ! জমীদারের ঘরে জন্মেছ কেবল
বান্দরের মতন ক্ষীর, সর, ননী, দুধ, বি খাবার জন্তে ? একটু
লেখাপড়াও শিখতে পারনি ? তা'হলে তো এতদূর অসভ্য—ইতর
হ'তে না ! গলায় দড়ী তোমার—অসভ্য—বুনো—ঘরার ! কা'র সঙ্গে
কি কথা কইতে হয়—তা'ও জানা নেই ?

মাগিক । কি ক'র'ব বল ! বাবার “সবে ধন নীলমণি” হ'য়ে জন্মেছিলুম,—
প'ড়তে ব'সলেই মুখ চোক বাধা ক'রে উঠতো ! তাই কষ্টে-কষ্টে
কোন গতিকে দ্বিতীয় ভাগটা প'ড়ে ফেলেছিলুম ! আর ফাটো বুক
খানা ধ'রতেই বড়গিন্নীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ! কুলশয্যার রাজে
নতুন বোঁকে ঘরে পেয়ে—সেই যে বইখানা কোথায় হারিয়ে গেল,—
আর খুঁজে পেলুম না !

দোলন । ওসব চালাকি রেখে দাও ! আমার সঙ্গে বখন ঘর ক'র্তেই
হবে—তখন এই বেলা একটু একটু ইংরিজি শিখতে আরম্ভ কর !
ওসব বাত্মাদলের রসিকতা রেখে—দস্তর মতন Studentদের
মতন আমার কাছে প'ড়তে আরম্ভ কর !

মাণিক । প'ড়েতো তোমার কাছে দিন-রাত্রিরই আছি দোলন ! এমন পড়ন প'ড়ে আছি যে আর হ'সটা পর্য্যন্ত নেই !

দোলন । কই First Book থানা নিয়ে এস দিকি—দেখি কতটা মনে আছে !

মাণিক । বই আন্তে হবেনা—আমার সব আগাগোড়া মনে আছে !

ডবু—লুই—হুই,—হুই—মানে—“করি” ! ডু—ডু—ডু—ডু—মানে হা—ডু—ডু—ডু ! “হুই ডু—ডু” মানে আমরা সব হাড়—ডু—ডু খেলা করি !

দোলন । (চপেটাঘাত করিয়া) Shut up stupid ! আমার রাগ বাড়িও না ব'লে দিচ্ছি ! ছি-ছি-ছি-ছি—গরীবের মেয়ে হওয়া কি মহাপাপ ! আমার এই রূপ—এই বয়েস,—Matriculation পাশ ক'রে Scholarship পেলুম,—সমাজের ভয়ে—জাত বাবার ভয়ে—নিঃস্বল বাবা আমার হাত পা বেঁধে একটা বুনো বুড়ো বর্বর মোয়ের পায়ের তলায় ফেলে দিলেন !

মাণিক । মাপ করো—মাপ করো—এই তোমার পায়ের প'ড়ছি—আর ককনো এমন কাজ ক'র'না (দোলনের পদধারণ)—ককনো ক'র'না—দোলন । কি ক'র'না ?

মাণিক । বিয়ে ।

দোলন । কা'কে ?

মাণিক । তোমাকে । একবার বা'ভুলে ক'রে ফেলিছি—ফেলিছি—এবারটা মাপ ক'রে ক্যালো !

দোলন । উল্টো পাক দিয়ে কি বিয়ে cancel (ক্যান্সেল) ক'র'না কি ? আঃ—তা যদি হ'ত—

মাণিক । চেষ্টা করে দেখনা—হবেই হবে !

দোলন । কি ব'লুছ ?

মাণিক । ঐ শেল মারার কথা ! একটা শেল বুকে মেরে দাওনা !

আমিও নিশ্চিন্দি—তুমিও নিশ্চিন্দি !

দোলন । মৃত্যু তোমার এখন নেই—তা আমি বেশ জানি ! আমাকে এখন অনেক ভুগতে হবে !

মাণিক । হঁ—হঁ—তা' যা' ব'লেছ,—মচ্ছিনা আমি এখন শিগুপির !
রোজ রোজ হ'বেলা যখন এই জগদম্বা জগজ্জননীর পাদোকজল
ভক্তিভরে খাচ্ছি,—তখনতো আমি একেবারে মৃত্যুঞ্জয় হুম্মানচন্দ্র
হ'য়ে গেছি ! (পদধূলি লইবার উপক্রম)

দোলন । নিকালো Rascal ছোটলোক—(ধাক্কা দেওন ও মাণিক-
চাঁদের ভূতলে পড়িয়া বিকট ক্রন্দন)

দোলন । আঃ—কি হ'চ্ছে—বাঁড়ের মতন চোঁচাচ্ছ কেন ?

মাণিক । চোঁচাচ্ছি কই ? আমি কাঁদছি— (ক্রন্দন)

দোলন । কেন কাঁদছ ?

মাণিক । তুমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে যে ! মাথায় বড্ড লাগল যে !
ওরে বাবা—ওরে মা—ও বটঠাকুমা—ও গোকুলো পিসি—তোরা
কেন সব মরে গেলিরে—

দোলন । ছেলেমানুষি কোরোনা ! ওঠো বলছি—ওঠো—

মাণিক । না—আমি উঠবনা ! আমি প'ড়ে প'ড়ে কাঁদবো—

দোলন । দেখ—কেলেকারি কোরোনা বলছি ! এখন বাড়ীর লোক-
জন সব জড় হবে—আমি লজ্জার মুখ দেখাতে পার্কিনা !

মাণিক । তুমি আমার ধাক্কা মানে কেন ? আমার মাথাটা ফেটে গেল—
এই দেখ রক্ত প'ড়ছে—

দোলন । এ্যাঁ—সে কি ? কই—না ! তোমার পায়ে প'ড়ছি—ওঠো—
ওঠো—আমার মাথা খাও—ওঠো !

(গঙ্গামণির প্রবেশ)

গঙ্গা । কি হয়েছে—ঘরে এত চীৎকার কিসের ? একি—কর্তা ভুঁড়ে পড়ে কেন ? ওমা—কর্তা কাঁদছে যে ? বলি কি হয়েছে ? ও কর্তা—বলি কি হয়েছে ? শুয়ে পড়ে কাঁদছে কেন ? হ্যাঁলা—নতুন ! কর্তাকে ঝাঙ্গালি বুঝি ?

দোলন । তোমার কোন কথাব জবাব দিতে আমি বাধ্য নই ! তুমি কিসের জন্তে আমার ঘরে ঢুকেছ ?

গঙ্গা । বটে ? গরীবের মেয়ে—জমীদারের ঘরে এসে বড় অহঙ্কার হয়েছে ! কর্তাকে মেয়ে তক্তা ক'রে দিয়ে—আবার গিন্নীকে চোক্রাঙ্গানি ? মজা দেখবে একবার ? বলতো কর্তা—ভুঁড়ি তোমায় মেয়েছে কিনা ! দেখি একবার—ও কতবড় মদানি ! আ মোলো ! দয়া ক'রে ঘরে ঢুকতে দিইছি,—বুড়ো ভাতারকে ছেড়ে দিয়েছি,—বলি,—আহা—ছেলেমানুষ—হুঃখীর মেয়ে ! আমি জমীদারের মেয়ে—জমীদারের বৌ,—মরুৎগে—এতকাল ভোগ ক'রে তো নিলুম, এখন বুড়োমুড়ো হয়েছে—একটু হরিনাম করি,—ও দিনকতক ভোগ আয়িত্তি করুক ! তা নয়—বাগে পেরে বুড়োমানুষকে ঠগাঙ্গানি ? তোর ছুকুরি মাগের নিকুচি ক'রেছে !

মা । (আফাইয়া উঠিয়া) তোর বুড়ো মাগের আদেছরাদ সপিষ্টিকরণ ক'রেছে—হায়ামজাদি গস্তানী ! আমার দোলনচাঁপাকে তেড়ে বাস—এত বড় আশ্পর্দা তোর ? এখুনি এক লাথিতে তাকে কীচকবধ ক'রে ফেলব জানিস ?

গঙ্গা । বটে রে বুড়ো নচ্ছার—ঘাটের মড়া ! এই কলির ধর্ম ? যার জন্তে চরিত্র সেই বলে চোর ? আমাকে নাথি মার্কি ? মার—মার—

তোর কত বড় পা হ'য়েছে একবার দেখি ! যদি না মারিস্—তোর ঐ
নতুন বোয়ের দিবা—(পায়ের কাছে মাথা রাখিল)

দোলন । আমি তোমার পায়ে ধ'চ্ছি দিদি—ভদ্রলোকের বাড়ীতে আর
কেলেকারি বাড়িওনা ! সকল অপরাধ আমার ! কেন ম'র্ত্তে আমি
এখানে এসেছিলুম ? যাও দিদি,—তুমি আহ্নিক না কি ক'র্ত্তে
যাচ্ছিলে,—যাও ! আজ একজন ভদ্রলোক—বড়লোক—তোমাদের
কুটুম—আসছেন ! তিনি এসে এ সমস্ত কেলেকারি দেখলে কি
ব'লবেন ? ছিঃ !

গঙ্গা । কে আবার আমার সাত পুরুষের কুটুম আসছে ?

মা । আসছে—আসছে—মস্ত লোক আসছে ! আমার বড়দিদির
ছেলে—লাড়ু ম্যাষ্টার পেলারাম বাঁড়ুযো—A B C D E F G H !
আমার ভাগ্নে—

গঙ্গা । কে ? পেলা ? সে আবার কোথা থেকে আসছে ? সে কি বেঁচে
আছে নাকি ?

মা । হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে পনেরো বছর বিলেতে ছিল—মস্ত লোক হ'য়ে
আসছে ! বিলেতের রাজারাজড়ারা সব তা'র হাতধরা ! এই যে
রাজার ছেলে বিলেত থেকে এদেশে এসেছেন না,—লাড়ু ম্যাষ্টার
পেলারাম তা'র সঙ্গে এসেছে ! রাজার ছেলের সঙ্গে তা'র ভারি ভাব !
এই দেখনা—তা'র চিঠিখানা বা'র ক'রে দেখাচ্ছি !

গঙ্গা । তা আমরা ক'ল্কেতায় রাজার ছেলে দেখতে যাবনা ? আমাদের
নিয়ে যাবে কবে ?

মা । এই যে লাড়ু ম্যাষ্টার পেলারাম এলেই—সে সব ব্যবস্থা হবে
এখন !

গঙ্গা । তা' হলে আমি যাই—তাড়াতাড়ি আহ্নিকটা সেরেন্নরে নিই !

পেলারাম এলেই যেন আমি খবর পাই! নইলে বাড়ীতে জলহুল কাণ্ড বাধাব।

[প্রস্থান ।

দো। তোমার ভাণ্ডে এমন ? কই—এতদিন তো এ কথা বলনি !

মা। ক্রমে সব ব'ল'ব, দোলন—তোমাকে সবই ব'ল'ব ! সবই দোবো !

আমাকে কেবল—একটু মনের মতন ক'রে নিতে হবে—দোলন চাপাটী আমার !

দো। আমাকে ক'ল্কেতার Prince of Wales—রাজপুত্র—দেখাতে নিয়ে যাবে কর্তাবাবু ?

মা। আবার কর্তাবাবু ? ওটা যেন কেমন বাপু-জ্যাঠার সম্প্রদায়ের মতন শোনায় যে দোলন !

দো। তা ব'লে আমি প্রাণেশ্বর—হৃদয়েশ্বর ব'ল'তে পার্কনা বাপু ! তার চেয়ে তোমাকে মাই ডিয়ার হজ্জব্যাণ্ড্ (my dear husband) ব'লে ডাকি না কেন ?

মা। মা—ই ডি—মা—য়ো ই—স—ব্যা—ণ্ডো ? ওঃ—তা হ'লে তো একেবারে লজ্জাকাণ্ড হ'য়ে গেল ! বেশ—বেশ—ঐ হ'লেই হবে—খুব হবে—একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হ'য়ে উঠবে ! তা'হ'লে একবার ঐ ব'লে ডাক দিকি গুনি !

দো। ও মাই ডিয়ার হজ্জব্যাণ্ড্ !

মা। কি মাই ডিয়ার গরগ্যাণ্ড্ !

দো। চল—আমরা ক'ল্কেতার বাড়ী কিনে গিয়ে থাকি !

মা। ক'ল্কেতার কেন ? লাড্ ম্যাট্টার পেলারাম ভাণ্ডের সঙ্গে একেবারে বিলাতলগঠনে চুপি চুপি চলে যাব এখন !

দো। এ্যা—যাবে ? নিশ্চয় যাবে my dear husband ?

মা । নিশ্চয় যাব—মাইরি—কোন শালা ভাঁড়ায়—মাই—ভিন্নার—
গরগ্যাণ্ড্ !

দো । আমাকে ক'ল্কেতায় সাহেববাড়ী নিয়ে গিয়ে—আরও ভাল ভাল
সব হীরের গয়না কিনে দেবে ?

মা । শুধু হীরের গয়না কি ? তোমাকে ক'ল্কেতায় নিয়ে গিয়ে—“চাই
সরিকের নকলদানা,—চীনের বাদাম ঘুগ্নিনদানা” পর্য্যন্ত খাইয়ে
ছাড়বো ! তা হ'লে তুমি আমার ভালবাসবে ?

দো । তোমায় ভালবাসবোনা ? তুমি আমার—

দোলনচাপার গীত ।

সাত রাজার ধন হৃদয়-রতন কত যত্নের মাণিক ।

তোমায় নাড়বো না—চাড়বো না—দেখব খানিক্ খানিক্ ॥

(ভাবি) চোরের ভয়ে রাখি তোমায় মাথার কেশে গুঁজে,

(রবে) আড়মোমটার ঢাকা—যেন কেউ না পায় গো খুঁজে ;

(তুমি) থাকলে কাছে কুঁড়িতে প্রাণ নাচে ধিনিক্ ধিনিক্ ;—

(তোমায়) ফাঁক পেলে ছোঁ মার্কোঁ চিলে,—(আমায়) ঐটী বড় প্যানিক্

(Panic) ॥

(তুমি) আমার “ফুটবল্ ম্যাচ্”—“ক্যাল্কাটা-মোহনবাগান্,”—

(খুব) কষ্ট হ'লেও—দেখতে তোমায় সদাই টানে প্রাণ ;—

(তুমি) ঘোর বিকারে আইস্-ব্যাগ্ (Ice-bag)—কলেরায় (Cholera)—

ইনজেকশান (Injection) ;—

(আবার) অরুচিতে পলতা-বড়া—রোগ সারলে টনিক্ (Tonic) ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মাণিকচাঁদের বহির্কাটা ।

প্রজাগণ, ভূতো সর্কার, পাইকদ্বয়, শেলারাম ।

ভূতো । আজ্ঞে—ধর্ম্মাবতার সাহেব বাবা মশাই ! আমার কি অপরাধ বলুন ? আমি জমীদার মশায়ের চাকর,—আমার ওপোর যেমন হুকুম আছে—আমি তেমনই তো কর্‌ক !

শেলা । No fear—আমি আজই ক'ল্‌কেতায় গিয়ে বড় লাট—ছোট লাট—মেজ লাট—সেজ লাট,—লাটগুস্তিকে ব'লে—তোমার সাড়ে এগারো বছরের—আর এই পা'ক্‌ দু-ব্যাটার ২২ বছরের দীপান্তর—না হয় ফাঁসির বন্দোবস্ত ক'চ্ছি !

১ম পা । দোহাই—দোহাই—সাহেব কর্তা মশাই ! আমরা আজই এ শালার জমিদারী কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যাচ্ছি !

২য় পা । আমিও ছজুর—আমিও !

ভূতো । এবারটা মাপ করুন—সাহেব ছজুর ! বারদিগর এমন কাজ আর কখনো কর্‌ক না !

পে । No fear—ক'র্‌কো না কি ? এই রকম প্রহার মানুষ যে মানুষকে ক'র্‌তে পারে—তা আমার কখনো স্বপ্নেও মনে হয়নি ! উঃ—বাপ—এক একজনকে পা'ক্‌ ব্যাটার! এমন এক একটা চড় হাঁকুড়াতে শুরু ক'রে—বেচারি বেশ পাররাগেটন লুটতে লাগলো !

১ম প্র । শুধু চড় কি ছজুর ? বেতের বাড়ী নির্দম ক'রে আগাপাশ—তলা মনের সাথে বিত্তিয়ে—আধমরা ক'রে—তা'রপর সমস্ত দিন অনাহারে কেলে রাখে !

পেলা। এঁা—No fear—বল কি ?

২য়। আর ব'লব কি হজুর ! ছ'দশ বা মেরে যদি ত্রাৎ ছেড়ে দেন—তা' হ'লেও না হয় বুঝি—নিষ্কৃতি হ'ল ! মেরে ধরে—তা'রপর পিছমোড়া ক'রে বেঁধে সমস্ত দিনরাত একটা চুণের ঘরে কয়েদ ক'রে রেখে দেন !

৩য়। নয় তো নীচের দিকে মাথা ক'রে—ওপোর দিকে গাছের ডালে পা ছুটো ঝুলিয়ে রাখে !

৪র্থ। নোকের ভেতর ছুঁচ ফুটিয়ে দেয় !

পেলা। No fear—No fear ! ওঃ—আর বোলোনা—আর বোলোনা ! তোমরা এক কাজ ক'র্তে পা'র্কে ? No fear—চল সবাই আমার সঙ্গে ক'ল্কেতার,—আমি এদের নামে একধার থেকে cruelty to animals এর charge দিয়ে নালিশ করিয়ে দিচ্ছি ! আচ্ছা No fear—ওহে ও ব্যাটা পাজী সরকার ! কেন তুমি এই সব গরীব লোকদের এমন করে ঠাঙ্গাও ? বল—No fear—ব'লতেই হবে ! নইলে আমি এখুনি পিস্তল বা'র ক'রে—No fear—একধার থেকে সটাসট shoot ক'র্ক ! বল—শীগগুর বল ব'লছি !

ভূ। (সভয়ে) আজ্ঞে—এ রকম না ক'লে জমিদারী শাসন করা হয়না ! আজ হ'বছর খাজনা বাকী পড়ে গেছে—কিছুতেই আদায় হ'চ্ছেনা,—তাই একটু নরম-গরম চালাতে হ'চ্ছে—সাহেব হজুর !

পেলা। No fear—একে কি বাবা নরম-গরম বলে ? এ যে একেবারে 180 degrees Boiling point এর ওপোর ! একেবারে Boiler এর আগুন চালাচ্ছ বাবা ! No fear—খাজনা বাকী প'ড়ে থাকে—Civil suit আনো, মকদ্দমা লড়ো ! এ রকম brutally assault ক'র্কার কোন অধিকার নেই ! (প্রজাদের প্রতি) আর তোমরা—

তোমরাই বা কোন্ দিশি ছাঁচুড়া লোক বাবা ! জমিদারকে খাজনা দিতে চাওনা ?

১ম। দোহাই ধর্ম্মাবতার—ফাঁকি দেবার মতলব আমাদের মোটেই নেই !
কি ক'রু হুজুর—আজ হু'বচ্ছর কি রকম অজন্মা পড়েছে—তা'তো দেখতেই পাচ্ছেন ! চাব-বাসের তেমন সুবিধে নেই—

২য়। মহাজনদের কাছে হাল গর সমস্তই বাধা প'ড়েছে—ঘরে খটা-বাটাটি পর্যন্ত নেই !

৩য়। তার ওপোর সাত-শুষ্টি ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে আধমরা হ'য়ে রয়িছি !

৪র্থ। পরমা অভাবে চাল ছাইতে পারিনা ;—দারুণ শীতে বর্ষায়—
ছেলেপুলে নিরে ফাঁকা মাঠে প'ড়ে থেকে থেকে হাড় কালী হ'য়ে
গেল ! পেটে অন্ন নেই—দেহে বল নেই—তার ওপোর জমিদারের
এই পীড়ন !

৫ম। হু'টো চা'রটে ফলপাকড়—শাকপাতা বা জন্মায়,—তা' এই
জমিদার-বারুর সরকার—গোমস্তা—নায়েব মশাইরা মিনি মাগ্নার—
কেড়ে-কুড়ে নিরে আসেন !

পেলা। No fear—আচ্ছা—আমি তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি !
তোমরা যে ঘর ঘরে যাও ! তোমাদের কিছু ভাবনা নেই ! তোমাদের
খাজনার জন্তে আমি দারী ! সরকার মশাই ! এদের কাছ থেকে কত
টাকা খাজনা বাকী ?

ভূতো। আজ্ঞে—তা' ঠের ! প্রায় সাত-আটশো টাকার ওপোর ! তা'
ধর্ম্মাবতার—বদি অতন্ন দেন তো একটা কথা নিবেদন ক'র্ত্তে পারি !

পেলা। No fear—কি বল !

ভূতো। আজ্ঞে—ব্যাটারা ব'লছে—ওদের কাছে কিছু নেই ! কিন্তু

এখুনি হুঁবা বেশী করে রামচাঁদ—শ্রামচাঁদ বাড়লেই,—কাছা থেকে—
কৌচার খুঁট থেকে—টাকাটা সিকেটা প'ড়তে আরম্ভ ক'র্বে !

পেলা । No fear—থাকে থাক্—তোমার বাবার কি রে শালা ? তুমি
ব্যাটা পাজী—পাষণ্ড—চামার—কসাই—Stupid ass ! যদি বুঝতে
পার্তে—ওরা কত গরীব,—তুমি যদি একটু প্রাণে প্রাণে অনুভব
ক'র্তে পার্তে যে সামান্য হুঁটো একটা টাকার জন্তে—এরা কেন
এমন চোরের অধম নির্ঘাতন সহ করে,—তাহ'লে No fear—
এদের গায়ে হাত তুলতে তোমার পক্ষাবাত হ'ত ! :যাক্—তুমি ঠিক
টাকাটা হিসেব ক'রে বল,—আমি এখুনি তোমার নাকের ওপোর
ধ'রে দিচ্ছি ! যাও—তোমরা সব চ'লে যাও ! যাও ব'লছি—যাও !

প্র-গণ । জয় হোক দাতা বাবু-সাহেব—ধর্ম্মাবতার—রাজা মশাই—জয়
জয়কার হোক !

পেলা । No fear—ফের চীৎকার ক'লে—ফাঁড়িতে ধরিয়ে দোবো !

প্র-গণ । জয় হোক—জয় হোক !

[প্রজাগণের প্রস্থান ।

ভূতো । তাহ'লে—তাহ'লে—ওদের খাজনার টাকা ?

পেলা । No fear—কতবার ব'ল'ব ? যাও—হিসেব ক'রে নিয়ে এস—
এখুনি নাকের ওপোর নগদ টাকা ধরে দিচ্ছি !

ভূতো । যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—তাহ'লে—রাজা বাহাদুরকে আপনি—

পেলা । No fear—ফের কথা কাটাকাটি ক'ছ ? এখুনি পিস্তলটা
বা'র ক'র্ব্ব নাকি ?

[ভূতো সরকার ও পাইকদরের প্রস্থান ।

পেলা । No fear—ছোট মালীকে দেবার জন্তে টাকাগুলো এনেছিলুম—
এইধেনে তো আপাততঃ মুখপায়েই অর্ধেক খরচ হ'য়ে যাবে দেখছি !

যাক—No fear ! কাণের জল,—জল দিয়েই বা'র ক'র্তে হবে !
 শঠে শঠাৎ সমাচরেৎ—No fear ! ছোট-মাসীর স্বদে-আসলে আট-
 হাজার,—রাধাশ্রামের স্বদে-আসলে বাইশ হাজার,—এ ব্যাটা পাষাণের
 কাছ থেকে No fear—আদার ক'র্তেই হবে ! এতে জেলে যেতেও
 হয়—No fear !

নবদুর্গার প্রবেশ ।

ন-হু । ও বাবা পেলু—কি হ'ল বাবা ? এখনও তো গোপালের কোন
 খবর পাওয়া গেল না ! ও বাবা—কি সর্বনাশ হ'ল বাবা ?

পেলা । No fear—ছোট-মাসী ! আমি নিশ্চয়ই ব'লছি—গোপলা সব
 ছেলের দঙ্গলে মিশে ক'ল্কেতার রাজার ছেলে দেখতে গেছে !

ন-হু । এঁা—সেকি ! কি সর্বনাশ ! হুথের ছেলে আমার—কটি ছেলে
 আমার—ক'ল্কেতার যাবে কি বাবা ? কি ক'রে যাবে ? কার সঙ্গে
 যাবে ?

পেলা । No fear—কেউ হয়তো আদর করে সঙ্গে নিয়ে গেছে ! No
 fear মাসী-মা—তোমার ছেলেকে খুঁজতে রাধাশ্রাম—আর ছ'পাঁচজন
 ক'ল্কেতার চলে গেছে ! আমি এখানে কাজের দরুন আটকা প'ড়ে
 গেছি,—তা নইলে আমিও যেতুম !

ন-হু । ও বাবা—কি হবে বাবা ! কেমন ক'রে ছেলেকে ফিরে পাব
 বাবা ? গোপাল ক'ল্কেতার গেল ? কে তা'কে নিয়ে গেল ? কে
 এমন সর্বনাশ ক'রে ? ও বাবা—ক'ল্কেতার যে ভারি অরাজক
 হ'য়েছে বাবা ! বোয়াল বাড়ীর মেজগিরী ব'লছিল,—সেখানে পুলিশ
 বা'কে নামনে পাচ্ছে—তা'কে বেধে নিয়ে চালান দিচ্ছে,—ছেলে-
 বুড়ো—মাগী-মদ কিছুই বাচ্ছে না ! ওগো—কি হবে গো !

পেলা । No fear মাসী—অতটা অধৈর্য্য হোরোনো,—আমি এখানকার কাজ সেয়ে,—মাসী ! মানী ! ঐ মামা আসছে ! একটা কথা কী করে ব'লে দিই—No fear ! আমি তোমার সঙ্গে লোক-দেখানো খুব শক্ততা ক'র্ব্ব ! চামারের মতন ব্যবহার ক'র্ব্ব—No fear ! যদি মামা তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তুমি সটান রাধাশ্রামের বাড়ী গিয়ে উঠবে ! No fear—সেখানে আমাদের সবাইকে দেখবে ! মায়ের মতন থাকবে—

মাণিকচাঁদের প্রবেশ ।

(তাহাকে দেখিয়া—নবজুর্গার প্রতি) বলি—No fear—আমি যে তোমার দশ হাজার টাকা নিয়েছি—বলি—No fear তা'র কিছু সাক্ষি আছে ?

মা । এঁা—এঁা—কি ব্যাপার—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—আমার আদরের ভাগ্নে-মশাই—কি ব্যাপার কি ? ওহো—ভুলে গেছলুম—তোমাকে কুর্গিস্ ক'র্ত্তে ভুলে গিয়েছিলুম—গুট্ মার্নিং—গুট্ মার্নিং !

পেলা । No fear রাজা মাণিকচাঁদ মামা-মশাই—No fear !

মা । নফ্রাকে ডাক্ছ লাড্ ম্যাষ্টার ? ওরে নফ্রা !

পেলা । No fear—নফ্রা টফ্রা কা'কেও আমার চাইনা ! এই দ্বীলোকটা আপনার বাড়ীতে আছেন বটে—কিন্তু আমি আসতেই আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার ক'চ্ছেন কেন ? No fear—আমি কত বড়লোক—এখনও কি উনি বুঝতে পারেন নি ?

মা । কি—কি—কি তোমার বলেছে বলতো লাড্ ম্যাষ্টার ! তোমার কিছু অখাতির করেছে কি ? আরে—রে—রে—পাপিরসী নবি—

নচ্ছারিণি—! লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম সাহেব—আমার ভাণ্ডে—তা'কে
তুমি কি ব'লে ?

ন-হ। কিছুই বলিনি দাদা—আমার ছেলে গোপাল আজ সমস্ত দিন
কোথায় গেছে—তাই খুঁজতে—

পেলা। No fear—আরে কে তোমার গোপাল রাখাল জানে ? আমি
কি তোমার ছেলের ম্যাষ্টার ?

মা। আর টাকার কথা কি ব'ল'ছিলে ব'লতো লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম !
ওকে আমি একবার দেখে নিই !

ন-হ। কই বাবা পেলু—তোমাকে টাকার কথা—

পেলা। No fear—আবার রাজা মশায়ের কাছে লুকোনো হ'চ্ছে ?
কবে আজ দশ বছর আগে—মেসো মশাই বেঁচেছিলেন বোধ হয়—
No fear—ওঁর কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা চুপি চুপি ধার নিয়ে
আসি বোধ হয়,—No fear—বিলেত টিলেত যাবার খয়চাতো চাই !
তা' সে অনেক দিন তামাদি হ'য়ে গেছে,—সেই টাকা এখন আমার
কাছে No fear—দাবী করা হ'চ্ছে ? সে টাকা কবে নিয়েছি !
No fear—সে কি আর এখন মনে থাকে ?

ন-হ। কই—পেলু—আমি তো—

পেলা। তুমি তো ? No fear—তুমি তো কি আবার ? সেই টাকার
জন্তে আবার নিজের ছেলেটাকে Prince of Walesএর কাছে
No fear—বুঝলে মামা—বিলেত থেকে আমার সঙ্গে বে রাজার
ছেলে ক'ল'কেতার এসেছেন,—তা'র কাছে পাঠানো হ'য়েছে !

মা। এ্যা—বল কি ? এ্যা—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড ? গোপলাকে
রাজার ছেলের কাছে পাঠিয়েছে ? এ্যা—সেকি ? সেখানে কি ঐ
অতটুকু ছেলে ঢুকতে পারবে ?

শেলা । আরে No fear—আমার নাম ক’লে একটা মেনি-বেরাল
পর্যন্ত একেবারে বিলেত পৌছতে পা’রে, তা’র ওপোর সে তো
আমার no fear বাহোক সম্পর্কে—কি বলে—কি হয় ?

মা । মাস্তুতো ভাই !

পে । No fear মাস্তুল ভাই ! মামা—No fear রাজা মশাই ! এখুনি
এক কাজ করুন,—এখুনি জনকতক লোক ক’ল্কেতা পাঠিয়ে দিন !
তা’রা যেখান থেকে পারে—গোপ্লাটাকে খুঁজে হিড় হিড় ক’রে টেনে
এখানে এনে ফেলুক !

মা । এখুনি—এখুনি ! ওরে—কে আছি—ওরে—নফ্রা—হরে—
মোধো—ওরে কে আছি—রে—

ভূত্যাগণের প্রবেশ ।

দেখ—এখুনি সব ক’ল্কেতার ছুট্টে চ’লে যেতে পার্কি—পার্কি ?

১ম । আজ্ঞে—ছুট্টে যাব কি ক’রে বাবু ! ক’ল্কেতা কি হেথা ? রেল
চাপতে হবে,—টেরেতাং জাং—টেরেতাং জাং বণ্টা দেবে—পোঁ ক’রে
বাঁশি বাজবে—তবেতো—হ—স্ হস্ ক’রে চ’লতে চ’লতে—তারপর
ঘটাঘট ঘট—ঘটাঘট ঘট টেরেন্ গাড়ী ছুটবে—

মা । বলিস্ কিরে ব্যাটারা ? চাকর ছোট লোক,—তোরা টেরেণে
চাপবি কি বল ? বা—হাঁটা পথে বা—

ন-হ । না—না—দাদা ! আমার ছেলেকে আনতে যাচ্ছে—আমি ওদের
টেরেন-ভাড়া দিচ্ছি ! আমার কাছে দশটা টাকা আছে—

পেলু । No fear—তোমার টাকা নিয়ে তোমার ছেলেকে আনতে
যাবে—No fear—তা হ’লে আমাদের মামলাটা হাল্কা হ’রে
প’ড়বে—তা কি আমরা বুঝিনি ? No fear—মামা—রাজা মশাই—

এই নাও—আমি টাকা দিচ্ছি—এই নাও—(ভৃত্যগণের হস্তে টাকা প্রদান) যাও—এই কুড়িটা টাকা দিচ্ছি—হু' চারজন লোক বেশী ক'রে নিরে—যেমন ক'রে হোক—গোপুলাকে আনা চাই—

মা । নইলে—সব খুন ক'রে ফেলব ! গোপুলাকে যদি না হাজীর ক'র্তে পার—তা' হলে সবার চাল কেটে উঠিয়ে দোবো,—গাঁ জালিয়ে দোবো—মেরো ফেলবো ! যাও—জন্দি যাও—

[ভৃত্যগণের প্রস্থান ।

মা । এ্যা—নবি ! তোর এত বড় আশ্পদা ? তুই ছেলেকে রাজপুত্রুরের কাছে পাঠাস ?

ন-হু । সত্যি বলছি দাদা—আমি কিছুই জানি না—

পে । জান না বইকি ? No fear—একবার তোমার ছেলেকে এখানে আনিরে ফেলতে পাল্লো হয়—তখন—No fear বুঝবো,—তুমি কি ক'রে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করো,—আর তোমার দাদা—এই আমার রাজা মামা মশায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করো !

মা । এ্যা—আমার কাছ থেকে—আনার কাছ থেকে—কিসের টাকা আবার ? এ্যা—সেকি ? নবি—নবছর্গা—পাপিয়সী—হতচ্ছাড়ী—

পে । আর ওকে গাল দিবে এখন কি হবে ? No fear—সে দরখাস্তও রাজার ছেলের কাছে কি এখনও পৌঁছতে থাকি আছে ! No fear—আমিও মাষ্টার পেলারাম বাঁড়ুসো A B C D E F G H I J K L M—বাস্—No fear—আমিও তোমাকে বুঝে নোবো—তুমি কত বড় আমার মাসী !

মা । কি সর্বনাশ ! এ্যা—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড ? আমার বাড়ীতে থেকে—আমার ঘরে—আমার প'রে—আমার পুকুরে চানু টান ক'রে—আমার—আমার—

পে। No fear—ছাদে রোদ পুইরে—

মা। আমারই সঙ্গে এই নষ্টামি ? কে—কে তোর টাকা নিয়েছে ?

আমি—আমি—আমি নিজের টাকাই সব সময় নিতে পারিনি—

ন-হু। তুমি জোর করে নাওনি দাদা—আমার মাথা খেতে আমিই নিজে তোমার হাতে দিইছি ! কিন্তু এখন তো একেবারে ফাঁকি দেবার মতলব ক’রেছ ! প্রথম প্রথম ছ’ চার মাস খুদ হিসেবে পনেরোটা ক’রে টাকা দিয়েছিলে বটে ! যদিও সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ঘরোয়া খাটালে এর চেয়ে ঢের বেশী খুদ পাওয়া যায়,—মরুক্ষে—ব্যাকের খুদ হিসেবে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম ! এখন খুদ তো বন্ধ করে দিয়েছ,—তা’র ওপোর—আসলটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ ! আমল্ল মায়েপোরে ছ’ পরস। মুড়ি কিনে পর্যাস্ত খেতে পাইনা !

মা। দেখেছ—দেখেছ—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—ও—মাগীর একবার লম্বা কথাটা শুনছ ?

পে। No fear—সব শুনছি—রাজা মামা—সব শুনছি ! আপনার সঙ্গে একটা এ সম্বন্ধে—আরও অনেক সম্বন্ধে পরামর্শ আছে ! একে No fear—এখান থেকে যেতে বলুন !

মা। বা—ও—তুমি এখান থেকে বা—ও,—নইলে—

পে। No fear—আর নইলে কাজ নেই ! বলি—No fear—মাসীমা—তুমি ভালোয় ভালোয় বাড়ীর ভেতর বাবে ? (চুপি চুপি) আর কথা কোয়ানা—আমি সমস্ত ঠিক ক’রে দিচ্ছি—No fear—তুমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে গ্যাট্ হ’য়ে বসে থাক !

মা। কি ব’লছ লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—ও মাগীকে—

পে। No fear—বা ব’লছি—এখনি উনি গেলেই টের পাবেন !

মা। বলি—নবি পোড়ারমুখী ? গেলি এখান থেকে ?

ন-হু । যাচ্ছি দাদা যাচ্ছি ! আমার ছেলেকে এনে দাও—আমি আর কিছু চাই না ! বিধবার টাকা নিয়ে—যথাসর্বস্ব নিয়ে তুমি সুখে থাক—আমি আমার ছেলে নিয়ে পরের বাড়ী রান্ধুনিগিরি ক’রে খাব—আর তোমার বাড়ীতে থাকব না !

[নবহর্গীর প্রস্থান ।

পে । রাজামশাই, মামামশাই—No fear—আমার একটা কথা তোমাকে শুন্তেই হবে ! No fear—শুনবে—শুনবে ?

মা । কি—কি—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম ? তোমার কথা শুন্ব না ? কি—কি—এখনি বল !

পে । No fear—জব্ব ক’র্তে হবে ! ছোটো লোককে জব্ব ক’রে দিতে হবে ! নইলে রাজপুত্ৰ তোমার এখানে এলে—আমি আর তুমি—দুজনেই বড় লজ্জার পড়ে যাব !

মা । এঁা—সেকি ? সেকি ? আমার এখানে রাজপুত্ৰ আসবেন ?

পে । আসবেন কি ? এলেন বলে ! সেই জন্তেই তো তাড়াতাড়ি তোমার এখানে এসেছি—No fear—চাঙ্গিকের সব ব্যবস্থা ক’র্তে ! যা’তে তোমার মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে,—যা’তে তুমি একদমে মহারাজ-অধিরাজ গেরোবাজ হ’য়ে যাও,—তার সব বন্দোবস্ত ক’রে তবে এখানে সমস্ত ঠিকঠাক ক’রে দিতে এসেছি !

মা । এঁা—বল কি লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম ? রাজপুত্ৰ এখানে—আমার এই পাড়ারগায়ে আসবেন ? মাইরি—মাইরি—কোন শালা ?

পেলা । No fear—এলেই দেখতে পাবে ! সেই জন্তেই তো ব’লছি—গোটা কতক কাজ তোমার ক’র্তে হবে !

মা । কি কাজ—কি কাজ শীগগির বল—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—তা’গ্নে আমার !

পেলা । No fear—প্রথমতঃ—রাধাক্রামের বাপু—তোমার বন্ধু নবীন
রামের কাছ থেকে সেই পাঁচ বছর আগে বিশ হাজার টাকা যা' ধার
ব'লে নিয়েছিলে—

মা । এঁ্যা—সেকি—সেকি ? কে বলে—কোন শালা বলে ? রাধাক্রাম
বলে বুঝি ? এঁ্যা—মাইরি—মাইরি—

পেলা । No fear—সব মাটি ক'লে রাজা মশাই ! সব মাটি ক'লে
দেখছি । আরে ছাই—কি ব'লছি No fear—একবার শোন না !

মা । আরে ছাই—শুনব কি ? নবীন রামের টাকা—নবীন রামের এক
পরমা যে নিয়েছে—

পেলা । তবে No fear—রাজপুত্রের বন্ধুক-তরোয়াল-খোলা পাঁচ
হাজার ষোড়শওয়ার এসে যখন কড়াকড় বেঁধে নিয়ে যাবে—

মা । এঁ্যা—যাবে নাকি ? তা'—তা'—তিনি রাজপুত্র,—কেমন
ক'রে—কে ব'লে তা'কে—যে আমি—আমি—

পেলা । No fear—এটা ইংরেজ রাজত্ব—No fear—চা'দিকে কি
রকম গোয়েন্দা—কি রকম সব civil গার্ডের ছড়ো ! তুমি ফুল-
শয্যার রাতে নতুন মামীর সঙ্গে কি কথা ক'রেছিলে—তা' পর্যন্ত
No fear—বিলেতে রাজপুত্রের কাণে গিয়ে উঠেছে—No fear !

মা । এঁ্যা—এঁ্যা—লাড় ম্যাষ্টার প্যালারাম—তাহ'লে—তাহ'লে—

পেলা । No fear—কিছু ভয় নেই ! আমি যা' বলি—চুপি চুপি তাই
কর দিকি—

মা । এঁ্যা—এঁ্যা—লাড় ম্যাষ্টার পেলারাম—ভায়ে ! তুমি—তুমি আমার
চোদপুরুষ—আমার পিসে মশাই—আমার রকে কর—দোহাই—
দোহাই—

পে । No fear—তোমাকে রকে ক'র ব'লেই তো এসেছি ! এক

কাজ কর দিকি মামা—নবীন রায়ের বিশহাজার ২০০০০ টাকা আর
এই ছোট মাসীর পাঁচহাজার ৫০০০ টাকা নিয়ে তোমার দপ্তরখানায়
যে সব খাতাপত্রে জমা করিয়ে দিয়েছ—No fear—সেই খাতাপত্র-
গুলো—হু’জনে বা’র ক’রে পুড়িয়ে ফেল চল দিকি ! তা’রপর—কে
কি করে—আমি দেখে নিচ্ছি !

মা। এ্যা—তা—তা—সে খাতাপত্র পুড়িয়ে ফেলব,—তা’তে আরও
সব অনেক হিসেব-টিসেব আছে—

পে। No fear—পুড়িয়ে না ফেল,—অত্ৰ কোন এক জারগায়—
পুকুর-পাড়ে-টোড়ে লুকিয়ে ফেলে রাখা যাক ! তা’রপর রাজপুত্রুর
এখান থেকে চ’লে গেলে—সেগুলু বা’র ক’রে তোমার লোহার
সিঁদ্বকে লুকিয়ে রেখে দেবে !

মা। সেই ভাল বাবা—সেই ভাল বাবা ! হার-হার ! এ কি বিপত্তি
রে বাবা ! কবে—কখন—লুকিয়ে-চুরিয়ে কি ক’রেছি—

পে। No fear—মামা ! আমিও ঐ নবীন রায়ের কাছে ত্রিশ হাজার
টাকা ধার ক’রেছিলুম,—তোমার মতন আমারও কাছ থেকে কিছু
লেখাপড়াটুড়ি পায়নি,—কিন্তু C. I. D. গোয়েন্দারা ঠিক খোঁজ
ক’রে—রাজপুত্রুর কাছ লাগিয়ে ঐ রাধাশ্যামকে দিয়ে টাকার
দাবী ক’রিয়েছিল—

মা। এ্যা—তাই নাকি ? তাই নাকি ? লাড় ম্যাষ্টার পেলারাম—ভুমিও
নবীন রায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে ?

পেলা। No fear—নিশ্চয় ! তোমার মতন আমিও ঐ বিধবা মাসীর
কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা,—আর নবীন রায়ের কাছ থেকে
ত্রিশ হাজার টাকা জোগা দিয়ে—পৃথিবীর চাকিকে খুব নবাবী ক’রে
খুঁস্ব কিয়ে এলুম ! No fear—এ সব পরের টাকা চালাকী ক’রে

বদি জোগাড় না ক'ৰ্ত্তুম্—তা' হ'লে আজ এত বড় লোক হ'তে পার্ত্তুম কি ? না,—রাজা রাজপুত্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ক'ৰ্ত্তে পার্ত্তুম ?

মা। তা—তা—বাবা—লাড় ম্যাষ্টার প্যালারাম—তুমি কি এদের টাকা-
গুলো—ওর নাম কি—আবার কিরিয়ে দেবে ?

পে। No fear ! পরের টাকা নিরে—সে টাকা যে ফেরৎ দেয়,—সে—
সে ব্যাটা কি ভদ্রলোক ? হজম—No fear—হজম—একেবারে
বা'কে বলে—বেমানুম হজম ! আরে—আদায় ক'ৰ্বে কোথা থেকে ?
আমার সব পকেট-বই—হিসেবপত্র—ক'ল্কেতায় ড্রেনের ভেতর
লুকিয়ে রেখেছি !

মা। তা—তা—তা বাবা—আমার ঐ খাতাপত্র সমস্তই তোমাকে দিচ্ছি—
লাড় ম্যাষ্টার—তুমি বাবা—আমাকে রক্ষা কর—

পে। No fear—সে সব আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি—

লক্ষা হিসাবের কাগজহস্তে ভূতো সরকারের প্রবেশ ।

মা। এই যে—এই যে—ভূতো—ভূতো—ওরে ব্যাটা সরকার ! কি
এখন হিসেব ক'চ্ছিস ? আমার কথা শোন—

ভূ। আঃ—কি গোলমাল করেন কর্ত্তাবাবু ! ঠিক দিতে ভুল হ'য়ে বাবে
যে ! সাত পোনের তিন চোক্ নাবে—হাতে রইল—

মা। মারি কাঁটা তোর তিন চোকের মাথায় রে—শালা ! বল—এ
কিসের হিসেব ?

ভূ। আহা—হা—ছিড়ুবেন না—ছিড়ুবেন না—হ'য়েছে—হ'য়েছে !
মোট টাকা হ'চ্ছে,—গুনছেন মশাই—জুজুর সাহেব ! মোট টাকা
হ'চ্ছে—সন ১৩২৮ সালের খাজনা বাকী ৮৯২৮/১৫ ।

পেলা । No fear—ফর্দিটা আমার কাছে দাও ! এই নাও—হাজার টাকার নোট—

মা । কি—ব্যাপার কি ?

ভু । আজ্ঞে—কর্তাবাবু—উনি আপনার প্রজাদের হ'য়ে খাজনা দিচ্ছেন !

মা । কেন—কেন ? লাড়ু ম্যাষ্টার পেলারাম—

পে । No fear—দোবো না ! একে আপনার চাচিকৈ শত্রু—তা'র ওপোর—গরীব প্রজারা যদি খাজনা দিতে না পারায়—আপনার জমিদারীতে এই রকম নায়েব গোমস্তা সরকারের কাছে মার খেয়ে খেয়ে আধ-মরা হ'য়ে থাকে,—আর রাজপুত্রুর এখানে এসে যদি শোনে যে আপনি এই রকম প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন,—তা' হ'লে—No fear—

মা । এঁা—তা—তা—বাকী খাজনা—তা—তা—

পে । No fear—সে সব কথা কি তখন শুনবেন ? প্রজা ঠাক্কানোর জন্তে আপনাকে জেলে তো ঠেলে নিয়ে যাবেনই—তা'র ওপোর—মামীদের ধ'রে নিয়ে—প্রজাদের ঘরে রেখে আসবেন—আর ঐ নবীন স্নায়ের বাটা রাধাগ্রামকে এই গাঁয়ের জমীদার ক'রে দেবেন !

মা । ওরে বাবা—ওরে বাবা—লাড়ু ম্যাষ্টার প্যলারাম—ওরে বাবা—ছেরাদ আমার এতদূর গড়িয়ে গেছে ?

পে । আজ্ঞা—No fear—ভর নেই মামা ! আমি যতক্ষণ তোমার দিকে আছি—ততক্ষণ তোমায়—তোমার No fear ! আমি তোমারি ভাল'র জন্তে প্রজাদের এমন সন্তুষ্ট ক'রে ছেড়ে দিবেছি যে তা'রা—রাজপুত্রুর এলেই সব একবাক্যে বলবে—এমন ভালমানুষ জমীদার একবারে No fear—বাংলা মুলকে নেই ! আর তখনি—রাজপুত্রুর তোমার জন্তে তালগাছের ওপোর মাচা বেঁধে সিংহালন গেঁথে—তা'তে

তোমাকে চড়িয়ে একেবারে পক্ষীরাজ বাহাদুর ক'রে বসিয়ে দেবেন !
 মা । তা'তো বুঝতে পাচ্ছি ! কিন্তু লাড়ু ম্যাষ্টার—তুমি যে গাঁট থেকে
 টাকাটা বা'র ক'রে প্রজাদের হ'রে খাজনা দিলে—তা—সেটা—
 সেটা—

পেলা । No fear—সেটা আবার কি ? আমার কি টাকার ভাবনা ?
 এই দেখ—এখনও পকেটে নোটের তাড়া ! সব হাজার টাকা ক'রে !
 দেখেছ বাঙাল ? No fear—ঐ একখানা হাজার টাকা তোমার
 সরকারকে দিলুম ! আর এই যে হাজার টাকার বাঙাল দেখছ—
 এগুলু কি ক'র'ল জানো ?

মা । ওগুলো কি সব হাজার টাকারই নোট ?

পেলা । No fear —একখানা বের ক'রে দিলুম—দেখলে না ?

মা । তা দেখছি বাবা—তোমার পাকিটুটা নোটের তাড়ায়—ঠেলে
 ঠেলে উঠছে,—নোটের ছাপাওনু ঐ উকি মেরে মেরে উঠছে !
 অত—অত টাকা কি ক'র'ল বাবা—লাড়ু ম্যাষ্টার পেলারাম—কি
 ক'র'ল বাবা ?

পেলা । No fear—মামার কাজেই লাগাব ! হাজার হোক—রাজ-
 পুত্র যখন এ অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে আসছেন—তখন এটাকে সহরের
 মতন না ক'রে যে আমার অপমান ! তোমার ওপোর যদি রাজপুত্রের
 অভক্তি হয়,—তা হ'লে তোমাকে মহারাজা ক'র'লেন কেন ?

মা । তা'তো বটে বাবা—সে তো বটে-কথাই বাবা ! তা—এখানে কি
 একটা পাল টাল খাটিবো নাকি ?

পেলা । No fear—মামা—ও রকম কথা আর চোটে-মুখে-দাঁতে-জিবে-
 কণ্ঠে-নাকে-চখে খবরদার এনোনা ! No fear—পাল টাকাবে ?
 রাজার ছেলে তোমার গাঁয়ে—তোমার দেশে—তোমার এই বাসভাষায়

আসছেন,—তোমাদের চোদ হুণ্ডে সাতার পুরুষের ভাগি,—আর
তার জন্তে কিনা পাল খাটাবে ?

মা। না—না—না বাবা—পাল খাটাবে না বাবা। কি ক'রস বাবা—
লাড্ ম্যাটার প্যলারাম—কি ক'রস বাবা—বল !

পে। No fear—No fear—সমস্ত গাঁয়ে Electric আলিয়ে রাখতে
হবে ! বাশঝাড়ে—পুকুরপাড়ে—পগারে—মাঠে—ক্ষেতে কেবল
Electricএর আলো !

মা। কোথা পাব বাবা—কোথা পাব ? আমার গোটাকতক হরিকেন্
লগঠন আছে,—আর বাড়ীতে নতুন গিল্লীর ঘরে গোটাকতক বেলগঠন
ঝুলছে—

পে। No fear—আমি ক'ল্কেতার সাহেব বাড়ীতে সব অর্ডার দিয়ে
এসেছি—এখনি তা'রা এনে সমস্ত গাঁ-টা Electric lightএ
ভরিয়ে দেবে ! No fear—টাকাকড়ি সব আমি তাদের
বায়না দিয়ে এসেছি,—এখানে কাজকর্ম হ'রে গেলে তবে টাকা
চুকিয়ে দোবো ! সেই জন্তেই তো No fear—এই এত নোটের
তাড়া !

মা। তা—তা—বেশ বাবা—বেশ ! রাজার ছেলে আসবেন—লাড্
ম্যাটার—তা বাবা—এতে আমার তো কিছু খরচ করা
উচিত—

পে। No fear—কিছু না—কিছু না ! আমার টাকা নিয়ে কি হবে ?
আমার টাকাটা কত,—তা'তো জাননা মামা ! বাঙ্গাল ব্যাংকে সতেরো
লাক্,—মার্কেন্টাইলে বারো লাক্ পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ,—এলাহা-
বাবর ব্যাংকে ত্রিশ লাক্ সাড়ে পনেরো আনা—বেঙ্গল প্রাইভেট
ব্যাংক বাবটি লাক্—সাত্ বত্রিশ—

মা । উঃ—উঃ—আর ব'লিস্নি বাবা—আর ব'লিস্নি ! উঃ—এত টাকা ? এত টাকা—এত টাকা—এত টাকা কোথা পেলি বাবা ? কে দিলে বাবা ? কেমন ক'রে হ'ল বাবা ?

পে । No fear—কেবল ঠকিয়ে—কেবল পরের গাঁড়া ক'রে—কেবল “রি—চু” ক'রে ! মামা ! একটা কথা বলি—আর ব'লতেই বা হ'বে কেন,—ভূমিও তো হাতেকলমে অনেক ক'ছে,—মামুষ যে হঠাৎ লাধু—আধু, কোটা—কোটা টাকার মালিক হয়,—সে কি বাবা—ধর্মপথে—ধর্মিষ্ঠিগিরি ক'রে ? No fear—তা' হ'তেই পারেনা ! যা'রা ব্যবসাদার—তা'রা labourersদের সর্বনাশ ক'ছে,—যা'রা মহাজন—তা'রা দেন্দারের সুদের সুদে নিজেদের বিষয় বাড়িয়ে নিচ্ছে,—আর যা'রা তোমার আমার মত খেলোয়াড় ওস্তাদ লোক,—তা'রা নাবালক—অবীরে বিধবার সর্বস্ব হরণ ক'রে—একেবারে Multi-millionaire হ'ছে ! No fear—যদিও সে সব বিষয় তাদের বেশী দিন ভোগ ক'র্ত্তে হয়না !

মা । তা' বাক—বাক বাবা—তাহ'লে—তাহ'লে—এই পাড়ারগায়ের মেটে রাস্তাগুলো বড় বিচ্ছিন্ন—পুকুর ডোবাগুলো অতি নোংরা হ'য়ে র'য়েছে—এসব গুলোর কি গতি করা যায় ? হার—হার—হঠাৎ এখানে রাজার ছেলে আসবেন জানলে—এগুলো না হয় আমি ঐ শালা ভৃতো সরকার—নারেব-গোমস্তাদের দিয়ে নিত্যা নিত্যা পরিকার করিয়ে রাখতুম !

পেলা । No fear—এখুনি লোকজন লাগিয়ে—গায়ের ছেলেদের ডাকিয়ে এসব কাজে লাগিয়ে দাও না মামা ! No fear—টাকার ভাবনা নেই,—টাকার কোন ভাবনা নেই ! তবে আপাততঃ আমাকে ঢেকের বদলে হাজার ত্রিশ টাকা দাও দিকি,—খরচাপাতিগুলো তো

ক'র্তে হবে । No fear—আমি চেক্ দিছি—এই চেক্ বই সঙ্গে
ক'রে এনেছি,—ব্যাঙ্ক এখন বন্ধ কিনা—

মা । তা—তা—আমি পাড়াগাঁয়ে চেক্ চোক্ নিয়ে কি ক'রব বাবা ?

পেলা । No fear—মামা—চুপ্—চুপ্—চুপ্—আর অমন কথাটা মুখে
উচ্চারণ কোরোনা ! চেক্ হ'ল কোম্পানীর জিনিস—রাজার জিনিস !
বড় বড় রাজা-মহারাজ জমীদার—No fear—চেকেতেই সবাই
লেন-দেন করেন, আর তুমি চেক্ নিতে চাইছ না,—এ কথা শুনে—
এখুনি—এখুনি—No fear সব মাটি !

মা । তা—তা—তা—

দোলন-চাঁপার প্রবেশ ।

দো । দূর—দূর—হতচ্ছাড়া—বব্বুলে নারকী মিন্ স ! বুদ্ধিভুক্তি কি
ম'লে হবে ?

মা । তা—তা—তা—তা—তুমি হঠাৎ—তুমি হঠাৎ—

পেলা । No fear—ইনি বোধ করি আমার New edition এর মামী-
ঠাক্কণ—

দো । হ্যা—মশাই—আমি এই বাঁদরের গলার মুক্তোর হার ! এতকণ
আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার সমস্ত কথা শুনছিলুম ! আপনাকে লজ্জা
ক'রে এতকণ বেরোতে পারিনি,—কিন্তু এ Stupid মিন্‌সের
বিবেচনা দেখে—আর এর ছোটলোকের মতন কথাবার্তা শুনে
বেরিয়ে পোড়তে হ'ল—

মা । এ্যা—সেকি—সেকি—অ দোলন—দোল্-দোলন্—তুমি বেরিয়ে
প'ড়লে কি কথা ?

দো । পোড়ুবান্না ? বে-আক্কেলে মিন্‌সে ! এমন একজন বড়লোক—

মাকে বলে—টাকার জাহাজ, তার ওপোর এমন উদার-চরিত—
দাতাকর্ণ বিশেষ,—মামা বলে আয়িত্তি ক'রে গাঁটের পরমা খরচ
ক'রে—রাজার ছেলেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আনবার উদ্যোগ
ক'ছেন,—আর তার সঙ্গে কিনা এমনি ব্যাভার ? তাঁকে অভ্যর্থনা
করা নেই,—একটু ব'সতে পর্য্যন্ত বলা নেই,—একটু চা পর্য্যন্ত খেতে
দেওয়া নেই,—উল্টে তোমারি ছেরাদর খরচের জন্তে চেক দিয়ে
তিরিশ হাজার টাকা চাইছেন,—তাঁকে অবিস্বাস ? ছোটলোক—
বদমায়েস—

পেলা । No fear—নতুন মামী—No fear ! আর ব'লতে হবেনা !
মামা লজ্জায় একেবারে no fear—মরমে ম'রে ভূত হ'য়েছে ! No
fear ! কি ব'ল মামা—তাহ'লে চেকখানা লিখে দিই—

মা । তা—তা—তা—

দো । কেবু তা—তা—তা ? আর কেন ? কিসের জন্তেই বা তুমি পরের
টাকা ভিক্ষে নিয়ে নিজের গাঁ সাজাবে—Electric আলো দিয়ে বড়-
মানুষি জাহির ক'র্বে ? খবরদার ব'লছি—ওসব ভিক্ষে টিক্ষে নেওয়া
চ'লবেনা ? রাজা মহারাজা হ'তে গেলে গাঁটের পরমা খরচা ক'র্বেনা
তো কি—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে লাথু ছুলাথু খরচ চালাবে ?
আস্থন মশাই—আমার কাছে সিক্ককের চাবি আছে,—আমি দেখেছি,
মিন্সের তোড়া তোড়া নোটের গোছা আছে—বোধ হয় পঞ্চাশ
হাজার টাকার ওপোর হবে—

মা । ম'রে যাব—ম'রে যাব—দোল-দোলন—তাহ'লে মাইরি ম'রে যাব ?
আমি গরীব মানুষ—ওরে বাবা—তিরিশ হাজার টাকা—ম'রে যাব—
একেবারে খাবি খেয়ে ম'রে যাব—

দো । তাহ'লে রাজার ছেলেকে এখানে আনাতে চাওনা ?

পেলা । No fear—আনাতে চাইবেনা ব'লে তো আর চ'লবেনা নতুন
মামি ! আমি বে তাঁ'কে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি ! কোজ টৌন্ড শুদ্ধ—
No fear—আম্বার জন্তে সব প্রস্তুত ! এই বেলা তাড়াতাড়ি যা'
ক'রবার ক'রে ফেলি—

মা । তাহ'লে যখন আর উপায় নেই—তখন—তখন টাকা দিচ্ছি—বাবা
লাড় ম্যাষ্টার পেলারাম—তোমার চেক-চাক্—না—চক্-চকা-চক্—
কি আছে নাও—

পেলা । এই যে বা'র ক'ছি—No fear—(চেক বহি বাহির করণ)
একটা Fountain-pen—

দো । খবরদার মশাই—আপনি ভায়ে হোন—আর বা-ই হোন—ওসব
বড়-মানুষি এখানে দেখাবেন না ব'লছি ! ও ছোটলোক হাড়ী,—
পরের টাকা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া ওর স্বভাব ! আর তুমি ? তুমি
বেহায়া—বদমায়েস—জোচ্চোর—দাগাবাজ মিন্‌সে ! তুমি কিসের
জন্তে হাত পেতে ওর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ ? ভিক্ষে ? ভিক্ষে
ক'রে নাম জাহীর ক'র্কে ? পরের ধনে পোন্দারি ? গলার দড়ি
জোটেনা ? দূর—দূর—ইতর !

ভূতো । তাহ'লে নতুন মা ! আমিও কি এ হাজার টাকা লাহেব বাবু
মশাইকে কিনিয়ে দোবো ? উনি প্রজাদের হ'য়ে—খাজনার বাকী
প্রায় ম'শো টাকা জমা দিচ্ছেন—

পেলা । মামি ! মোহাই তোমার—No fear—ওটা আর কিরিয়ে কাজ
নেই—তাহ'লে আমার—No fear—ভয়ানক insult হবে !

দো । তু আপনিই বা কেন for nothing—

মা । নতুন বো ! নতুন গিন্নী ! দোল্—দোল্—দোল্—দোলন-চাঁপা !
তোমার পারে পড়ি—এমনি ক'রে আমার গলার আর পা চপিওনা !

এই দেখ,—প্রাণটা আমার নাকের ডগার এসেছে ;—আনি টাকার শোকে এই দেখ ভয়ানক কেঁদে ফেলছি ! (ক্রন্দন)

পেলা । No fear—No fear—আরে—আরে—একি ? অ মামা-মশাই—অ রাজা-মশাই—আরে চুপ্—চুপ্—

দো । বলি কি হচ্ছে ? এখানে সদরে দাঁড়িয়ে—বাঁড় টেঁচাটেঁচি ক’রে কি পাড়ার লোক জমা ক’রে নাকি ?

গজামণির প্রবেশ ।

গজা । বলি আবার কি হ’ল ? বলি—অ কর্তা—বলি ভাগ্নেকে খাতির ক’র্তে এসে কা’র জন্তে আবার শোক উথলে উঠলো ?

মা । টাকার ! (ক্রন্দন)

গজা । আহা—হা ! কা’র কাকা ম’ল ? তোমার আবার কাকা কে ?

দো । তুমিও আবার শ্রাকামি ক’র্তে এখানে হাজীর হ’লে দিদি ? দেখছ একজন ভদ্রলোক—বড়লোক র’য়েছেন ! তোমার এই বুড়ো সং দেয়লা ক’চ্ছে ওঁর কাছে,—আর তুমি বুড়ো-মাগী আবার রং ক’র্তে এখানে এসে জুটলে ?

পে । No fear—বড় মামী ! Good morning—না—না—প্রাতঃ-প্রণাম ! আমার চিন্তে পার ?

গ । একটু একটু পারি বইকি বাছা ! তুমি আমাদের নতুনির ছোট ভাই !

মা । তোর মাথা চোকখাগি ! কা’কে কি বলে হ’ল নেই ! এই হ’ল আমার ভায়ে—লাড়্ ম্যাটার প্যালারাম ! ছেলেবেলায় কত কোলে-পিঠে ক’রেছি—হাউড়ে মাগী—এর মধ্যে ভুলে গেলি ?

গ । ওমা—এ সেই পেলু—আমার ছোট্টাকুরবির ছেলে ? ওমা—এই

এত বড়টা হ'রেছিস্ ? ওমা—আবার গলার বগ্লস্ এঁটে যিদি
সেজেছিস্ ? ওমা—তুই রাজা হ'রেছিস্ নাকি ? ওমা—তুই আমাদের
রাজপুত্র দেখাতে নিয়ে বেতে এসেছিস্ নাকি ?

পে। No fear মামি-মা—অনেক কথা আছে ! চল তোমার ঠাকুর-
ঘরের চোকাটে দাঁড়িয়ে কথা কইগে ! তা মামা—সে সব খাতা-
পত্রগুলো—

মা। এখুনি দিচ্ছি বাবা—এখুনি আমি বের ক'রে দিচ্ছি—

পে। তা হ'লে—No fear মামি—চেক বইখানা তা হ'লে পকেটে পুরি ?

দো। কি হ'বে চেক ব'য়ে ? চলুন—আমি আপনাকে টাকা বের ক'রে
দিচ্ছি !

মা। না—না—নতুন বো—দোলন আমার—তুমি সিঁদুক খুলে সব
গুণ্ডগোল ক'রোনা ! নিতান্তই যদি টাকাটা দিতে হয়—তা হ'লে—তা
হ'লে—উ—হ—হ—আমিই দিইগে চল !

গ। ওমা ! কিসের টাকা ? আহা—বয়েস হ'লে কি হবে—কর্তাটা
আমার এখনও যেন সেই ভাব্‌লা খোকাটা ! কা'কেও হ' টাকা দিতে
হ'লেই—বেচারির বুক ফেটে চৌচির হ'য়ে যায় ! আহা—কা'কে
টাকা দিতে হবে ?

পে। No fear মামী-মা—ওঁরই টাকা—ওঁরই কাজে লাগাতে হবে ।

দো। আর কথার কাজ নেই—বাড়ীর ভেতর চলে আনুন—এখুনি টাকা
নিয়ে সব জোগাড়ের ক'র্তে আরম্ভ করুন ! আর দিন তো নেই !

তু। তা হ'লে কর্তামশাই—আমি দপ্তরখানার বাই—

মা। তুমি বাও—আমি একটু পরে যাচ্ছি ! একটা সমস্ত খরচা লিখে
নিতে হবে—মস্ত খরচা—উহ—হ—আমার ছেরান্দের খরচারই সামিল !

পে। No fear—তা'র চেয়ে বেশী !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাক।

গ্রাম্যপথ।

গ্রাম্যরমণীগণ।

গীত।

(দিদি) মিন্সেকে ব'ল'ব এবার

লাঙ্গল একটা কেনো।

দেশে, জমি-জমা কাঁদছে প'ড়ে—

এই কথাটা শোনো—

(নিদেন—একটা লাঙ্গল কেনো) ॥

এমন স্খের গাঁটা ছেড়ে,

সহরেতে গেছ তেড়ে ;

(তোমার) চা'লের খরচ কুলোর না তা'র—

বা'—আপিস্ থেকে আনো ॥

কলম পিবে পিবে হ'ল দেহখানি পাত,

(তা'তে) পেটটা ভ'রে ছুটী বেলায়—

পাওনা ডাল আর ভাত ;

(এমন) পোড়া চাকুরি কাজ কি প্রাণনাথ ?

(কেবল) দিনে দিনে বাড়ছে দেনা,—

চুলোর বাক্গে জমানো ॥

চাকুরি করুন তাঁ'রা ঝাঁদের মোটা টাকা আর,

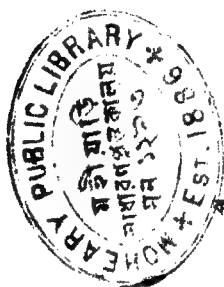
বলনা দিদি—একশো টাকাই—ক'টা বাবু পায় ?

(বলি) এ বাজারে চলে কিলো তা'র ?

(আবার) ওরই ভেতর মেয়ের বিয়ে

সারতে হবে জেনো ॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কলিকাতা—মুসজ্জিত রাজপথ ।

রঞ্জিনীগণ ।

গীত ।

ওগো সব নগরবাসী দেখ আসি—

এসেছে রাজার ছেলে এ দেশে ।

শুনোনা কারুর বারণ,

(কত) ভাগ্যে হয় রাজদরশন ;

(ভাঁ'র) কোমল কর ক'রে ধারণ,—ক'র সেক্ষাও হেসে—

(মুহু মুহু মুহু হেসে) ॥

(মোদের) কর্তায়া সব খেতাব পাবেন—

হবেন রাজাবাহাদুর,—

(নিধেন) “রায় সাহেবটা” ঘোড়ার কেটা ?

ঝড়বে মান প্রচুর,—

(নইলে) শুধুই কি ছাই মুখের বুলি—“যো ছকুন্ন ছকুন্ন” !

(তেমন) কর্তার জোর বরাং হ'লে—

গিন্নী গিয়ে নাচবে “বলে” (Ball),

তালে তালে পা ফেলে—প্রিন্সের গারে গা ঘেঁসে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

গোপাল ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ ।

গোপাল । অ গোবর্দ্ধন—অ গোবর্দ্ধন—আমার বড় ভয় ক’ছে—আমাকে
বাড়ী নিয়ে চল—

গোবর্দ্ধন । আরে ভয়টা কিসের ? এই এবিগেটা এসে দাঁড়া কর দিকি—
এ দিকটা বেশ ফাঁকা—

গোপা । না, না,—আমি আর একদণ্ডও ক’লকেতায় থাকবনা । এ’র
কোন জায়গা ফাঁকা নয় ! উঃ—চাদিকে লোকজন গিজ্ গিজ্ ক’ছে,
চাদিকে সব বড় বড় বাড়ী—চাদিকে গাড়ী ঘোড়া ছুটছে—একটু
ফাঁকা নয়—আমার যেন দম বন্ধ হ’য়ে যাচ্ছে ! আমি আর একটুও
কোথায় নড়ে যেতে পার্বনা !

গোব । আরে তুমি তো দেখছি বড় গণ্ডগোল কলে ! সহরে এস্—
রাজা দেখবেনি ? মজা করবেনি ? নকলদানা খাবেনি ?

গোপা । নাঃনা—আমি কিছু খেতে চাইনা । আমার বড় জলতেষ্টা
পেরেছে । কতবার এইটুকু পথে আসতে আসতে হ’জনে গাড়ী চাপা
প’ড়তে প’ড়তে বেঁচে গেছি ! রাস্তার ধুলোতে চোখ কর কর
ক’ছে,—লোকের থাকা খেয়ে খেয়ে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে আমার
গতর চূর্ণ হ’য়ে গেছে—

গোব । আরে এমন হেবলো তো কোথাও দেখেনি ! সহরে তো ঐ
হ’ল মন্ত সুখ, একটু থির হ’য়ে দাঁড়িয়ে থাক,—কত রকম মজা
দেখবেনি ।

গোপা । যা’র জন্তে ক’লকেতায় আসা হ’ল—তা’রও তো কিছু হোলোনা ।
রাজাও দেখা হ’লনা—সংও দেখা হ’লনা—বাজনাবাতিও শোনা
হোলোনা—

গোব। আরে কি কথা কও খোকা ঠাউর ? হ্যা—গা জলে যায় !
 রাজা কি দেড়িয়ে দেড়িয়ে এখান থেকে দেখা যায় ? চল—এট্টা ঘোড়
 গাড়ীতে চেপে বসি,—এট্টা পাণ্ডা বন্দাবস্ত করি—
 গোপা। সে তো পরসা নেবে !
 গোব। লেবেই তো ! ল্যার তো পইসা দিব আনে !

কয়েকজন গাঁটকাটার প্রবেশ ।

১ম। তেমন ভিড়ও নেই—কাজ হবে কোথা থেকে ?
 ২য়। ভদ্রলোক কোন শালা আসে না ! সব ব্যাটার ট্যাক্ গড়ের মাঠ !
 কোন ব্যাটার পকেটে ছোটো রিংএ বাঁধা চাবি,—কোন ব্যাটার পকেটে
 নস্তির ডিবে,—কোন ব্যাটার পকেটে ছেঁড়া ক্রমাল,—তা'তে নাক
 পৌছা—সন্দিমাথানো । রাম রাম—
 ৩য়। এক ব্যাটা রাজ্যের হাণ্ডবিল্ জড় ক'রে নোটের মতন ভাঁজ ক'রে
 রেখেছিল,—বাণিজ্য ক'রে লজ্জায় বাঁচিনা !
 ১ম। আরে শালারা রাজপুত্র দেথতে এসেছি—দু'দশটা ট্যাকা
 পকেটে করে নিয়ে আর—
 গোব। হেঁগো বাবুরে ! আমাদের গাড়ীর গোয়ালটা দেখিয়ে দিবেক ?
 আমরা পরসা দিয়ে গাড়ী চড়ে রাজা দেখব—
 ১ম। কত পরসা এনেছ ?
 গোব। সাত টাকা তিন গুণা পরসা আছে ! ইতে হবেকনি ?
 ২য়। দাঁড়াও, দাঁড়াও,—তোমরা কোথা থেকে আসছ ?
 গোব। গাঁ থেকে ! আমরা লৈতুন মনিষি—
 গোপা। আমাদের সবগ্রামে বাড়ী—আমরা কখনো কল্কেতার
 আসিনি—

গোব । আমি এসছি, আমি এসছি—

গোপা । ও ছ'একবার এসেছে বটে ! তাও তেমন এখানকার কিছু জানেনা । আমরা এখানে রাজা দেখতে এসেছি—

১ম । আচ্ছা—এসো এই ধারে—দেখি কত টাকা আছে !

গোব । এই দেখ—সাত টাকা—আর এই পরসা—

(কাছার খুঁট হইতে টাকা বাহিরকরণ)

১ম । আচ্ছা—তোমরা এইখানে চুপ্ ক'রে দাঁড়াও—আমি তোমাদের গাড়ী ডেকে আনছি ! রাজার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখা শোনা করিয়ে—একেবারে সেই গাড়ীতেই তোমাদের সেই গায়ে পাঠিয়ে দেবো !

গোব । হিঁ—হিঁ—তাহ'লে তো বেশ হবেক—বেশ হবেক ! দোই বাবু তোমাদেরকে—দোই বাবু—

২য় । আহা ছেলে-মানুষ—ওদের একটু কাজ করে দাওহে বিধু !

৩য় । একথানা বড় চার বোড়ার গাড়ী এনে দিই—কি বল ?

১ম । সে তো দশ টাকা চাইবে,—বাকী টাকাটা না হয় আমিই দিচ্ছি ! আহা—বালক—বালক !

গোপা । আপনারা বেশ লোক ! আপনাদের খুব দয়া—

১ম । কিছু না—কিছু না—দাও ঐ ক'টা টাকাই দাও—

২য় । আর দেখে—ওদের জন্তে কিছু জলখাবার—

৩য় । সে আর ব'লতে—সে আর ব'লতে ? তোমরা বাপু—এইখানে চুপ্ ক'রে দাঁড়াও—

[টাকা লইয়া গাঁটকাটাদিগের প্রস্থান ।

গোপা । সব ক'টা টাকা ওদের দিলে ?

গোব । দিবক্না ? গাড়ী চ'ড়'ব,—রাজা দেখ'ব—ক'ল্কেতার রসকরা

থেতে পাবক্ ! উঃ—কন্তো মজা হবেক্—কন্তো মজা হবেক্—

গোপা । ওরা ঠিক আসবে তো গোবর্দ্ধন ?

গোব । আরে ওনারা হ'ল—সহরের বড়লোক,—টাকা নিয়ে গেছে—

কয়েকজন ভদ্রলোকের দল বাক্সিয়া প্রবেশ ।

১ম । এমন রক্মারীও ক'রে ! কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে দেখবারও সুবিধে
নেই—

২য় । এইখান থেকে বেশ দেখা যাবে—ঐ প্রোমেশন্ মোড় ফির'ল—

৩য় । কই—কই ?

৪র্থ । ঐ যে Cavalry বেরিয়েছে—

১ম । না, না—প্রথমে পুলিশ Force—

২য় । না, না—প্রথমে Military guards,—

৩য় । আরে—মাথাটা একটু নাবাওনা হে—

৪র্থ । উঃ—বড্ড ঠেলাঠেলি—আঃ—থাক! মার'ছেন কেন মশাই ?

গোব । খোকা-ঠাউর ঠিক দাঁড়িয়ে থাক—লোড়োনি—

গোপা । উঃ গোবর্দ্ধন ! আমি হাঁকিয়ে মলুম ।

১ম । ঐ দেখ'হে—State carriage—

২য় । সঙ্গে কে কে হে.?

৩য় । উঃ—পা'টা মাড়িয়ে ধ'লেন যে মশাই !

৪র্থ । আঃ—আবার ঠেলাঠেলি করে—

৩য় । দেখ'ছেন—পেছন দিক্ থেকে কি রকম থাক! মাছে—

[থাক! থাকিতে গোপাল ও গোবর্দ্ধনের পতন,
তাহাদিগকে মাড়াইয়া লোকের নেপথ্যে নর্শন]

গোব । আরে—আরে—গিছি—গিছি—ওঃ—

গোপা । অ গোবর্দ্ধন—আমার বাঁচাও !

১ম । আমার পায়ের কাছে আবার এটা কিরে ?

২য় । আরে—ডাঙ্গার কি কুমীরে ধ'ল্ল নাকি ? পা খাব্লাম কে রে—

৬য় । আরে উদিকে দেখ—উদিকে দেখ—

৪র্থ । আহা হা—ছুটো ছেলে পড়ে গেছে হে—দেখ দেখ—মোলো বুঝি—

১ম । ঝক্—গোলমাল কোরোনা ! দেখ—দেখ—Processionটার তেমন জুৎ হয়নি !

সিবিল-গার্ড্বেশী রাধাশ্যামের প্রবেশ ।

রাধা । মশাইরা—হাঁ করে উদিকে Prince দেখছেন—এদিকে ছোটো ছেলে যে মরে—

১ম । তা মরে ! ঐ—ঐ দেখ—দেখ,—পোষাকটা কালো না সাদা—

রাধা । সরে দাঁড়ান ব'লছি—সরে দাঁড়ান,—নইলে সবাইকে arrest ক'রক—

সকলে । ওরে বাবা—পালা—পালা—পালা—এখানেও civil guard তাড়া করেছে রে—

[লোকজনের পলায়ন ।

রাধা ! (বালকদ্বয়কে বহুপূর্বক উঠাইয়া) বড় লেগেছে ?

গোপা । এঁা—না—না—

রাধা । তুই গোপলা ? তুই এখানে ম'র্তে এসেছিন্ ?

গোপা । হ্যাঁ রাধাশ্যাম দাদা—আমি এই গোবর্দ্ধনের সঙ্গে ক'ল্কেতার রাজ্য দেখতে এসেছি—

রাধা । আঃ—ভগবান্ রক্ষা ক'রেছেন । খুঁজে খুঁজে ক'জনে আমরা হাল্লাক হ'য়ে গেছি । আর তুই ব্যাটা চাবার ছেলে—তোর কি আক্কেল বল্ দিকি ?

গোব । দোই ছোট বাবু—রাজা দেখতে এসেছেন—বড় নাকাল হ'য়েছি । আমাদের টাকা সাতটা চেয়ে দাও, আমরা ঘরকে বাই !

রাধা । কিসের টাকা ?

গোব । পাণ্ডাঠাকুর বাবারা গিয়ে গেছে—

রাধা । সেকি ? এই মরেছে রে হতভাগারা ! কি হ'য়েছে বল্ দিকি !

গোপা । কতকগুলো লোক গাড়ী আন্বো ব'লে টাকা নিয়ে গেল ! ব'লে সেই গাড়ীতে রাজবাড়ী গিয়ে রাজা দেখা হ'বে !

গোব । ভাল রসকরা কিন্তে গেছে—

রাধা । তোদের ছ'জনকে ছ' গালে চারটে ক'রে চড় হয়—তা'হ'লে ঠিক হয় ! সে টাকা জোচ্চোরের নিয়ে পালিয়েছে ! হতভাগা ছেলেরা !

পেলারামের প্রবেশ ।

পেলা । No fear—খুঁজে পেয়েছিন্ তো ? এই মূর্তিমান্ ?

রাধা । হ্যা, এই তোমার মাসভূতো ভাই গোপাল—এই ব্যাটা চাবার পোর সঙ্গে ক'ল্কেতার এসেছে ! নাকালের এক শেষ হ'য়েছেন—ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে আর একটু হ'লেই চাপা মরেছিলেন আর কি ! তা'র ওপোর—জোচ্চোরদের পালার প'ড়ে গোটাকতক টাকা বা' সঙ্গে ছিল, তা'ও খুইয়েছেন !

গোব । সে টাকা কি আর পাওয়া যাবেকনি ? আচ্ছা রওতো—একবার সৈকিদারকে—দারোগাবাহুরকে ডাক্ সেই—

পেলা । No fear—আর দারোগা ডেকে কাজ নেই । রাধাস্তাম ! আর

দেয়ী ক'রে দরকার কি ? বেণী, নিলু, সত্য—ওরা সব Strand এ Harrison Road এর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে,—এদের সেখানে পৌছে দিয়ে আস,—আমি এইখানে আছি !

রাধা । চলো গোপাল—আগরে গোবরা—

গোব । রাজা দেখ্‌বনি ?

পেলা । সঙ্গে যাওনা—তোমার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবে এখন !

গোব । আমুতো বাবনি । জুরাচোর শালারা টাকা নিয়ে গেছে—
(উচ্চৈঃস্বরে) চৌকিদার—চৌকিদার—

রাধা । আ মর,—এ ব্যাটা চাষার ছেলে তো বড় পাজী ! চল—আমি টাকা দিচ্ছি ! ক'টাকা গেছে ?

গোপা । সাত টাকা তিন আনা—

গোব । আমি তোমার কাছ থেকে লিবো ক্যানে ? আমি চোর ধ'রব্‌ক—
জ্যালে দিব্‌ক—চৌকিদার—

পেলা । No fear—ব্যাটাকে ছ'টো রক্ত দিয়ে টেনে নিয়ে যা না রাধা—
শ্রাম ! No fear—কথায় বলে—“ন চাষা সজ্জনামতে”—

রাধা । তাই দেখ্‌ছি—

[গোবর্দনকে টানিয়া লইয়া ও গোপালের হাত ধরিয়া রাধাশ্রামের প্রস্থান ।

পেলা । No fear ! ক'টা important কাজ খুব সেরে ফেলা গেল !
মামা ব্যাটার কাছ থেকে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা রাধাশ্রামের behalf এ,—আর ৮০০০ টাকা মাসীর দরুণ আদায়,—আর এই মাসতুতো ভাইটাকে খুঁজে বের করা । রাধাশ্রামটা সব দলে আছে দেখ্‌ছি । আমার চেয়েও খলিকা ! এর ভেতর আবার Civil guard এর post এ নাম লিখিয়েছে ! No fear—সহরের ছেলেদের

চেষ্টে পল্লীগামের ছেলেদের খুব energy আছে ব'লতে হবে । এরই মধ্যে চরকা-টরকা লাঙ্গল-কাঙ্গল নিয়ে—No fear—খুব সবাই আড়োহাতে লেগে গেছে । No fear—এমন না হলে ছেলে ? সহরের ছোঁড়াগুলো—No fear—একেবারে good for nothing ! কেবল জানে—চোত বচন আওড়াতে, মেয়ে-মাহুষের মতন চুল পেটি করে তেড়ি কাটতে—আর বড় জোর Amateur Theatre হিরোর পার্ট্ একরাত্রি Act ক'রে—রাত্রি প্রভাতেই Sir Beerbhoom tree'র সঙ্গে টক্কর দিতে !

রিপোর্টার ভেনুটুসের প্রবেশ ।

ভেনুটুস । (কাগজ পেন্সিল লইয়া লিখন) At about ১০ A. M. in the morning Mr.—er.—Mr. (পেলারামকে লক্ষ্য না করিয়াই প্রশ্ন) what's the name of that civil guard ? Do you know Babu ?

পেলা । That civil guard ? Yes—no fear ! His name is টিপু হুলতান পিট্রোকোচিনো ।

ভেনু । (লিখিতে লিখিতে) টি—পু—হুল—টান্—পি—ট্রো—কো—চি—নো ! A peculiar name ! Who is that gentleman ? Is he an Italian or a Greek or Indian ?

পেলা । No fear—He is a Vascode-gamian—living in the state of Gibraltar—in Philadelphia south of Austria, the Northern Chinese wall !

ভেনু । Damn it ! Go on Babu,—please do help me with the report of this morning's arrest ! (পুনঃ লিখন) Mr.

so & so arrested two volunteers of Congress and
Khilafat committee—

পেলা। No fear—সব details দাও সাহেব! One aged nine
years 3½ months—named নটবর কান্তগির, the other
twelve years—5 months 11 days & 63 minuts & 2½
seconds named গন্ধমাদন সরাবজি—

ভেন্। I say—no need of writing so much details! Go
on Babu, please! (লিখিতে আরম্ভ) arrested for picketing
& wearing খদর।

পেলা। No fear লেখো লেখো—arrested for picketing &
wearing খদর,—carrying Machine guns and Howitzar
in their pockets, being prepared to wage war
with the Emperor of St. Petersburg—Vancouver
Island.

ভেন্। খ্যৎ—কি ব'লছে বাবু? তুমি হামার সাথে Joke ক'চ্ছে?

পেলা। No fear—পথে এসো বাবা ভেনটুস্! মায়ের ভাষার বুলি
ঝাড়ো যে বুঝতে পারি—আলাপপিরীত করি। বলি—চিন্তে পারত্না
হায়—বাবা ভেনটুস্?

ভেন্। Hallo—Hallo—Mr. পেলারাম! তুমি—তুমি? কেমন
আছে দাদা? এতকণ তোমার ভাল করে দেখা নেহি, ঐ লিরে টিক
সম্বাতে পারেনি।

পেলা। No fear—তা বেশ করা হায়! কিন্তু তোমার ও মূর্খি আমি
খুমিরে খুমিরেও চিন্তে পারেনা।

ভেন্। Very good—Very good—ভাল আছে? এখন কি কাম

ক'ছে? তোমার সাথে ভাই বহুদিন মূল্যকাৎ হোয়নি! আমি তোমার কাছে বড় সরমে আছে—বড় লজ্জায় আছে।

পেলা। No fear—কেন বাবা ভেনটুস্?

ভেন্। তোমার সেই ২৫টা রুপেরা চারবছর আগে loan নিয়েছি,—আজও শোধ করতে পারলোনা আমি! Really I am much ashamed!

পেলা। No fear তা'র জন্তে আমি তাগাদাও কখনো করিনি! No fear বাবা ভেনটুস্—ও কথা আমার মনেই ছিল না। কিন্তু তুমি যে বাবা—ভগবতী জুস্টুস্ খেয়ে ইমানটা এখনও রেখেছ—এতে আমিও very glad!

ভেন্। আমি সাহেবলোক আছে—হামারা কখনো ungrateful হইতে পারেনা! তা এখন তুমি কি কাম ক'রছে? ঐ Oliver Davis Company—

পেলা। No fear—সে চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি! তা no fear—বাবা ভেনটুস্—তুমি তো দেখছি হালচাল একটু ব'দলে ফেলেছ, আবলুস্ কাঠে একটু চক্চকানি জেলা মাছে! No fear কি রকম বল দিকি? আজকাল কি সেন্সাসে কাজ ক'ছে? পথে পথে মাছর গুণে বেড়াচ্ছ?

ভেন্। No—No—সেন্সাসের কি কাম ক'র্কে আমি? Oliver Davis Coর চাকরি ছোড়িয়ে এখন Messenger Daily newspaperএর paid Reporterএর কাম করছে!

পেলা। No fear—সোপার সোহাগা বাবা! একে “Messenger”এর মতন কাগজ,—তা'র ওপোর তোমার মতন রিপোর্টার,—একেবারে অক্সফোর্ডের বিভাগাগর! খবর যা' বেরোয়—একেবারে no fear চুটিয়ে!

ভেন্। English paperএ Native Reporter রাখছেন! পড়ছে তো? “Messenger” আজকাল The best Anglo-Indian paper! কেমন সব লিখে—দেখে তো?

পেলা। No fear—দেখছেন আবার? Nativeদের গাল দিচ্ছে—চোদ্দপুরুষান্ত ক’রছে। No fear—এতে তো আর মানা নেই, এতে তো আর sedition হয়না!

ভেন্। Native লোক সব বড় গোলমাল ক’রছে, তাই হামি সাহেব-লোক এতে গালাগালি ক’রছে—গবরমেন্টকে হামি সাহেবলোক সলা দিচ্ছে! কেমন করিয়া এই স্বদেশী movement সব বন্ধ হ’বে—এসব হামি সাহেবলোক বাংলাচ্ছে!

পেলা। No fear—তা’ বেশ ক’ছে। কিন্তু দেখ বাবা মাপ্তার ভেনটুন্স! যা’ বল—যা’ কর—No fear—আমি তা’তে কিছু বলি না। কিন্তু ঐ যে ক্রমাগত “হামি সাহেব লোক” ব’লে ব’লে নিজেকে মন্ত সাহেব ব’লে প্রতি কথার প্রচার ক’ছে,—এ বাবা—No fear—আমার গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ী মা’ছে।

ভেন্। Why? কেন? হামি সাহেব না আছে তো কি আছে?

পেলা। No fear—সাহেব ব’লে সাহেব? রংএ—কথাবার্তার একেবারে সত্ত British channel! বলি—নিজে আরসিতে মুখখানা না দেখে থাক, কখনো কি লাগদিবীতে মুখ ধুতে বাড়ি?

ভেন্। আরে রংটা কাল হইল তো কি হইল? London থেকে আসতে আসতে ঐ সেবার Black Seaতে হামাদের জাহাজ বুড়ে গেলো—সেই কালপানিতে হামাদের রং সব কালো হইয়া গেল!

পেলা। No fear—বাবা ভেনটুন্স! ওসব চালাকী আমার কাছে কেন সোণার চাঁদ? তোমার বাপ-মা ছ’জনকেই যে আমি চিনি বাবা!

তোমার বাপ Harry Pedro—হরিদাস গিঙ্গ, —চাট্‌গাঁয়ে বাড়ী,
খালসীর কাজ ক'ৰ্ত্ত, জাতে পটু গিস, —তোমার মা আমাদের চুনো-
গলির নিতি হাড়িনীর মেয়ে ! তোমার Pedigree তুমি যে Oliver
Davis Companyতে লক্ষবার প্রকাশ ক'রেছ ।

ভেন্ । বাস্ করো ভাই পেলারাম—তোমার সাথে হামার Peace !

আইস Shake hands ! একঠো সিগারেট লিবে ?

পেলা । No fear—আমি সিগারেট খাইনা ! চল্ ম !

ভেন্ । দেখিও দাদা—হামার Pedigree প্রকাশ করিওনা—হামার
নোকরি ছুটিয়ে যাবে !

পেলা । No fear—আমার ও ছাড়া অনেক important কাজ আছে !

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

মানিকচাঁদের বাটীর কক্ষ ।

মানিকচাঁদ ও দর্পনাথ ।

দর্প । আপনি এত বড় একটা জমিদার হ'য়ে একটা ছোঁড়ার কাছে এমন
ক'রে ঠ'কলেন ? খুব আশ্চর্য্য—

মা । আরে ও বাটা কি ছোঁড়া ? ও বুড়োর ঠাকুন্দা ! আমার কি সৰ্কনাশ
ক'লে বল দিকি ভাই ? আমার ত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে
খেল ? আমাকে ব'লে কিনা "রাজার ছেলে তোমাদের গাঁয়ে আসছে
নামা—তোমাকে রাজা ক'রে দেবে । আমার সঙ্গে ভারি ভাব—"

দর্প । হা—হা—হা—হা—তাই নাকি ? তা' টাকাটা নিলে কেন ?
নজর দোবো ব'লে ?

মা। কিছুনা। ব'লে—রাজার ছেলে আস্ছে পাড়াগাঁয়ে—ইলেকট্রিক-টিকির আলো দিতে হবে—রাস্তা ঘাট বাধাতে হবে—সাক্ষী হ'তরো ক'র্তে হবে—

দর্প। সেটা ক'রেছে দেখছি ! কিন্তু এ জায়গায় ইলেকট্রিক জ্বালাবে,—একি চারটীখানি কথা ? আচ্ছা—রাজার ছেলে বড় যে সে নন—Prince of Wales—বাক্যে কত সাধ্য সাধনা ক'রেও লোকে চোখে দেখতে পারনা—তিনি এখানে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্তে আসবেন,—এটুকু আপনার বুদ্ধিতে এলোনা ? আপনি এমন পাড়াগাঁয়ের ভূত ?

মা। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমি শুধু ভূত ? আমি আবাকের ব্যাটা ভূত, আমি পেঙ্গুই, আমি শাঁকচুরি,—আমি শালা,—শালায় ব্যাটার শালা ! আচ্ছা দর্পনাথ ভায়া—ব্যাটা সত্যি কি বিলেত টিলেত যায়নি ? ওর সব কথাই কি তবে মিথ্যে ?

দর্প। এখনও আপনি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন ? এখনও আপনার সন্দেহ আছে সে বিষয়ে ? ও একটা Vagabond Ruffian—চোর জোচোর ! ক'ল্কেতার স্বদেশী টদেশী নানারকম দলের পাণ্ডা হ'য়ে লোকের কাছে চাঁদা আদায় ক'রে গাঁড়া দিয়ে বেড়াতো ! অলিভার ডেভিসের অফিসে কেরাণীগিরি ক'র্ত্ত,—আর আমাদের পাড়ায় একটা মেসে প'ড়ে থাকতো—আর যত রাজ্যের ছেলে বখিরে বেড়াতো ! ক'ল্কেতার স্বদেশীদের বেই ধরপাকড় আরম্ভ হ'য়েছে,—আর আমরা এখানে পালিয়ে এসেছি ! তা ও যে আপনার ভায়ে—তা আমি জান্তেম না ! আর ওতো আমার কখনো বলেওনি !

মা। বাঁটা মার অমন ভায়ের মাথায় ! কবে কোন্ কালে একটা দিঙ্গি ছিল,—ব্যাটা তার ছেলে ! ও ব্যাটার সঙ্গে কখনো আমার কোনও

স্বপ্নই ছিলনা ! দশপনেরো বছর আগে—ওর মা বেঁচে থাকতে ছ’
একবার এসেছিল ! তা’র পর হঠাৎ এখানে শুজোব শুনলুম—ঐ
পেলা ব্যাটা ক’ল্কেতার এখন মন্ত লোক হ’য়েছে,—দেশবিন্দে
তা’র খুব নাম,—বিলাত লণ্ডন হামেকা ফরাস মুলুক—খুব চাদিক
বেড়িয়ে এসে দশ বিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা ক’রেছে—

দর্প। হা—হা—হা—হা—ভারি মজা তো—

মা। তা’রপর হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি লিখলে—“মা—আমি—
রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবার জন্তে শিগুগির
তোমার বাড়ী যাচ্ছি”—

দর্প। তা—ও যে অত টাকা ক’রেছে—আপনার বিশ্বাস হ’ল কি ক’রে ?

মা। আরে ভাই—সে যে রকম কথার ভঙ্গিমে—শুনলে ভোমাদেব মতন
সহরে বাবুদেরও বিশ্বাস হ’ত ! কথায় কথায় ব’লে “ন—করা” !
“নকরা” ! ওটা বোটা হয় ওর সাপের মন্তর ! শুধু কি ভাই ? বলি
টাকা হ’য়েছে—বিশ্বাস ক’রবনা কেন ? আমার প্রজাদের সব ধরে
এনে খাজনা নেওয়া হ’চ্ছিল,—ও মাঝখান থেকে মুড়ুলি ক’রে এসে
তাদের ছেড়ে দিয়ে—নিজে বাকী খাজনার হাজার টাকা তবিলে জমা
দিলে !

দর্প। বলেন কি ?

মা। বলি—আমার মাথা আর মুণ্ড ! এখন টাকাটা আদার করবার
উপায় কি ? কম নয় তো,—ত্রিশ হাজার টাকা—উঃ—বাপু রে
বাপু—ওরে কি হবে রে বাবা ! আমি দম্ কেটে মারা বাব !

দর্প। কিছু লেখাপড়া আছে ? কোন রকম রসিদ নিয়েছেন ?

মা। সব হ’য়েছিল ভাই—সে নিজে ঐ ত্রিশ হাজার টাকার একখানা
চ্যাক লিখে দিচ্ছিল—

দর্প। চেক্ দিচ্ছিল? আঁটকুড়ি ব্যাটা—হু' টাকার যুরোদ নেই—চেক্ কাটতে যায়! তা ষাক্—চেক্খানা আছে তো? তা হ'লেও একটা প্রমাণ হবে!

মা। তবে আর ব'লছি কি ছাই—আমার শ্রামকুলও গেল—বোষ্টোম-কুলও গেল! সে ব্যাটা একখানা চ্যাক্ দিচ্ছিল,—আমার নতুন গিন্নী—ভাঞ্জে দেখে সোহাগে গ'লে গেলেন,—তা'কে চ্যাক্ দিতে দিলে না!

দর্প। ষাক্—তা হ'লে রোগ খুব সাংঘাতিক ব'লতে হবে! আমিও তাই অবাক্ হ'রে গেলুম যে আপনাকে ক'লকেতার রাজা দেখতে আসবার জন্তে—সম্ভ্রীক নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালুম,—আমার একটা ভাড়াটে ঝড়ী আপনাদের জন্তে খালি করে রাখলুম,—উপরো উপরি তিনখানা পত্র দিলুম,—আর তা'র কোন জবাব নেই? এবার winterএ সকাল সকাল শিকার ক'র্ত্তে বেরিয়েছিলুম—শিগগির শিগগির ফিরতে হ'বে—Princeএর receptionএর জন্তে;—ভাবলুম—যখন এদিকে এসেছি,—একবার মাণিকচাঁদ দাদার খবরটা নিয়ে যাই—

মা। আর মাণিকচাঁদ দাদা—এখন মাণিকদাদ গাধারও অধম! তা হ'লে কি করা যায়—ভায়া দর্পনাথ!

দর্প। নালিস্ তো ক'রে দিন—

ভুতো সরকারের প্রবেশ ।

মা। এই যে—এই যে—সরকার! কি খবর?

ভু। আজ্ঞে—কর্ত্তা-মশাই—খবর খুব! আপনার সেই ভাঞ্জে সাহেব! মশাই—ক'লকেতার সব কি কি কিন্তে গেছে—

মা । কিন্তে গেছে—না—পালিয়েছে ?

ভূ । পালাবে কি বাবু ? গাঁয়ে একবার বেরিয়ে কাণ্ডকারখানাটা দেখুন না ! নবগ্রামের আর আশপাশে কালিপুর—বত্তিপাড়া—মঙ্গলখালি,—সোনাপুকুর গাঁয়ের ছেলে-ছোকরা—চাষাভুষো—তাঁতি কুমোর জড় ক'রে—

মা । ঐ নাও দর্পনাথ ভায়া—ব্যাটা আবার ডাকাতির দল ক'রেছে !

দর্প । আরে না—না—চুপ করুন না ! আমি বুঝতে পেরেছি—stupid এখানে স্বদেশী দল করেছে !

ভূ । আজ্ঞে না বাবুমশাই—এই গাঁয়েরই দল করেছে ! স্বদেশী-টদেশী কেউ নয় ! নবীন রায়ের ছেলে রাধাশ্যাম বাবু—তা'র তো তিন কুলে কেউ নাই—নিজের সমস্ত বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছে ! সেইথেনেই সব জটলা হ'চ্ছে ! পাঁচশো চরকা বসেছে,—বিস্তর মাগীমদ ছেলে ছুটকে ব'সে খালি চরকার সূতো কাটছে ! চাষ কর্কার জন্তে হাল গরু লাঙ্গল কোদাল আরও সব কত কি যন্ত্রপাতি এনেছে,—বাবুদের ছেলেরা সব চাষাদের সঙ্গে মিশে কোদাল পাড়ছে ! গাঁয়ের পুকুর ডোবা খানা সাক্ সূতুরো ক'ছে,—আর স্তূপাকার খদরের কাপড় এনে সবাইকে বিক্রি ক'ছে—গ্রামীবদের অম্মনি বিলুচ্ছে—

দর্প । (সোৎসাহে) বেশ হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে ! আর কিছু ভাবনা নেই মাণিকচাঁদ দাদা—আর কুছ পরোয়া নেই ! টাকা তো আপনার আদায় হবেই,—উপরন্তু গাঁওর লোককে—বা'রা ঐ দলে আছে—সবাইকে জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত এখনি আমি ক'রে দিছি !

মাণিক । কি ক'রে—কি করে ভাই ?

দর্প । ঐ খদর—ঐ খদর ! এই এক খদর—ভদর অভদর সবাইকে জেলে নিয়ে গিয়ে মুদর করে রাখব ! চলুন—চলুন মাণিকচাঁদ বাবু—

এখানে পুলিশ ফাঁড়ি কোথায় আছে—আমাকে নিয়ে চলুন—আপনিও আসুন—

মা। (সভয়ে) এ্যা—পুলিস ? থানা ? ফাঁড়ি ? দরোগা সাহেব ? ও বাবা—সেকি ?

দর্প। সেকি—কি আবার ? মস্ত সুযোগ—চলুন—চলুন—আপনার কিছু ভয় নেই—চলুন—চলুন !

মা। অ সরকার—কি বলেছে—

ভূতো। আঞ্জে—যান্ না—পুলিসে যাবেন—তা'র আর ভাবনা কি ? সেতো খণ্ডর বাড়ী ! আর হাজৎ—আহা—সে যেন বাসর ঘর ! তারি আরাম ! যান্না—যান্না কর্তা—মশাই—

মাণিক। তা—তা—একবার সবাই মিলে যাই চল—যদি চোর ব্যাটা'দের গ্রেপ্তার করতে পারি—

দর্প। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চোর গ্রেপ্তার হবে—টাকা আদায় হবে—গভরমেণ্ট খুব খুসী হয়ে আপনাকে চাই কি রাজা খেতাব পর্য্যন্ত দিতে পারেন !

(সকলের গমনোদ্ভোগ)

গঙ্গামণির প্রবেশ ।

গঙ্গা। (মাণিকচাঁদের কাপড় ধরিয়া) তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে—আবার ক'লকেতার লোকের সঙ্গে মিশে আশ্বিন্তি ক'চ্ছ ?

মাণিক। হাঁ—হাঁ—বড়গিন্নী—হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি ? ছাড়—ছাড়—কাপড় ছাড়ো—

গঙ্গা। কাপড় ছাড়বো ? মুখপোড়া ! একবার সেই ক'লকেতার ছোঁড়ার সঙ্গে ছদ্ম "আয়লা—সায়লা" করেই একেবারে তিরিশ হাজার টাকা গুণোগার দিয়েছ,—এবার ঐ একটা ছোঁৎকা বুন্দো

গুঁপো মিন্‌সের সঙ্গে জুটে—বথাসর্ব্বশ্ব লুটিয়ে দেবে মনে ক'রেছ ?
চলে আর—চ'লে আর বাড়ীর ভেতর—

দর্প । মাণিকচাঁদ দাদা—ঠাক্কণ্ঠী কে ? চিন্তে পারলুম না তো—
মাণিক । উনি—উনি—উনি—আমার বট-ঠাকুমার পিস্তুতো বোন্—
গঙ্গা । নচ্ছার মিন্‌সে—আবার এয়ারকি হ'চ্ছে ! (দর্পনাথকে) আমি
বে হইনা বাবু—তুমি এখান থেকে চলে বাও ! ভোমরা সহরে
লোক—চোর জোচোর—ছাঁচড়—ঠগ—দাগাবাজ ! আমার ভাতা-
রের গলায় ছুরি দিতে এসেছ—তা বুঝি !

মাণিক । তবে রে বুড়ী—কাঁঠিবেরকরা চন্ননা—মাগী ! আমার দর্পনাথ
ভাইকে তুই গালাগাল দিস ? যা—দূর হ—তোকে আমি আজ থেকে
তাজপুতুর—না—না—তেজিয়াগ ক'রুম ! ছাড়্—ছাড়্—কাপড়
ছাড়্—নইলে মেরে তোকে তুলোধোনা ক'রে ছাড়বো !

ভূত । বড়গিন্নী-না ! কি কেলেঙ্কারী ক'ছেন—কর্তাবাবু পুলিশে
বাচ্ছেন—

গঙ্গা । এ্যা—সেকি ? ওগো কি সর্ব্বনেশে কথা গো ! ওরে—সে মুখপোড়া
সহর থেকে এসে টাকা নিয়ে ক্ষান্ত হ'য়েছিল,—আবার এ মুখপোড়া
পুলিসে নিয়ে যায় বে গো ! ওরে অ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে—এই বেলা
চল্—পালিয়ে চল্—তোকে আমি চোরকুটুরিতে হুকিয়ে রেখে দিছি !
মাণিক । তুই মাগী—আমাকে মানে মানে ছাড়'বি কিনা—আমি জান্তে
চাই !

গঙ্গা । না—কিছুতেই না ! এই আরও দুহাতে ধ'রলুম—

দর্প । গিন্নী ঠাক্কণ্ঠ—আপনি ভয় ক'রবেন না,—আপনার কর্তার টাকা-
কড়ি সব আদায় ক'রে দেবার জন্তে আমি ক'ল্‌কেতা থেকে এত
কষ্ট ক'রে এসেছি—

মাণিক। আরে দর্পনাথ—ও মাগী হোলো—বুনো গুরোরের জাত,—
ওকি সহজে কথা শুন্বে?—ছাড়্—ছাড়্—মাগী—(প্রহার ও গলা
টিপিয়া ভূতলে পাতন) চল—দর্পনাথ ভায়া—এস সরকার—আর
দাড়িয়ে কাজ নেই! যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর—

[গঙ্গামণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। বুড়ো হ'য়েছি—এখন আর মিন্দের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন?
বড্ড পালিয়েছে! ওমা—কোথায় গেল গো! ওগো ছেলেধরায়
যে মিন্দেকে সতি ধরে নিয়ে গেল গো! ও নতুনি—ও নতুনি—

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধাশ্যামের বাটীর প্রাঙ্গণ।

রাধাশ্যাম, পেলারাম, গ্রাম্যযুবকগণ, বালকগণ ও

অস্টান্ত হিন্দু-মুসলমান নরনারীগণ।

রাধা। স্ত্রীতোগুলো একটু বেশী মোটা হ'চ্ছে—দেখ্ছ পেলাদা—

পেলা। No fear—মোটা হবে না তো কি একেবারে চাকাই মস্লিনের
স্ত্রীতো হবে! No fear একেবারে লাফিয়ে বড় হ'তে চেওনা বাবা—
তাহ'লে সব ভেসে যাবে! No fear—একটা কথা বলি শোনু রাধা-
শ্যাম—আর সকলকে তাই ব'লে দে,—কোন কারণেই যেন কেউ বুক
ভাঙ্গা না হয়! “No fear”—এই যে কথাটি আমার মুখে দিনরাত

শুনতে পাও, এ আমার মুদ্রাদোষ নয়—এ আমার জীবনের মূলমন্ত্র !
ইংরেজিতে বাক্য বলে Watchword ! No fear—No fear—
কুছ পরোয়া নেই !

সকলে । No fear—No fear—কুছ পরোয়া নেই !

পে। হ্যাঁ—No fear ! কিসের ভয় ? ভদ্রভাবে—বীরভাবে—নির্কি-
রোধী হ'য়ে নিজের উন্নতির জন্তে—নিজের গ্রামের উন্নতির জন্তে,
হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই মিলে—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলে চরকা
কাটবো—চাষ ক'র'—কাপড় বুনবো—নিজেদের ছেলেপুলেদের
বিলাসিতা ত্যাগ করিয়ে—গ্রামে রেখে দোবো,—নিজেদের খানচাল
ফসল নিজেরা তৈরি ক'রে নিজেদের অনাহার ঘোচাব,—এতে ভয়টাই
বা কিসের ? No fear—No fear ! নিজের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
রাখবো,—পুকুরিগীর পানীয় জল দূষিত না হয়—বিশেষ ক'রে লক্ষ্য
ক'র',—কুমোরের মাটিগড়া থেকে আরম্ভ ক'রে যত রকম শিল্প কাজ
আছে—তা'র উন্নতি ক'র্তে চেষ্টা ক'র', এতে ভয়টাই বা কিসের ? No
fear—No fear—

সকলে । No fear—No fear—কুছ পরোয়া নেই !

চাটুয্যো মশায়ের প্রবেশ ।

চাটু। হ্যারে—বঠে—কই—কোথা গেলি ? ওরে অ ব—ঠে ! হ্যাঁগা
বাবু—আমার ছেলে বটীচরণ—

ব। এই যে বাবা—কি বলছেন ?

চাটু। বলি—এগিরে আগতো—হারামজাদা—নছার—পাজি ! বলি তোমার
রকমটা কি ? বলি—ক'ল্কেতার বাসা তুলে দিয়ে ৩৫ টাকার
চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখানে কি তোমার গুপ্তির পিণ্ডি চট্কাচ্ছ ?

ঘ। আমি আর চাকরি ক'রনা—

চাটু। চাকরি ক'রিনি ? হারামজাদা—পাজি—চাকরি ক'রিনি ? খাবি কি ক'রে—ও গোরব্যাটা নছার ! খাবি কি ক'রে ? হোর বাবার তালুক মুলুক আছে নাকি ? ৩১—৩৫ টাকার চাকরি,—হুট ব'লতেই এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলি ? গোরব্যাটা—

ঘ। বাবা ! ৩৫ টাকা মাইনের চাকরি ক'রে—আপনার সংসারের আমি কি হুসার ক'চ্ছিলুম বলুন ! ক'ল্কেতার বাসায় থেকে খাই-খরচ ক'রে—কাপড় জামা জুতো কিনে (দু' পাঁচটাকা বাজে খরচও আছে)—সে সব ক'র্তে প্রায় তিরিশ টাকা খরচ হ'য়ে যায়,—বাকি থাকে ৫ পাঁচটা টাকা ! এই পাঁচটা টাকা—মাত্র পাঁচটা টাকার জন্তে—(তাও সব মাসে বাচেনা)—এই পাঁচটা টাকার জন্তে আমি বাপমার কাছছাড়া হ'য়ে—সাহেবের লাথিকাটা খেয়ে বিদেশে প'ড়ে থাকবো ? তার ওপোর মার্চেন্ট অফিসের চাকরি,—তালপাতার ছাউনি ! অল্প ক'লে চাকরি যায়,—একটা ঠিক দিতে ভুল হ'লে চাকরি যায়,—

একজন যুবক । হরতালের দিন না পৌছুতে পাল্লে—চাকরি যায়,—যেমন আমার গেল—

অন্য একজন । তুমি হরতালের দিন যেতে পারনি নাকি ?

উক্ত যুবক । কোথা থেকে বাব ভাই ? বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে-ছিলুম,—পথে জনকতক লোক এমনি হাতে পায়ে ধ'র্তে লাগলো—যে আর কিছুতেই অফিস যেতে পা উঠলো না ! এক ব্যাটা মেথর ব'লে কিনা,—“হাম্ লোক্ মেথর হো'কে আজ কাম বন্ধ্ কিনা হায়,—আব্ মেথরসে ভি ছোট্টা হায় !” আমি বাসায় ফিরতে আর পথ পেলুম না ! তার পরদিন অফিসে যেতেই—ডিপার্টমেন্টের বেনেট সাহেব

বাটা এসে ব'সে—“You go to your country-men,—they want your patriotism ! There is no room for you here !” আমিও অমনি হু' মাসের মাইনে নিয়ে একেবারে নবগ্রাম।

চাটু। চাকরি ক'র্তে গেলে—সাহেবেরা বা ব'ল্বে তাই ক'র্তে হবে !
অত লম্বা-চওড়াই ক'র্তে গেলে—তা'রা চাকরিতে রাখ্বে কেন ?
বলি—আমিওতো চাকরি ক'রেছি—বাবু ! হবসন কোম্পানীর চাম্‌ডার গুদামে ৩১ বছর গুদাম-সরকারী ক'রে এসেছি,—একটা দিনের তরে কামাই হয়নি ! মাঠাকরণ ৯টার সময় গঙ্গালাভ ক'ল্লেন,—চাকরি বজায় ক'রে রাত্রি আটটার পর এসে তবে তাঁ'র সৎকার করি !

পেলা। No fear—চমৎকার ! তা এখনো তো বেশ শক্ত-ডাঁটাগো আছেন,—এর মধ্যে চাকরি ছাড়লেন কেন ?

চাটু। চাকরি কি আমি ছেড়েছি ? নিজের দোষে চাকরিটা গেল—কি ক'ৰ্ব্ব ? এমন বিদ্বুটে রক্ত-আমাশা হ'ল—যে, ছ' মাস বিছানা থেকে উঠতে পার্লাম না যে অফিসে যাই ! ছ' মাস কামাই ? একি কোন মনিবে সহ্য ক'র্তে পারে ?

রাধা। বিশেষতঃ ইংরেজ-মনিব,—তা'র ওপোর চাম্‌ডার কারবার !

চাটু। অনেক কাদাকাটা ক'রেছিলুম—অনেক পায়ে হাতে ধ'রেছিলুম—
৩১ বছরের Good serviceএর কত নজর দেখালুম,—কিছুতেই রাখ্লে না ! নইলে কি আমি চাকরি ছাড়ি ?

ষষ্ঠী। বাবা—আপনার পায়ে পড়ি—আর এত লোকের সামনে আমাকে লজ্জা দেবেন না—নিজেকেও বে-ইজ্জৎ ক'ৰ্ব্বেন না ! আমি বুঝ্তে পাচ্ছি না,—আপনি কিসের জন্তে ৩০ বছর সাহেবের চাকরি ক'রে-
ছিলেন ? ৩০ বছর চাকরি ক'রে মাইনে হ'য়েছিল বাট টাকা মাত্র !

আপনার চামিশি বিধে নান্দ্রাজ জমি,—আপনি বছর-শালিয়ানা জমাব
কাঠাল বেচে ৩৪ শো টাকা পান,—আপনি তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্তে
বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন-ব্রাহ্মণ হ'য়ে সাহেবের চাকরি ক'রেছেন—আর
আমাকেও সেই রকম ক'র্ত্তে ব'লছেন?

চাটু। তা কি ক'র্ত্তে ব'লব?

মল্লী। কিছু না বাবা—আপনি দয়া ক'রে আমাকে তাগ করুন! আমি
আপনার ত্যজ্যপুত্র—আপনার কুসন্তান—আমি আর আপনার বাড়ী
বাঁধনা।

চাটু। বাড়ী বাঁধনা তো কোন্ চুলোয় থাকবি? এই স্বদেশী হাজাম
ক'চ্ছি—এ ক'দিন টেক্বে রে গোরব্যাটা? এ সব আমি ৬৫ বছর
বয়েস হ'ল—ঢের দেখেছি! ঐ নবীন রায়ের ব্যাটা,—ঝোঁকে পড়ে
আজ হুশো একশো টাকা বের ক'রে ধূম—ধড়াক্তা লাগিয়েছে।
আবার সখ্ মিটে গেলে—সব চম্কা-ফরকা লোকজন দূর ক'রে
টেনে ফেলে দিয়ে—গড়্‌ড্যাম্ হ'য়ে ক'ল্‌কেতার গিয়ে বাপের মতন
ব'লে বাবুয়ানা ক'র্কে!

পেলা। No fear—চাটুকে মশাই—কিছু মনে ক'র্কেন না—তবে
নিতান্তই কথা কইতে হ'ল! দেখুন—আমাদের এই বাংলাদেশটার
উন্নতি ক'বে হ'বে জানেন? যখন এই আপনাদের মতন বুড়ো জন-
কতক যাঁরা এখনও আছেন—তাঁরা দেহরক্ষা ক'রে আমাদের নিষ্কৃতি
দেবেন! No fear—ঐ নবীন রায়ের ব্যাটা—ব্রাহ্মণ্য রায়,—বড়
হুশো একশো টাকা বার ক'রেনি চাটুকে মশাই,—পুরোপুরি
তিনটা লক্ষ এই নবগ্রামের উন্নতির জন্ত ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে,—আর
তাঁর এই প্রাসাদভূষা অট্টালিকা আর এই নবগ্রামের সাতশো বিঘে
জমি লিখেপ'ড়ে দিয়েছে! আপনি দয়া করে এসে এখানে যোগদান

করুন—এর একটা মুকুবি হ'ন,—No fear—সত্যমিথ্যা সমস্তই
বুঝতে পারেন !

চাট্ট। এঁা—সেকি ? বল কি ? একি সত্যি নাকি ? এতো বড়
আশ্চর্য্য কথা !

দর্পনাথ, মাণিকচাঁদ, বেঙ্গল পুলিশ-কর্মচারীগণ, দারোগা

ভূতো সরকার, নায়েব, গোবস্তা ইত্যাদির

প্রবেশ ।

দর্প। আশ্চর্য্য কিছই নয় মশাইরা ! ভদ্র-সন্তান আপনারা,—পরের টাকা

ঠকিয়ে নিয়ে—খুব স্বদেশীয় ছজুক ক'রেন—মস্ত আড্ডা জমাবেন—
পেলা । No fear—কে আপনি ? এ যে দেখছি দর্পনাথ-বাবু ? এখানে
কি বাবা আজকাল Legislative Council এর আশা ত্যাগ করে
গোয়েন্দাগিরি ক'চ্ছেন নাকি ?

মা। হ্যাঁয়ে ব্যাটা পেলা—চোর—বদমায়েস—পাজি—ন'ছার ! আমার
টাকা চুরি ক'রে নিয়ে এই সব কাণ্ড হ'চ্ছে ? ব্যাটা বদমায়েস—
আমার সঙ্গে রাজপুতুরের আলাপ ক'রিয়ে দিচ্ছ—রাজার ছেলেকে
আমাদের এই অজ্ঞ পাড়ারগায়ে আনুছ ? দে—দে বলছি ব্যাটা—
আমার টাকা দে—

পেলা । No fear—কিসের টাকা তোমার ?

মা। ব্যাটা—কিসের টাকা আমার ? চোর ব্যাটা—জোজোর ব্যাটা—
ত্রিশ হাজার টাকা নিস্নি ? বল্ ব্যাটা—সত্যি বল্—আমার পৈতে
ছুঁয়ে বল্—তোর ইষ্টিকুর কুড়িকিষ্টির দিব্যি—বল্ বল্ছি—নগদ ত্রিশ
হাজার টাকা আমার নিয়ে আসিস্নি ?

দারোগা । মশাই—আপনার নাম পেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ?

পেলা । No fear—হ্যাঁ !

দা । আপনার নামে মন্ত Cheatingএর চার্জ্ এই জমিদার বাবু দিয়েছেন
যে আপনি ঔর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার ব'লে—কোন
লেখাপড়া না ক'রে ঠকিয়ে এনেছেন !

পেলা । No fear—ঠকিয়ে আনিনি ! কোশল ক'রে এনেছি—ঔরই
ধার শোধ ক'র্তে !

দর্প । দেখেছ একবার জচ্চুরির কথাটা ! “ঠকিয়ে আনিনি—কোশল
ক'রে এনিছি !”

পেলা । No fear—কথার মারপ্যাচেই হুনিয়া চ'লছে ! আপনি যে
এখানে মামা-মশাইকে খাতির ক'র্তে এসেছেন—তারপর Recep-
tion fundএর জন্তে হাজার দশেক টাকা টান্দা আদায় ক'র্কেন—
সেটা কি ঠকানো ব'ল'ব—না—কোশল ব'ল'ব ?

দর্প । আমি—আমি—সে টাকা publicএর কাজের জন্তে যদি নিই
তো ঔরই ভাল'র জন্তে নোবো—আর উনি তা most gladly
দেবেন—

পেলা । আর No fear—আমিও বা' নিয়েছি—তা' private লোকের
উপকারের জন্তে নিইছি—ঔরই পরকালের ভাল'র জন্তে ! দারোগা-
মশাই—No fear—কবুল দিছি যে আমি ঔর কাছ থেকে ত্রিশ
হাজার টাকা চেয়ে এনেছি ;—এনে ঔর চ'জ্যায়গায় দেনা ছিল,—
তা' পরিশোধ করিছি ! উনি কিছুতেই যখন সে টাকা দেবার গা
ক'চ্ছিলেন না,—সে টাকা—No fear—হজম ক'র্কার চেষ্টায়
ছিলেন,—চেষ্টায় কেন—একরকম হজম করেইছিলেন,—তখন আমি
কোশল ক'রে—সুদগুড় টাকাটা আদায় ক'রে এনেছি !

দা । মিথ্যেকথা—মিথ্যেকথা ! আমি জমীদার—আমার টাকার অভাব

কি ? আমি কা'র কাছ থেকে ধার ক'র্তে যাব ? মিথ্যেকথা—মিথ্যেকথা—

রাধা । কা'র মিথ্যেকথা মানিকচাঁদ বাবু ? আপনার না পেলারাম দাদার ? বারো ব'ছর আগে আমার বাবার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা আপনি ধার ক'রে আনেন নি ? ধর্ম্যকথা বলুন দিকি !

মা । মিছে কথা—মিছে কথা—কে তোমার বাবাকে চিন্তো হে বাপু ? তোমার বাবা তো ক'ল্কেতার প'ড়ে থাকতো—

রাধা । এই যে চার-পাঁচখানা চিঠি দেখুন দিকি,—কি কাঁহুনি গেয়ে টাকাটা ধার চেয়েছেন,—এ চিঠি কি আপনার হাতের নয় ? এই পড়ুন দারোগা-মশাই—

মা । তা—তা—তা চেয়েছিলুম বটে—কিন্তু—তোমার বাবা—সে টাকাটা আমাকে দিয়েছিল কি ?

পেলা । No fear—সে আপনার জমিদারীসেরেস্তার এই খাতা হু'খানিই তা'র যথেষ্ট প্রমাণ দেবে—

(জমিদারীর খাতা বাহির করণ)

মা । দেখুন—দেখুন দারোগা-মশাই—আমার জমিদারীসেরেস্তা পর্য্যন্ত লুট ক'রেছে,—আমার খাতাপত্র সব কেড়ে-কুড়ে এনেছে,—আমার তবিল ভেঙ্গেছে—আমার সর্বনাশ ক'রেছে—

মা । দেখুন পেলারাম-বাবু—আপনার against এ উনি যখন চার্জ দিয়েছেন—তখন আপনাকে আমার সঙ্গে একবার খানার যেতে হবে !

পেলা । No fear—খানার কেন—আমি জেলে পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি । আমি টাকা ঠ'র কাছ থেকে এনেছি বটে,—কিন্তু অত্যাচার করিনি,—এ আমি চিরকাল বল'ম্ । খাতাপত্র সমস্ত দেখলেই আপনারা বুঝতে পার'বেন যে আমি ভ্রাত্য আদায় করিছি কিনা !

দর্প। পরের টাকা তুমি আদার কর্কার কে হে বাপু ? বা'র কাছ থেকে
উনি টাকা নিয়েছেন,—তা'রা আদার ক'রবে । আদালত আছে—
উকিল আছে—ব্যারিষ্টার আছে,—জজসাহেব আছেন,—ইংরেজের
আইন আছে,—তুমি কিসের জন্তে পরের ধনে পোদারি ক'র্তে যাও ?
এটাও কি তোমার স্বদেশিতা নাকি ?

পেলা । No fear—হাঁ—আলবৎ—এই পেলারামের স্বদেশ-
শিতা !! স্বদেশী হ'য়ে স্বদেশীকে না ঠকায়,—স্বদেশী হ'য়ে স্বদেশীর
শত্রু না হয়,—স্বদেশীর গলায় ছুরি না দেয়,—স্বদেশী—স্বদেশীর দুঃখ
বোঝে,—স্বদেশীর দুঃখ দূর কর্কার জন্ত বজ্রপরিকর হয়,—হিন্দু-
মুসলমান সকলে জাতিনির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখে,—পরস্পর
খাঁটি সৌহার্দে দিন কাটায়,—এই সমস্ত দেখাই হ'ল পেলা-
রামের স্বদেশিতা !! No fear—এ যদি অপরাধ হয়,—
No fear আমি তা'র জন্ত শাস্তি নিতেও প্রস্তুত ! চলুন দারোগা
মশাই—আমি ফাঁড়িতে বাছি—

রাধা । আচ্ছা মণিকচাঁদবাবু—আপনি টাকাটা ফেরৎ পেলেই যদি সন্তুষ্ট
হন,—পেলারামদাদাকে ছেড়ে দেন,—মকদ্দমা না করেন,—আমুন—
আমি এখনই আপনার ত্রিশ হাজার টাকা ফেরৎ দিচ্ছি !

নবদুর্গার ও গোপালের প্রবেশ ।

ন-দু । ত্রিশ হাজার টাকা তুমি সব দেবে কেন বাপু—আমার আট হাজার
টাকাও আমি ফেরৎ দিচ্ছি,—এ টাকা আমার চাইনা ! দাদা ! তুমি
বিধবার টাকা—অনাথার সর্বস্ব নিয়ে যদি খুসী হও,—আমার কোন
দুঃখ নেই ! আমি চিরহুঃখিনী—চির-অনাথিনী ! আমি আমার এই
ছেলেটাকে নিয়ে এই ছেলেদের আশ্রয়ে বাস ক'রব,—তোমার বাড়ীর

চেয়ে—এখানে আমি স্বর্গের সুখ ভোগ কর'ক' ! আমার গোপালকে
ঐ ছেলেরা যমের মুখ থেকে কিরিয়ে এনেছে,—আমি ওদের কাছে
গোপালকে রেখে মানুষ ক'রে তুলব !

মানিক । তা—তা—তাহ'লে রাধাশ্যাম—টাকাটা কি তুমি দেবে নাকি ?
তা—তা—তাহ'লে দিয়ে দাও বাবা—

দোলনচাঁপার প্রবেশ ।

দোলন । কার টাকা—কে নেবে—কে দেবে ? টাকা পেলারামকে
আমি নিজের হাতে সিঁদুক থেকে বের ক'রে দিয়েছি ! শুধু দিয়েছি
নয়,—এই গ্রামের উন্নতির জন্তে—এই হতভাগ্য পল্লীর কতকটা
হুঃখহুঃগতি দূর কর'বার জন্তে—আমি জমিদারগৃহিণী,—জমিদার
মানিকচাঁদ মুখুয্যের অর্দ্ধাঙ্গিনী,—ত্রিশহাজার টাকা নিজের হাতে—
স্বামীর অনুমতি নিয়ে—পেলারাম বাবুকে চাঁদাস্বরূপ দিয়েছি !
সে টাকা পেলারাম বাবুর বা রাধাশ্যাম বাবুর—আমার স্বামীকে
প্রত্যর্পণ কর'বার কোন অধিকার নেই !

পেলা । No fear—No fear ! জয়—আমার নতুন স্বামীর জয়—জয়
জমিদারগৃহিণীর জয়—

সকলে । জয়—জমিদারগৃহিণীর জয় !

মা । এঁা—সে কি—সে কি—নতুন গিন্নী—তুমি—তুমি—তুমি এখানে ?

দো । হ্যা—আগি—এখানে—দেখতে পাচ্ছ'না ? লজ্জা করেনা—এখনও
আবার কথা কইছ ? এত অদর ক'চ্ছ কিসের জন্তে—কা'র জন্তে ?
দেখ দিকি—এই সোণাচাঁদ ছেলেরা মিলে এরই মধ্যে গ্রামখানার
কি চেঁহারা কিরিয়ে কেলেছে ! সহরের সকল সুখসুভোগ ভাগ ক'রে—
কেউ ঢাক্রি ছেড়ে—কেউ লেখাপড়া ছেড়ে—আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে,

—গ্রামের উন্নতির জন্ত হিন্দুমুসলমান ছোট বড় সকলে মিলে,—
একমন একপ্রাণ হ'য়ে কি রকম পরিশ্রম ক'চ্ছে,—আর ভূমি নিজের
জাতভায়ের টাকা ঠকিয়ে নিয়ে—নিজের যথেষ্ট ভারি তবিল—আরও
ভারি ক'ছে ? থিক্—থিক্ তোমায় ।

দর্প । মাণিকচাঁদ বাবু—চলুন চলুন—এখানে এ সব কথায় কাজ নেই !
বুঝ্‌লুম—আপনার নবীনা পত্নীকে শুদ্ধ এরা Baptise ক'রেছে !

দো । মশাই ! শুনেছি—আপনি সহরের একজন বড়লোক, লেজিস্-
লেটিভ্‌ কাউন্সিলের অনরেবল্‌ মেম্বর—না কি ! এ সময় ক'ল্‌কেতার
আপনার অনেক কাজ,—সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে এখানে পড়ে আছেন
কিসের জন্ত শুনি ?

দর্প । আমি—আমি আপনাদেরই জন্ত এসেছি ! আপনাদের ক'ল্‌কেতার
অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি—দয়া ক'রে চলুন—

দো । No fear—আর হাজার দশেক টাকা—ওঁকে private recep-
tion fundএ টাকা দিন—

দো । চুপ্‌ কর পেলারাম ! দর্পনাথ বাবু ! বড় হুংখের বিষয় যে আমরা
আপনাকে receive ক'র্তে পাল্লুম না—বা—আপনার নিমন্ত্রণ accept
ক'র্তে পাল্লুম না ! আপুনি এখুনি চ'লে যান্—

দর্প । অ মাণিকবাবু—এ কি রকম কথা ? আপনার স্ত্রী—স্ত্রী—

মা । হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার স্ত্রী—আমার ইস্ত্রী—আমার পরিবার—আমার
নতুন বৌ—আমার নতুন গিন্নী ! ও যা ব'ল্‌ছে—তাই হবে—হবে—
হবে ! ওরই কথা আমি শুন্‌বো—আমার বাবা শুন্‌বে—আনার চোদ
পুত্রব শুন্‌বে—আমার বীক্‌ওটি শুন্‌বে ! তুমি চ'লে যাও—দর্পনাথ
—তুমি চলে যাও—একুণি আমার কাছ থেকে চলে যাও ! তুমি এসে
এই ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়েছ,—আমাকে আমার গাঁয়ের মধ্যে একঘরে

করাবার মতলব ক'রেছ,—তুমি চলে যাও! আর দারোগা মশাই!
এই নিম্ন,—মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি—এই পান খেতে আপ-
নাকে একশো টাকা দিছি! আমি বুঝতে পারিনি,—ভুল ক'রে
এই সব সোণারটাদ ছেলেদের নামে নালিশ ক'রেছিলুম,—এ নালিশ
আমি ভুলে নিছি—

দা। না—না—টাকা আমাদের দরকার নেই! তা হ'লে পেলারাম
বাবু এ টাকা আপনার কাছ থেকে ঠকিয়ে আনেনি?

মা। কখনই নয়! ও পেলারাম—লাড্‌ ম্যাষ্টার প্যালারাম—ভাণ্ডে আমার
—ওকি আমাকে ঠকাতে পারে? ওর মামীর কাছ থেকে এই নালিশ
দেবার জন্তে—

দো। গ্রামের উন্নতির জন্তে—

মা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গ্রামের উন্নতির জন্তে টাকা দিয়েছে! কেমন দোলন—
দোলন টাকা—ঠিক ব'লেছি তো?

দা। আচ্ছা বেশ—তা হ'লে আমরা চলুম—

দর্প। আপনারা চ'লবেন কি দারোগা মশাই? Cheating charge না
হয় মাণিকবাবু তুলে নিলেন,—আপনি Government servant
হ'য়ে—এখানকার স্বদেশী movementএর leaderদের arrest
ক'রেন না?

দা। কারণ?

দর্প। প্রথমতঃ—গ্রামের উন্নতির নাম ক'রে এঁরা Congress
Committee আর Khilafat Committeeর কাজ ক'রেন!

দ্বিতীয়তঃ—এখানে এঁরা খদ্দর বিক্রী ক'রেন—বিলি ক'রেন!

দা। আপনি অন্যায় ব'লছেন! এঁরা কোন কমিটির লোক নন,—এঁরা
এই গ্রামের ছেলে, গ্রামেই এসে বসবাস ক'র্তে বসেছেন! সুতরাং

এদের সে সখকে কোন চার্জে ফেলা যাবনা ! আর খন্দর বেচলে—বা বিলি ক'লে Proscute করবার order আমাদের ওপোর কখনো নেই জানবেন !

[দারোগা ও পুলিশকর্মচারীরগণের প্রস্থান ।

সকলে । কেমন হ'য়েছে—মুখের মত হয়েছে ? দূর—দূর—সহরে কুকুর—
পে । No fear—খবরদার—

দর্প । আচ্ছা—দেখে নিচ্ছি—তোমরা কত বড় গেরো বদমায়েস !
আমি council এ ঢুকে—এ বিষয়ে heavy agitation ক'রব !

[দর্পনাথের প্রস্থান ।

মা । দোলন—চল—বাড়ী যাই ! ক'নে-বৌ তুমি—এখানে থাকা ভাল কি ?
পে । No fear মামা—ছেলেদের কাছে না থাকবে—তা'তে আর দোষটা কি—লজ্জাই বা কি ? আশুন—মামা—মামী ! কি রকম পল্লীসভ্যের সব ব্যবস্থা হ'চ্ছে—একবার ঘুরে ফিরে দেখুন !

মা । নবভূগা ! দিদি ! বোনটী আমার ! কি ছু মনে করিস্নি—তোর টাকা আমি কড়ার গড়ার শোধ ক'রে দোবো ! তার সাক্ষ্য এই নতুন বোঁ—আর লাড় ম্যাটার পেলারাম !

ন-হ । দাদা ! তুমি আমার মা'র পেটের ভাই ! তুমি কি আমার পায়ে ঠেলতে পার ?

গঙ্গামণির প্রবেশ ।

গঙ্গা । বেশ হ'য়েছে—বাবা প্যালালাম—বেশ কাপড়-চোপড় বুনছিস্ন !
আমার আফ্রিক ক'রবার জন্তে এক জোড়া ভাল কাপড় বুন দিস্নতো
বাবা—

(পট পরিবর্তন)

দৃশ্য—মরদানে ভদ্রসন্তানগণ কৃষকগণের সহিত মিলিয়া চাষ করিতেছেন ।

রমণীগণ।

গীত।

আমরা—কাকর কাছে দোষ করিনি।

আছি—মায়ের সেবার—গায়ে ব'সে—

অন্ত কোথাও সরিনি ॥

ঘরবাগী মোরা চাষী,

নইকে দেশের সর্বনাশী,

চাইনা হ'তে পরবাসী,—পরপ্রত্যাশী ;—

কোথায় কে কি ব'লুছে পরে—

সে সব কথা ধরিনি ॥

যদি, আপন হাতে ঘর সাজিয়ে সুখেতে থাকি,—

বল—তোমার তা'তে কি ?

ওগো—তোমার তা'তে কি ?

পরের প্রসাদ পাবার আশে,

যদি না যাই পরের পাশে,—

বে—অ'ল্বে অ'লুক গায়ের রিষে,—

(আমরা) পরের খার আশ্র ধরিনি ॥

স্বাভাবিক।

সমাপ্ত।

শিবমন্ড।



PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
AT THE SIDDHESWAR PRESS,
77, *Hari Ghosh Street*, Calcutta.
1922.

মুখপত্র ।

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের ইচ্ছায় “পেলারামের স্বদেশিতা” প্রকাশিত হইল। তাঁহার ইচ্ছায় যখন অসম্ভবও সম্ভব হয়, তখন “পেলারামের স্বদেশিতা” প্রকাশিত না হইবে কেন? আমি মনের আবেগে “পেলারামের” সৃষ্টি করিয়াছি মাত্র, কিন্তু তাহাকে জীবিত রাখিয়া লোকের সম্মুখে দাঁড় করানো আমার ছায় ক্ষুদ্রশক্তি অবস্থাহীন ব্যক্তির সাধ্য নহে ভাবিয়া— তাহাকে সৃতিকাগারেই একপ্রকার বিনাশের পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ—হিতাকাঙ্ক্ষী—মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র (বি, এ) মহাশয় “পেলারামের” বিষয় অবগত হইয়া—স্বয়ং আমার বাটী হইতে (অর্থাৎ পেলারামের সৃতিকাগার হইতেই) অযত্নপরিতাক্ত পেলারামকে অতি ধন-সহকারে—পরম আদরে কোলে করিয়া লইয়া যান। উপেন্দ্রবাবু অনেক “চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক” আনাইয়া জীবনসঙ্কটাপন্ন “পেলারামকে” দেখাইলেন। “পেলারামের” অবস্থা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—“রোগ সাংঘাতিক—পেলারামের জীবনের কোন আশা নাই! অনর্থক কেন চেষ্টা ও আশা করিতেছেন?” উত্তোগী—পুরুষসিংহ—“No fear” মূলমন্ত্রোপাসক উপেন্দ্রবাবু (জগদীশ্বরে ষাঁহার অটল বিশ্বাস,—দেহ—মন—প্রাণ এবং সেই সঙ্গে চরিত্রও ষাঁহার অতি পবিত্র) সেই প্রিয়দর্শন—ধীর—গম্ভীর—কর্মবীর উপেন্দ্রবাবু,—অন্তের নিরুৎসাহজনক কথায় তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া—“পেলারামের” জীবনরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া—অতুলনীয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া—চিকিৎসায় যত্নবান্ হইলেন। “পেলারামের” রোগ সাংঘাতিক ;—

অঙ্গের কত স্থানে সাংঘাতিক রকমের কত “অস্ত্র” বসানো (operation করানো) হইল। যায়—যায়! “পেলারাম” বুঝি বাঁচেনা। একদিকে কালান্তক বমে ধরিয়াছেন—আর একদিকে পুণ্যবান্ পুতপ্রাণ উপেক্ষাবান্ ধরিয়াছেন! দু’জনেই সমভাবে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন! জয় জগদীশ হরে! অবশেষে সত্য সত্যই পেলারাম বাঁচিয়া উঠিল! ধন্ত উপেক্ষাবাবু! ধন্ত তাহার হৃদয়বল!

সাক্ষাৎ স্বদেশ-প্রেমের প্রতিমূর্তি “পেলারামকে” শুধু জীবনদান করিয়া উপেক্ষাবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন না। “পেলারামের” অপূর্ব “স্বদেশিতা” জগতে প্রচার করাইবার জন্য তাহাকে মার্জিত ও সময়োপযোগী জনমনো-রঞ্জন বেশভূষায় ভূষিত করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও আচার্য্য শ্রীযুত মনমথনাথ বসু (এম, এ) মহাশয় এবং অদ্বিতীয় চরিত্রবিশ্লেষ্টা শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র (বি, এল্) মহাশয়, “পেলারামকে” মাহুষ করিতে,—তাহাকে লোকসমাজে বাহির হইবার যোগ্য করিতে—প্রাণপণে ব্রত করিতে লাগিলেন। এই দুটা পাক্কা হাতে পড়িয়া—অতি অল্পদিনে তৈয়ারী হইয়া—“পেলারাম” No fear হবে জগতে “স্বদেশিতা” প্রচার করিতে বাহির হইল! “পেলারামের” সৃষ্টিকর্তা দীনহীন দুর্বল আমি,—“পেলারামের” “জীবনদাতা” (উপেক্ষাবাবু) এবং “পেলারামের” শিক্ষাদাতৃদ্বয়ের (মনমথবাবু এবং নরেশবাবুর) নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। জগদীশ্বর ইহাদের আরও মঙ্গল-বিধান করুন।

উৎসর্গ ।

বন্ধুবন্ধ—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—

করকমলেশু—

ভাই সতীশবাবু—

তুমি যে আমাকে ভালবাস—তাহার অনেক প্রমাণ তুমি আমাকে দিয়াছ। আমিও তোমার ভালবাসি এবং সেই ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ আমার “পেলারামের স্বদেশিতা” তোমার করে উপহার দিলাম। ইতি——

অভিমন্যুদত্ত

ভগেন—

প্রথম অভিনয় রজনী ।

শনিবার ৩রা আষাঢ় ১৩২৯ সালে—রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মিনার্ভা
রঙ্গমঞ্চে “পেলারামের স্বদেশিতা” বাহাদুরের লইয়া প্রথম প্রচারিত হয়,—
নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

প্রোপ্রাইটার	শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি-এ, মহাশয় ।
অপেরা মাষ্টার	প্রোফেসর দেবকর্ষ বাকচি সরস্বতী ।
রিহার্সাল্ মাষ্টার	প্রোফেসর এবং শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল্ ।
মৃত্যুশিক্ষক	শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
টেজম্যান্‌জের	শ্রীমান পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)
রক্তভূমিসজ্জাকর	শ্রীশ্রামচরণ দে ।
মিষ্টার জেকব	শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র ।
পেলারাম	শ্রীযুত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ।
কুমার দর্পনাথ	শ্রীযুত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মাণিকচাঁদ	শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ।
বড়বাবু ও চাটুয্যো মশাই	শ্রীযুত কার্তিকচন্দ্র দে ।
রাধাগ্রাম	শ্রীযুত কুঞ্জলাল সেন ।
মিঃ ভেন্টুস্	শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল্ ।
ঘোষালমশাই	শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।
বিনোদ হালদার ও	} চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য । বতীন্দ্রলাল চক্রবর্তী ।
ভূতো সরকার	
বামিনীকান্ত (বাঙ্গাল)	

কৃতজ্ঞতা ।

যে সকল মহাকাব্যের বিরচিত দেশপ্রসিদ্ধ স্বদেশী গান হইতে দুই একছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমার এই “পেলারামের স্বদেশিতা” নাটকের কলেবর সুশোভিত করিয়াছি—সেই সমস্ত স্বদেশপ্রাণ দেশপূজ্য মহানুভব-গণের প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।

২০. বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

অভিনয় সৌকর্য্যার্থে নাটকের কয়েক ছত্র অভিনয়কালে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে—পাঠকগণ সেজ্ঞাত্র ক্রটি মার্জনা করিবেন । “মিষ্টার জেকবের” ভূমিকায় স্বনামপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃপ্রবর শ্রীবৃত্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অভিনয় সরস করিবার জন্ত—কয়েক স্থানে আপন সুবিধা ও ইচ্ছামত “জেকবের” ভূমিকায় বাংলা কথাগুলি ইংরাজিতে বলিয়া থাকেন । নাটকে “জেকবের” কথা স্থানে স্থানে ইংরাজিতে থাকিলেও—নরেশবাবু ইংরাজিতে বাহা বলেন—তাহা নাটকে ছত্রে ছত্রে মিলাইয়া পাওয়া যাইবে না ।

পেলারামের স্বদেশিতা।

কুশীলনবগণ

পুরুষগণ।

কুমার দর্পনাথ	কলিকাতাবাসী বড়লোক।
মাণিকচাঁদ	নবগ্রামের জমিদার।
পেলারাম	ঐ ভাগিনের (আপিসের কর্মচারী)
রাধাক্রাম	জনৈক ধনাঢ্য যুবক।
ছোয়াল মশাই	দর্পনাথের প্রতিবেশী জনৈক বৃদ্ধ।
ভূতো সরকার	মাণিকচাঁদের কর্মচারী।
গোপাল	মাণিকচাঁদের ভাগিনের। (নবহুর্গার পুত্র)
গঙ্গারাম	দর্পনাথের মোসাহেব।
দীক্ষু মণ্ডল	জনৈক কৃষক।
গোবর্দ্ধন	জনৈক কৃষক-পুত্র।

মিঃ জেকব { অভিভার ডেভিস কোম্পানীর সেল মাস্টার (Olivr Davis
Company's Salemaster)

মিঃ ডেনটুস জনৈক সংবাদপত্রের রিপোর্টার।
কর্মচারী সম্মিলনীর (Employees' Association) মেম্বরগণ, প্রতি-
বেশীগণ, গ্রাম্য-যুবকগণ, বালকগণ, কেরানীগণ, বড়বাবু, প্রজাগণ,
পাইকগণ, গাঁটকটাগণ, চাটুযোমশাই, দারোগা,
দরওয়ান, কনেটবলদর, কৃষকগণ, সহরবাসী-
গণ, বস্ত্রব্যবসায়ী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গঙ্গামণি	মাণিকচাঁদের প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
দোলনচাঁপা	ঐ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
নবহুর্গা	ঐ বিধবা ভগ্নী।

গ্রাম্য নরনারীগণ, রমণীগণ, রজনীগণ ইত্যাদি।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

— বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জে অপূর্ণ উপভাসগাথা—

“রত্নাকর”

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনের মতন গ্রন্থ !!

রত্নাকর—সাহিত্যজগতের অমূল্য রত্নরাজ্যের আধার !

“রত্নাকরে”—যত ডুব দিবেন তত রত্ন কুড়াইবেন !

“রত্নাকরে” সবই নূতন !

আগাগোড়াই নূতন কথা। “রত্নাকর” সাহিত্যবাজারের “পচা—
পুরাতন” জিনিস নয় !

“রত্নাকরে” “চর্কিতচর্কণ নাই”—“খোড় বড়ি খাড়া” আর “খাড়া—
বড়ি খোড়” নয়,—

“রত্নাকর”—স্বর্গীয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ দেবভোগ্য জিনিস। পড়িয়া
বুঝিতে পারিবেন, উপভাসরাজ্যে একটা খুব মনের মতন নূতন রকমের
উপভাসের বই পড়িলাম বটে ! ছবিতে ভরা ; সুন্দর রঙ্গীন কাপড়ে
বাধাই,—মূল্য ২৮ টাকা।

রত্নাকরে আছে—

দেশের কথা,—দেশের কথা,—বাস্তবিক সংসারের কথা,—
ভারতবর্ষের কথা,—আমাদের অগ্রস্থার কথা,—স্থলের কথা,—
দুঃস্থের কথা,—হাসির কথা,—রগড়ের কথা,—বাস্তবিক
কর্তব্যের কথা,—অধঃপতনের কথা,—লোকমান্ত্র ভিলকের
কথা,—মহাত্মা গান্ধীর কথা,—পাঞ্জাবের কথা,—জাতীয় উন্নতির
উপায় উদ্ভাবনের কথা !

আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক চমৎকার এণ্টিক কাগজ।
উপভাসের মধ্যে ছবি না থাকিলে আপনাদের ভাল লাগেনা—সেই জন্ত
ভাল ভাল ছবিতেও “রত্নাকর” সুশোভিত ! মূল্য—২২ টকা মাত্র।

রত্নাকর সম্বন্ধে হুই একটী সংবাদপত্রের মন্তব্য—

REVIEW

Ratnakar, or the Treasury of gems, is a valuable contribution to the rich lore of Bengali literature, just come out of the scholarly pen of Babu Bhupendra Nath Banerjee, who has already established his fame in the dramatic world as a consummate master of style, loftiness of thought and sweetness of expressions. His dramas particularly have marked out a new line and have been an unprecedented success on the stages of the Bengali Theatres. His “Avinaya-Sikhsa” in which he elaborately deals with the mysteries of the histrionic art, is a boon to the lovers of dramas. His “Upekhsita,” “Khatrabir,” “Satsanga” and several other works, in which the author has given his dramatic utterance, are really worthy of note and admiration.

He has, of late, offered to the public a collection of beautiful stories, tagged together in his book styled “Ratnakar”. The book is original and has not the tinge of imitation from English Authors. He has given us a vivid picture of the present state of our society, the obligations and responsibilities of our fellow brethren, the cruelties of death and its damping influence on human mind, the height of genuine love.

Bhupen Babu's comic characters are of paramount interest. In telling us the saddest tale, where the reader is choked with awful melancholy, the author has so ingeniously managed to introduce his comic element, that it at once dispells the gloom. A comic vein pervades all through his writing. On a brief survey of Bhupen Babu's works it appears to us, that the author has observed the world with the eye of a keen observer and his writings are the broad results of culture, experience and careful thinking. We

confidently hope, that "Ratnakar" will occupy a high place in the hearts of the appreciating public.—THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

Ratnakar by Babu Bhupendra Nath Banerjee, Price Rupees Two.

The author has made a name for himself as a dramatist, whose plays are deservedly in requisition by the interested public. He has now appeared in a new *role* as a writer of short stories. His intimate knowledge of human nature, his power of manipulating events, his depiction of situations and analysis of character as reflected in his dramas, have stood him in excellent stead in the new role—in which he makes his bow before the public. There is a refreshing charm about the stories which have been told with consummate skill. We are pleased to note that Bhupen Babu has impressed on the stories the stamp of his own distinct individuality. His skill can best be judged from the fact that the stories rivet interest throughout and furnish exhilarating reading. Considering the success that has attended his present efforts, we hope the author will give us more of this stuff in future. THE BENGALIEE.

রত্নাকর—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

এই রত্নাকরে স্থলেখক অল্প কয়েকটি রত্ন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ কয়েকটি ছোট গল্প। গল্প কয়েকটি স্থলিখিত; শুধু তাহাই নহে, প্রতিভাবান্ লেখক এমন সমন্বয়পযোগী ও সুসংযত মন্তব্য স্থানে স্থানে প্রকাশ করেন যে, তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আমরা বাহা আশা করি, তাহাই এই রত্নাকরে পাইয়াছি; প্রসিদ্ধ নাট্যকারকে আমরা গল্পের ক্ষেত্রেও পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।—ভারতবর্ষ

সাধনা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সর্বজনবিমোহন অভূতপূর্ব সেই নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

* সেকেন্দার সাহ *

(ALEXANDER, THE GREAT)

অতি অল্প দিনেই যথার্থ ই নমগ্র নাট্যজগৎ ছাইয়া ফেলিল।

অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের ঠিক অভিনয়োপযোগী ঐতিহাসিক নাটক

বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম।

প্রথম অঙ্কে—সেকেন্দার শাহের নিজ রাজ্যের ঘটনা।

দ্বিতীয় ও
তৃতীয় অঙ্কে } —সেকেন্দার কর্তৃক পারস্য বিজয়।

চতুর্থ ও
পঞ্চম অঙ্কে } —ভারতে সেকেন্দার।

—আরও বিশেষত্ব—

নাটকের প্রত্যেক ঘটনার, -প্রত্যেক চরিত্রে, -প্রত্যেক কথায়, -প্রত্যেক দৃশ্যে

অলৌকিক উদ্ভেজনা !!

বিনি বেগুন ভাবেই অভিনয় করুন, আবৃত্তি করুন,—বক্তা ও শ্রোতা

উভয়েই বিমুগ্ধ,—উৎসাহিত—অপূর্ব ভাবে বিভোর হইবেন।

আরও সুবিধা—

পরিশিষ্ট ভাগে—

নাট্যকান্তর্গত গানগুলির স্বরলিপি—পোষাক পরিচ্ছদ সহজে

সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা—

অভিনয়ের ফটো-চিত্র

ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজ, চমৎকার ছাপা,—সুন্দর বাঁধাই—

সেকেন্দার শাহ

নাটকের মূল্য দেড় টাকা (১।০) মাত্র।

—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিশ্ববিজয়ী মনোরঞ্জন নাট্যকাব্য

বৈবাহিক

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

“বৈবাহিক” মহাশয়দের লইয়া ছদ্মগুণে বসুন, সকল রকমের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। নূতন ধরণের মজার মজার গান শুনিতে পাইবেন,—গল্প, কথাবার্তা—প্রেম (দেশী বিলাতী দুই রকমের প্রেম) এ সমস্তই মজাদারি !

দুই অঙ্কে সমাপ্ত। মূল্য ১।০ আট আনা মাত্র।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অভিনয়-শিক্ষা ।

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত করাইয়াছে ।

এদেশে একরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব ছিল—

লেখক বহু বহু—বহু চেষ্টায়—বহু পরিশ্রমে এতদিন পরে নাট্য-জগতের এই বিষম অভাব মোচন করিলেন । যাহারা নাটক অভিনয় করেন, যাহারা নাটক পড়িয়া থাকেন, নাটক অভিনয় দেখিয়া থাকেন,—যাহারা কোনরূপে নাট্য-সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহারা নাট্যানুশীলনের জন্ত “সমিতি”,—“ক্লাব”,—“ইউনিয়ন্” বা “অ্যাসোসিয়েশন্” গঠিত করিয়াছেন—বা করিতে ইচ্ছুক বা উত্তোগী,—এই “অভিনয়-শিক্ষা” তাঁহাদেরই সহায়তার জন্ত রচিত ।

কেমন করিয়া নাটক অভিনয় করিতে হয়, অভিনয় শিখাইতে হয়, নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত করিয়া সুশৃঙ্খলে চালাইতে হয়,—এমন কি, ঠেজ্ বাধিতে হয়, হাস্যমোনিরাম্ব বাজাইতে হয়, গান শিখিতে ও শিখাইতে হয়, ব্রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে হয়, পেইন্টিং করিতে, পোষাক পরিতে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখাইতে, সূক্ষ্ম হইতে হয়, ইত্যাদি—

“অভিনয়-শিক্ষা” এই সকল শিক্ষায় পরিপূর্ণ ! অভিনয়-সম্বন্ধীয় বা ক্লাবসংক্রান্ত এমন কোন কথা নাই বাহা “অভিনয়-শিক্ষা”র নাই ! তাহার উপর বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা “দানীয়াবু”, “অমরবাবু” “অব্দিদুবাবু” প্রভৃতি নাট্য-মহারথীগণের অমূল্য অভিনয়-চিত্রে “অভিনয়-শিক্ষা” চিত্রময় ? উচ্চদের আইভরি ফিনিস্ কাগজে অত্যুৎকৃষ্ট ছাপা—সুন্দর রঙিন কাপড়ে বাইণ্ডিং, আর্ট-পেপারে ছবি ছাপা, প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ । “অভিনয়-শিক্ষা” নাট্যমোদী কলাবিদ্যাহুরাগী সুধীগণের কড়ই মনের মতন জিনিস হইয়াছে । মূল্য দুই টাকা মাত্র ।

“অভিনয়-শিক্ষা”-সম্বন্ধে দুটি একটি শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রের অভিমত উদ্ধৃত
করিলান,—সকলগুলি দিবার স্থান কোথায় ?

Indian Daly News—“* * * As a play-wright and an amateur actor—he has earned for himself a well-deserved name and anything that he says about the Bengali Stage—bears the impress of an expert in the line. * * * he cleverly leads the novice through all the stages of the profession, so as eventually to turn out a success on the stage. * * * The book is unique of its kind in Bengali literature & should be very popular with both professional and amateur actors. * * *

Amrita Bazar Patrika—“* * * The common faults and foibles of actors are, indeed, examined with a master’s critical eye and most valuable hints given to remedy them, and the mine of instructive details have been handled with such skill and lucidity that the whole dramatic art becomes rationalised, rendered almost scientific. * * *

Hindu Patriot—“* * * He has made the subject his special study and as he has gone through many books both Eastern and Western—relating to histrionic art,—his suggestions will not only be useful to the amateur but even to the “professions” if they only care to read the book in the right spirit * * * Regular theatre-goers should have also a copy of the book with them to train their eyes to look to the proper things on the stage and thus be the means to bring round the wild actors—or do away with them for the sake of art.

“ভারতবর্ষ”
করিয়া বশবী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই পুস্তকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়
পাইবেন * * ।”

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সেই মর্মভেদী বিরোগান্ত ঐতিহাসিক নাটক

“সাইন্ অফ্ দি ক্রস্”

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

যথার্থই নাট্য-জগতে সাহিত্য-জগতে

একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে যুগান্তর উপস্থিত করাইরাছে ?

ইংরাজী নাম দেখিরা আগে হইতে ডড়কাইবেন না ?

“সাইন্ অফ্ দি ক্রস্”, নাটকে সকল রকম রসের বিকাশ আছে—
প্রেম, (পবিত্র প্রেম, দীক্ষার প্রেম) ভালবাসা—(কাম ও নিঃস্বার্থ),—
বিরহ—উপেক্ষা—জিবাংসা—প্রতিশোধ—ইত্যাদি ।

আপনি বাহা খুঁজিবেন তাহাই পাইবেন ! কোন গ্রন্থ এক ভাষা
হইতে অল্প ভাষায় তর্জমা করিলে মৌলিক গ্রন্থের রসান্বাদন রূপান্তরে
হয় না, চিরকালই সকলের এইরূপ ধারণা । কিন্তু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত “ষ্টার থিয়েটারে” অভিনীত “সাইন্ অফ্ দি ক্রস্”
নাটক পাঠ করিরা আপনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবেন এবং মনে হইবে—
বুঝি বঙ্গ-ভাষায়,—“সাইন্ অফ্ দি ক্রস্” মৌলিক গ্রন্থ !!! উৎকৃষ্ট
বাধাই—কাগজ ও ছাপা মূল্য ১/ এক টাকা ।

ভূপেন বাবুর অন্যান্য গ্রন্থ—

উপেক্ষিতা (তৃতীয় সংস্করণ—পঞ্চদশ নাটক)—	মূল্য	১/ এক টাকা
সংসার (দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ)	"	১/ " টাকা
অশ্রুধার (তৃতীয় ঐ ঐ ঐ)	"	১/ " টাকা
সাইন্ অফ্ দি ক্রস্ (নাটক)	"	১/ " টাকা
সেকেন্ডার লাই	"	১৪/ " টাকা
বয়সবিনী (উপজ্ঞাস)	"	১৫/ " টাকা
রক্তাকর (মনোরম গল্পসমষ্টি)	"	২/ " টাকা
গুরুঠাকুর—।০	ভূতের বিরো—।০	বেকার রগড়—।০
কলের পুতুল—।০	বিজ্ঞানধী—।০	বৈবাহিক—।০
সপ্তদাগর—।০	গোসাইজী—।০	কলোর কীর্তি—।০

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—উপহারের—সর্বশ্রেষ্ঠ মনোমুগ্ধকর

উপন্যাস—

শ্রীযুক্ত বৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

❀হিন্দুনারী❀

সতীত্ব-গৌরবে জগতের আদর্শ, প্রণয়-মাহাত্ম্যে রমণীকুলের

শীর্ষস্থানীয়া, ত্যাগের জীবন্ত-প্রতিমা বিশ্বপুত্র্য

হিন্দুনারী

যে হিন্দুনারী মৃতপতির সঙ্গে হাসিমুখে বলন্ত চিত্র প্রবেশ
করাকে প্রার্থনীয় মনে করেন,—যে হিন্দুনারী প্রণয়ানন্দকে
দেবতার অপেক্ষাও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া—আজীবন পূজা
করিয়া থকা হন,—স্বামীর সুখ-বিধানের জন্য যে হিন্দুনারী প্রাণ
সর্ঘাস্ত তুচ্ছ করিয়া পরম সুখী, সেই দেবী-রূপিনী হিন্দুনারীর
পবিত্র অন্তঃকরণের অনন্তসাধারণ বিশেষত্বটুকু অবলম্বনে—
বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ—অপূর্ব—অমৃতময়ী স্বর্গীয়-প্রণয়-কাহিনী !

হিন্দুনারী—পরিসর—হিন্দুনারী !!

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নাট্যজগতের অমূল্য রত্ন—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হাস্যরসাম্বিত দৃশ্যকাব্য—

“কেলোর কীর্তি”

(মিনার্ভা থিয়েটারে এখনও সহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে)

প্রথম সংস্করণের পঞ্চদশস্র প্রায় ছুয়াইয়া আসিল।

“কেলোর কীর্তির” পরিচয় “কেলোর কীর্তি”

মূল্য ৥০ আনা মাত্র।

সাঁধনা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত—এবং অত্যন্ত পুস্ত
লাগে প্রাপ্তব্য।

মিনার্ভার জয়ধ্বজা—“কেলোর কীর্তি!”

নাট্যকারের অপূর্ব কৃতিত্ব—“কেলোর কীর্তি!”

অভিনেতৃবর্গের সুখোচ্ছল—“কেলোর কীর্তি!”

স্বদেশের আমন্দ প্রতারণা—“কেলোর কীর্তি!”

আবালহুজ-বলিতার মনোরঞ্জন—“কেলোর কীর্তি!”

মস্তো মৃতসঞ্জীবনী—“কেলোর কীর্তি!”

চারিদিকেই হাসি—

“কেলোর কীর্তি!” “কেলোর কীর্তি!!”

“কেলোর কীর্তি!!!”

